অধিকতর উৎপাদনমুখী বিশ্বায়ন

গ্রাহকদের সাথে অগ্রযাত্রা

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৮

আমাদের দর্শন

বাংলাদেশের যেসব ব্যবসায়িক খাতে আমরা নিয়োজিত সেসব খাতে আমরা নেতৃস্থানীয় হিসেবে স্বীকৃত হবো।

আমাদের মূল্যবোধ

শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের প্রয়াস।

গ্রাহকদের কল্যাণে উদ্ভাবন ।

জনবলকে ক্ষমতায়ন।

বৈচিত্র্যের মাধ্যমে সমৃদ্ধশালী ।

আমাদের নীতি

নিরাপত্তা।

সততা।

সম্মান।

দীর্ঘস্থায়ীত্ব।

সূচীপত্র

সংক্ষিপ্ত কর্পোরেট বিবরণ

৮২ কোম্পানির দর্শন
৮৪ আর্থিক ইতিবৃত্ত
৮৫ এক নজরে সারা বছর
৮৫ মূল্য সংযোজিত বিবরণ

শেয়ারহোল্ডারগণের বিজ্ঞপ্তি

৮৬ কর্পোরেট ইতিহাস
৮৭ বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

স্ট্যাটুটরি প্রতিবেদন

৮৮ পুঁজি বাজারে কোম্পানি
৮৯ পরিচালনা পর্ষদ
৯২ সভাপতির বিবৃতি
৯৫ পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন
১১৩ কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা
১১৮ পরিচালকগণের দায়িত্বসমূহের বিবরণী
১১৯ অডিট কমিটির প্রতিবেদন
১২০ মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটির প্রতিবেদন

আর্থিক প্রতিবেদন

১২১ শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি কনসলিডেটেড স্বতন্ত্র অডিটর প্রতিবেদন
১২৩ শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি স্বতন্ত্র অডিটর প্রতিবেদন
১২৫ কনসলিডেটেড আর্থিক অবস্থার বিবরণ
১২৬ কনসলিডেটেড লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণ
১২৭ কনসলিডেটেড ইক্যুইটি পরিবর্তনের বিবরণ
১২৮ কনসলিডেটেড নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণ
১২৯ আর্থিক অবস্থার বিবরণ
১৩০ লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণ
১৩১ ইক্যুইটি পরিবর্তনের বিবরণ
১৩২ নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণ
১৩৩ হিসাবের টীকাসমূহ

আর্থিক ইতিবৃত্ত

		২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮
রেভিনিউ	টাকা '০০০	৪,০৫৬,২৭৮	৩,৯৮৪,৪৮২	৩,৯৩৩,১৮৫	৪,২৭০,৫৮৫	৪,৯৪১,৭৯৯	৫,৪৬০,১৯০
কর-পূর্ব মুনাফা	"	১,০০১,৫৮৭	৮৫১,০৩৫	৮৮১,৩৪৩	১,১৯০,৮৩২	১,৩০৪,২৬০	১,৩৬৪,৪৭৪
ইবিআইটিডিএ (EBITDA)	"	১,১৩৮,২৫৫	৯৯৪,০৯৫	১,০৩১,১০৪	১,৩৮১,৭৯৬	১,৫১৬,৪৪৮	১,৬২২,১৪৮
কর বরাদ্দ	"	২২৫,৫৪৪	২৪২,৬৫৯	২১৩,০৮৬	৩২৪,১১৪	১৭১,৪৩২	৩৬০,৭০০
বিলম্বিত কর	"	৩৭,১৪৮	-১১,৭৫৬	১৭,৭৮৬	-১৪,৪৮০	১৮০,০৯০	২৯,৩০২
আয়	"	৭৩৮,৮৯৫	৬২০,১৩২	৬৫০,৪৭১	৮৮১,১৯৮	৯৫২,৭৩৮	১,০০৩,৭৭৪
প্রস্তাবিত চূড়ান্ত লভ্যাংশ	"	১৬৭,৪০১	১৬৭,৪০১	১৬৭,৪০১	১৬৭,৪০১	২১৩,০৫৬	৫৭০,৬৮৬
অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ প্রদান	"	৩০৪,৩৬৬	৩০৪,৩৬৬	৩০৪,৩৬৬	৩০৪,৩৬৬	৩০৪,৩৬৬	–
সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল	"	২,২৮৬,১৩৮	২,৪৩৪,৫০৩	২,৬১৩,২০৭	৩,০৩২,৭৫০	৩,৫২৩,৬৩৬	৪,৩২০,৫০৮
শেয়ার মূলধন	"	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩
পুনঃমূল্যায়ন বাবদ সংরক্ষণ	"	২০,১৭৪	২০,১৭৪	২০,১৭৪	–	–	–
শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটি	"	২,৪৫৮,৪৯৫	২,৬০৬,৮৬০	২,৭৮৫,৫৬৪	৩,১৮৪,৯৩৩	৩,৬৭৫,৮১৯	৪,৪৭২,৬৯১
নীট স্থায়ী সম্পত্তি	"	১,৫০৮,৯৯১	১,৫৩৫,১৪৫	১,৯১৪,৪০৫	২,৫৪৩,৯৩৫	৩,২১৮,৬৩৮	৩,৪৪৫,৪৬২
অবচয়	"	১৫৭,৪২৫	১৬৪,৫৩১	১৬২,৬১৭	২০১,৮৬৩	২১৯,৬৫১	২৮০,০৬৫
শেয়ারপ্রতি আয়	টাকা	৪৮.৫৫	৪০.৭৫	৪২.৭৪	৫৭.৯০	৬২.৬০	৬৫.৯৬
পি ই রেশিও-টাইমস		১৩	২২	২৭	২২	২১	১৮
কর্মচারী হতে মূলধন ফেরত	%	৩০	২৪	২৪	২৮	২৬	২২
মোট মুনাফার আনুপাতিক হার	%	৩৭	৪০	৪৩	৪৬	৪৭	৪২
ইক্যুইটি দেনা বাবদ আনুপাতিক হার-টাইমস		–	–	–	–	–	–
চলতি আনুপাতিক হার-টাইমস		৩.০৮	৩.১১	২.৪৪	১.৫৫	১.৬৭	২.০১
শেয়ারপ্রতি লভ্যাংশ	টাকা	৩১.০০	৩১.০০	৩১.০০	৩১.০০	৩৪.০০	৩৭.৫০
লভ্যাংশ	%	৩১০	৩১০	৩১০	৩১০	৩৪০	৩৭৫
শেয়ারপ্রতি নীট সম্পত্তি	টাকা	১৬১.৫৫	১৭১.৩০	১৮৩.০৪	২০৯.২৮	২৪১.৫৪	২৯৩.৯০
শেয়ারপ্রতি পরিচালনা থেকে নগদ প্রবাহ	"	৫৪.৯১	৫০.৮৯	৬৭.১৪	৭৩.১৮	৭৬.১৩	৭৬.৮৭

রেভিনিউ

আয় ও লভ্যাংশ

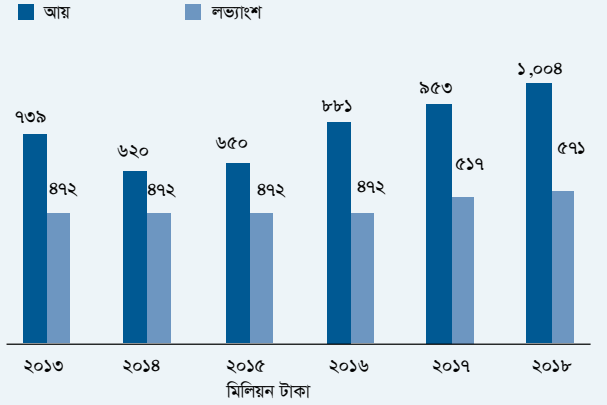

শেয়ারপ্রতি নীট সম্পত্তি

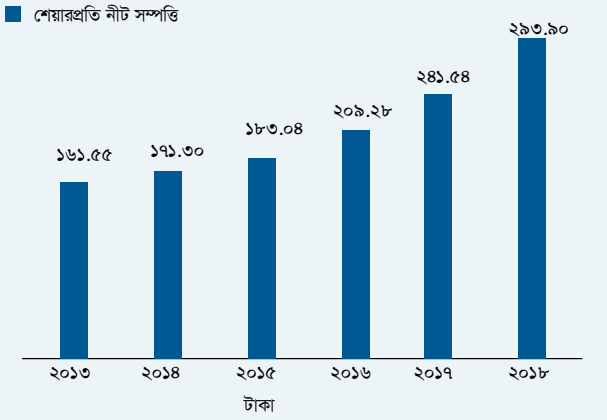

মূল্য আয়ের অনুপাত

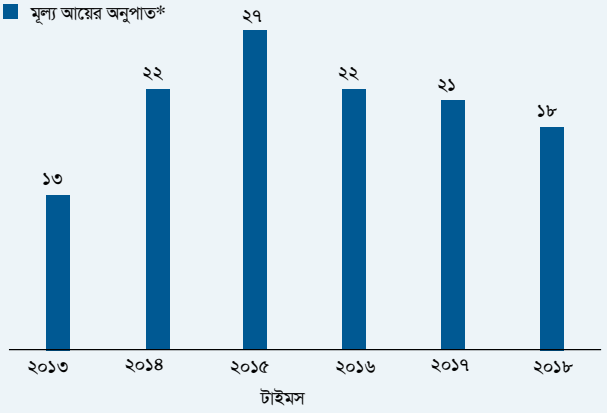

*প্রস্তাবিত লভ্যাংশ এবং ইক্যুইটির অন্যান্য উপাদানের অন্তর্ভুক্তির সমন্বয় সাধন।

এক নজরে সারা বছর

		২০১৮	২০১৭	২০১৭ এর তুলনায় পরিবর্তন
রেভিনিউ	টাকা '০০০	৫,৪৬০,১৯০	৪,৯৪১,৭৯৯	১০.৪৯%
কর-পূর্ব মুনাফা	"	১,৩৬৪,৪৭৪	১,৩০৪,২৬০	৪.৬২%
আয়	"	১,০০৩,৭৭৪	৯৫২,৭৩৮	৫.৩৬%
শেয়ারপ্রতি আয়	টাকা	৬৫.৯৬	৬২.৬০	৫.৩৬%

রেভিনিউ, কর-পূর্ব মুনাফা ও আয়

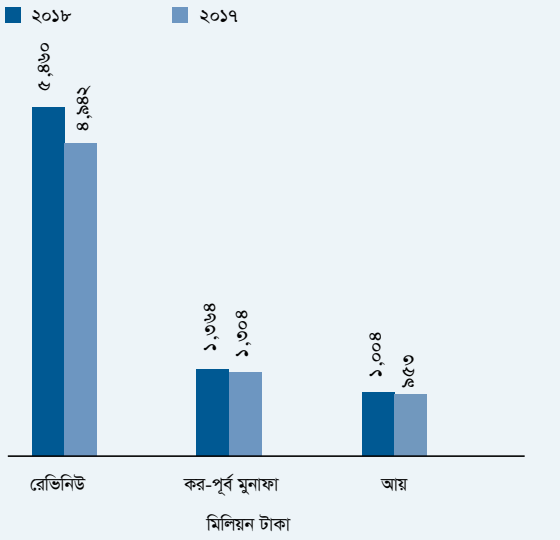

২০১৭ এর তুলনায় পরিবর্তন %

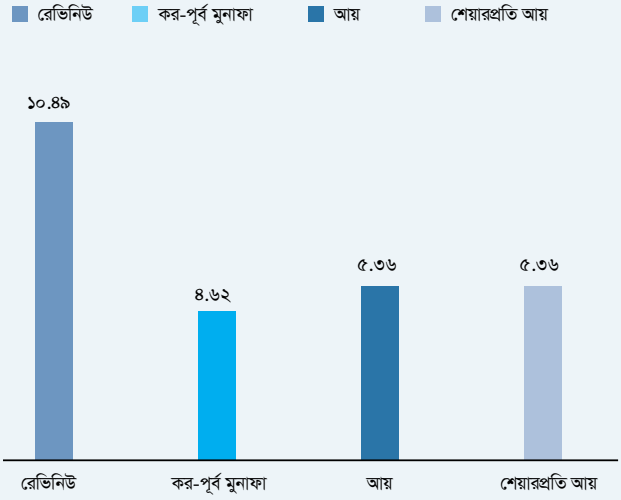

মূল্য সংযোজিত বিবরণ

	৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের			
	২০১৮		২০১৭	
মূল্য সংযোজন	টাকা '০০০	%	টাকা '০০০	%
টার্ণওভার (করসহ)	৬,৩১২,৬০১		৫,৭৫০,০৬০	
মালামাল ক্রয় এবং সেবাসমূহ	(৩,২৮৬,৭৭৩)		(২,৮০৬,৩৮০)	
	৩,০২৫,৮২৮		২,৯৪৩,৬৮০	
ব্যাংক জমা বাবদ সুদসহ অন্যান্য আয়/(ক্ষতি)	৬০,৮১০		(২,৮১৮)	
বিতরণযোগ্য	৩,০৮৬,৬৩৮	১০০	২,৯৪০,৮৬২	১০০
বিতরণ				
কর্মচারিবৃন্দকে-পারিশ্রমিক ও সুযোগ সুবিধা বাবদ	৫৮১,৮০৮	১৯%	৬০০,১২৪	২০.০%
মূলধন সরবরাহকারীদেরকে:				
(ক) ঋণের উপর সুদ	৯৩৬	০%	২০	০.০%
(খ) অন্তর্বর্তীকালীন ও চূড়ান্ত লভ্যাংশ (প্রস্তাবিত)	৫৭০,৬৮৬	১৮%	৫১৭,৪২২	১৮.০%
সরকারকে কর, ভ্যাট, শুল্ক এবং অধিকর বাবদ	১,২১৩,১১১	৩৯%	১,১৫৯,৭৮৩	৩৯.০%
পুনঃ বিনিয়োগ এবং প্রবৃদ্ধির জন্য রক্ষিত:				
(ক) অবচয়	২৮৭,০০৯	৯%	২২৮,১৯৭	৮.০%
(খ) সংরক্ষণ এবং উদ্বৃত্ত	৪৩৩,০৮৮	১৪%	৪৩৫,৩১৬	১৫.০%
	৩,০৮৬,৬৩৮	১০০	২,৯৪০,৮৬২	১০০

কর্পোরেট ইতিহাস

লিন্ডে গ্রুপের রয়েছে সুদীর্ঘ ১৩০ বছরেরও অধিককালের ইতিহাস যার ভিত্তি রচিত হয়েছে প্রযুক্তির উপর জোরালো গুরুত্ব প্রদানের পাশাপাশি উদ্ভাবনের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায়। এই কোম্পানির স্থপতি প্রফেসর ডক্টর কার্ল ভন লিন্ডে রেফ্রিজারেশন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেন এবং তিনি বায়ু পৃথকীকরণ (air seperation) প্রক্রিয়ার পথিকৃৎ। আর আজ আমরা বিশ্ব বাজারে গ্যাস ও প্রকৌশলগত বিষয়াদি সমাধানের ক্ষেত্রে নেতৃস্থানীয় নাম।

লিন্ডে গ্রুপ গ্যাস এবং প্রকৌশল কোম্পানি হিসেবে বিশ্বে শীর্ষস্থানীয় অবস্থান অর্জন করেছে; বিশ্বব্যাপী ১০০টিরও অধিক দেশে কোম্পানিটির ৫৮,০০০ কর্মকর্তা-কর্মচারি দায়িত্ব পালন করছেন।

বাংলাদেশে আমাদের উত্তরাধিকার

লিন্ডে গ্রুপের একটি সদস্য প্রতিষ্ঠান লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড একটি নীরব অংশীদার হিসেবে দেশের উন্নয়নে অবদান রেখে যাচ্ছে। কর্ম-সম্পর্কিত মূল্যবোধে ঋদ্ধ একটি জোরালো নিজস্ব সংস্কৃতি বহু বছরের দীর্ঘ পরিক্রমায় লিন্ডে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় করার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটিকে করেছে সমৃদ্ধ আর সুদীর্ঘ ষাট বছরেরও অধিককালব্যাপী এর কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দক্ষতার পাশাপাশি এর কার্যক্রম ও ব্যবসায়ের অব্যাহত বিস্তারের মধ্য দিয়ে এই সমৃদ্ধির প্রতিফলন ঘটেছে।

আমরা আমাদের পণ্যসমূহ ৩৫,০০০-এরও অধিক গ্রাহকের নিকট বিক্রয় করে থাকি। এসব গ্রাহকের মধ্যে রয়েছে রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও পেট্রোকেমিক্যাল হতে শুরু করে ইস্পাত শিল্প-কারখানার মত ব্যাপক পরিসর ও বৈচিত্রের শিল্প-কারখানাসমূহ। প্রায় ৩১৭ প্রশিক্ষিত, কর্মোদ্দীপ্ত ও পেশাদার সদস্যসমৃদ্ধ আমাদের টিম গ্রাহকদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশব্যাপী তিনটি বড় আকারের লোকেশনে ২৪ ঘন্টা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন।

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডে আমরা আমাদের পণ্য ও সেবার গুণগত মান বজায় রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের উদ্দেশ্য হলো আমাদের কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ, গ্রাহক ও সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের জন্য স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা ও পরিবেশগত ক্ষেত্রে সর্বোত্তম অবস্থা নিশ্চিত করা।

এক নজরে আমাদের অগ্রগতির উল্লেখযোগ্য ধাপসমূহ:

১৯৫৩ চট্টগ্রাম অক্সিজেন প্ল্যান্ট চালু করা হয়।
১৯৭৩ বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড (বিওএল) নাম পরিগ্রহ করে। রেজিস্টারস জয়েন্ট স্টক অব কোম্পানিজ-এ অন্তর্ভুক্ত হয় এবং নবগঠিত দেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ কোম্পানি হিসেবে সরকারের অনুমোদন লাভ করে।
১৯৭৬ প্রথম CO2 প্ল্যান্ট চালু করা হয়।
১৯৭৯ ওয়েল্ডিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র যাত্রা শুরু করে।
১৯৯৫ কোম্পানির নাম "বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড" হতে "বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড-এ পরিবর্তিত হয়।
১৯৯৫ রূপগঞ্জস্থ ৩০ টিপিডি এএসইউ এবং প্রথম ওয়েল্ডিং উৎপাদন লাইন চালু করা হয়।
১৯৯৮ রূপগঞ্জস্থ দ্বিতীয় ওয়েল্ডিং উৎপাদন লাইন চালু করা হয়।
১৯৯৯ ২০ টিপিডি উৎপাদন স্থাপনাসহ শীতলপুর প্ল্যান্ট চালু করা হয়।
২০০০ এ্যাসপেন (ASPEN) এবং এলপিজি বোতলজাতকরণ প্ল্যান্ট স্থাপন।
২০০৪ নবনির্মিত কর্পোরেট কার্যালয়ে গমন।
২০০৬ লিন্ডে গ্রুপ, জার্মানী কর্তৃক অধিগ্রহণ।
২০১০ বাংলাদেশী মুদ্রায় একশ কোটি টাকা EBITDA মুনাফা অর্জন।
২০১১ রূপগঞ্জস্থ তৃতীয় ওয়েল্ডিং উৎপাদন লাইন চালু করা হয়।
২০১১ কোম্পানির নাম "বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড" হতে "লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড"-এ পরিবর্তন।
২০১২ রূপগঞ্জস্থ চতুর্থ ওয়েল্ডিং উৎপাদন লাইন চালু করা হয়।
২০১৩ বিক্রয় এলপিজি বোতলজাতকরণ প্ল্যান্ট, বগুড়া।
২০১৭ রূপগঞ্জস্থ ১০০ টিপিডি এএসইউ (ASU) প্ল্যান্ট চালু করা হয়।

কোম্পানি সচিব
আবু মোহাম্মদ নিছার

স্ট্যাটুটরী অডিটর
হোদা ভাসি চৌধুরী এন্ড কোং
চার্টার্ড একাউনটেন্টস্

কমপ্লায়েন্স অডিটর
রহমান রহমান হক
চার্টার্ড একাউনটেন্টস্

ব্যাংকসমূহ
দি হংকং সাংহাই ব্যাংকিং কর্পো: লি:
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক লি:

আইন উপদেষ্টা
হক অ্যান্ড কোম্পানি

রেজিস্ট্রিকৃত কার্যালয়:
কর্পোরেট অফিস
২৮৫ তেজগাঁও শি/এ
ঢাকা ১২০৮

ফ্যাক্টরীসমূহ:
রূপগঞ্জ
ধুপতারা, রূপগঞ্জ
নারায়ণগঞ্জ
শীতলপুর
শীতলপুর, সীতাকুন্ড
চট্টগ্রাম

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা যাচ্ছে যে, লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভা আগামী ৩০শে এপ্রিল, ২০১৯, রোজ মঙ্গলবার, সকাল ১১টায় পুলিশ কনভেনশন হল, ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকা ১০০০-এ অনুষ্ঠিত হবে। সভার আলোচ্যসূচী নিম্নরূপ:

১. ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৮ সমাপ্ত বছরের হিসাব, অডিটর এবং পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন গ্রহণ ও অনুমোদন।
২. ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৮ সমাপ্ত বছরের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা।
৩. পরিচালক নির্বাচন।
৪. অডিটর নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ।
৫. কমপ্লায়েন্স অডিটর নিয়োগ ও পারিশ্রমিক নির্ধারণ।

পরিচালকমন্ডলীর আদেশক্রমে

আবু মোহাম্মদ নিছার
কোম্পানি সচিব
৪ঠা মার্চ, ২০১৯

রেজিষ্ট্রিকৃত কার্যালয়
কর্পোরেট অফিস
২৮৫ তেজগাঁও শি/এ
ঢাকা ১২০৮

টীকা

১. যে সকল শেয়ারহোল্ডারগণের নাম রেকর্ড ডেট ২৫শে মার্চ, ২০১৯ পর্যন্ত কোম্পানির সদস্য বহি কিংবা ডিপোজিটরি বহিতে বৈধভাবে থাকবে তাদের হস্তান্তরিত শেয়ারসমূহের জন্য উক্ত শেয়ার গ্রহীতা সাধারণ সভায় যোগদানের এবং লভ্যাংশ লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।
২. বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানের যোগ্য সদস্য তার পক্ষে সভায় যোগদান ও ভোট প্রদানের জন্য একজন প্রক্সি নিয়োগ করতে পারেন। নিজ অধিকারে সভায় যোগদান ও ভোট প্রদানে সক্ষম না হলে কোন ব্যক্তি প্রক্সি হিসেবে কাজ করতে পারবেন না।
৩. যথাযথভাবে পূরণকৃত প্রক্সি ফরম অবশ্যই ২৭শে এপ্রিল, ২০১৯, শনিবার সকাল ১১টার মধ্যে কোম্পানির রেজিষ্ট্রিকৃত কার্যালয়ে জমা দিতে হবে, অন্যথায় তা বৈধ বলে বিবেচিত হবে না।
৪. বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.linde.com.bd এ পাওয়া যায়।

পুঁজিবাজারে কোম্পানি

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড একটি টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিসমৃদ্ধ পুঁজিবাজারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ওয়েবসাইট হালনাগাদ এবং মিডিয়া প্রকাশনার মাধ্যমে কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারগণের সাথেও যোগাযোগ করে। বার্ষিক সাধারণ সভা পরিচালনা, বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত, আর্থিক কর্মক্ষমতা সংক্রান্ত তথ্যের ত্রৈমাসিক হালনাগাদকরণ শীর্ষক চর্চাগুলো কোম্পানি কর্তৃক নজরদারি করা হয়, যার মাধ্যমে কোম্পানির প্রতি বিনিয়োগকারীদের বিশ্বাস ও আস্থা জন্মায়।

২০১৮ সালের শেষ কার্যদিনে ডিএসইএক্স, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান সূচক যা এ বছরের শুরুতে ৬,২৫৪ পয়েন্ট থেকে ৫,৩৮৬ (১৩.৮৯%) পয়েন্টে হ্রাস পায়। ২০১৮ সালের শেষ কার্যদিনে, ডি এস ই প্রধান সূচক, ডি এস ই-৩০, ১,৮৮১ (১৭.৫৭%) পয়েন্টে হ্রাস পায় যা এ বছরের শুরুতে ছিল ২,২৮২ পয়েন্ট।

পুঁজিবাজার ভিত্তিক পরিসংখ্যান

৩১শে ডিসেম্বর তারিখের

		২০১৮	২০১৭
অর্থবছরের লভ্যাংশ প্রদানের শেয়ারের সংখ্যা	সংখ্যা	১৫২,১৮,২৮০	১৫২,১৮,২৮০
বছর শেষের সমাপনী মূল্য	টাকা	১,১৯৮.৪০	১২৮৪.৭০
এ বছরের উচ্চ মূল্য	টাকা	১,৩৩৬.০০	১৩৮০.০০
এ বছরের নিম্নমূল্য	টাকা	১,১৬০.০০	১১৯০.০০
ভলিউম শেয়ারের পরিমাণ	সংখ্যা	১,০০১,৯৯৪	১,৬৬৬,৫৮৬
অর্থবছরের মোট লভ্যাংশ	টাকা মিলিয়ন	৫৭০.৬৯	৫১৭.৪২
বাজার মূলধন	টাকা মিলিয়ন	১৮,২৩৮	১৯,৫৫১
শেয়ারপ্রতি তথ্য			
নগদ লভ্যাংশ	টাকা	৩৭.৫০	৩৪.০০
লভ্যাংশ ইলড	%	৩.১৩	২.৬৫
শেয়ারপ্রতি পরিচালনা থেকে নগদ অর্থ প্রবাহ	টাকা	৭৬.৮৭	৭৬.১৩
শেয়ারপ্রতি আয়	টাকা	৬৫.৯৬	৬২.৬০

মাস অনুযায়ী কোম্পানির উচ্চ ও নিম্ন শেয়ারের মূল্য

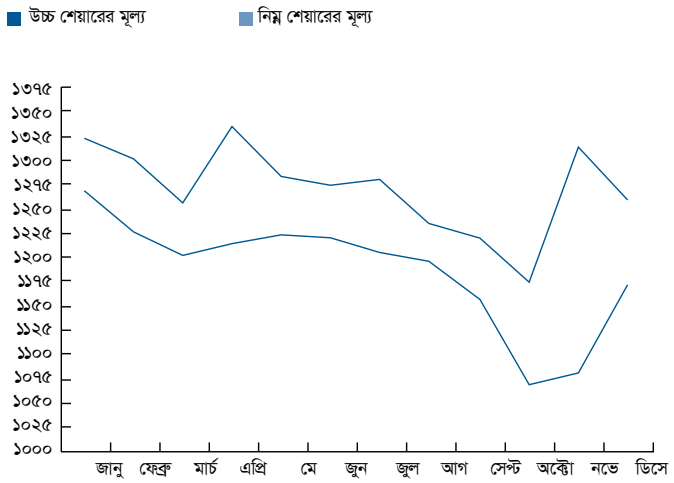

মাস অনুযায়ী কোম্পানির শেয়ার লেনদেন

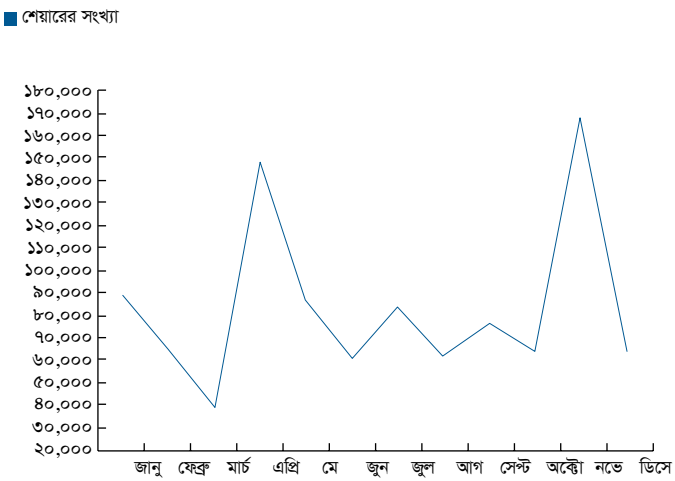

পরিচালনা পর্ষদ

আইয়ুব কাদরী

২০১১ সাল হতে সভাপতি।

জনাব আইয়ুব কাদরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ইংরেজীতে এম, এ এবং যুক্তরাষ্ট্রের কানেকটিকাট বিশ্ববিদ্যালয় হতে পাবলিক এ্যাফেয়ার্সে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। জনাব কাদরি পাকিস্তান ও বাংলাদেশ-এর প্রশাসনিক একাডেমিতে ব্যাপক প্রশিক্ষণ ছাড়াও সিঙ্গাপুর বিশ্ববিদ্যালয়, আই,এল,ও ইনষ্টিটিউট জেনেভা, জাতিসংঘ ইনষ্টিটিউট জাপান, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক কেন্দ্র ফিলিপাইনে, ইনষ্টিটিউট অব পাবলিক সার্ভিস এবং ইউ,এস,এ সহ বহু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

জনাব কাদরী ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানের সিভিল সার্ভিসে কর্মময় জীবন শুরু করে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন; এর মধ্যে তিনি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে স্থায়ী পদে সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় গুলো হলো শিল্প, পানি সম্পদ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক, খাদ্য, মৎস্য ও পশুপালন, কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন। তিনি বাংলাদেশ কেমিক্যাল ইন্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন (BCIC) এর সভাপতি এবং পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের (BRDB) মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব কাদরী ২০০৫ সালে সরকারী চাকুরী হতে অবসর নেন। ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাস হতে তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টার দায়িত্বে ছিলেন। এছাড়াও তিনি শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন। একই বছরের ডিসেম্বর মাসে তিনি পদত্যাগ করেন।

জনাব কাদরী বহু সরকারী, ব্যক্তিমালিকানাধীন ও যৌথ-মালিকানাধীন কোম্পানি-এর বোর্ডের সদস্য হিসেবে ভূমিকা রাখেন। তাছাড়া তিনি বেসিক ব্যাংক লিঃ, কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোং (KAFCO), ইন্ডাষ্ট্রিয়াল প্রমোশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কোং (IPDC), বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (BIM) এবং স্মল মিডিয়াম এন্ট্রারপ্রাইজ (SME) ফাউন্ডেশন-এর বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। তিনি ২০০৮ সালে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর পরিচালকমন্ডলীতে যোগদান করেন।

মহসীন উদ্দীন আহমেদ

২০১৭ সাল হতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক।

২০১৬ সালের অক্টোবরে পরিচালকমন্ডলীতে যোগদান করেন এবং ২০১৭ সালের জানুয়ারি হতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্বরত।

জনাব মহসীন উদ্দীন আহমেদ ২০১৬ সালের জুলাই মাসে চিফ অপারেটিং অফিসার হিসেবে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এ যোগদান করেন। ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে তিনি কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এ যোগদানের পূর্বে জনাব মহসীন ইমামী গ্রুপের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন; উক্ত কোম্পানি সার্কভুক্ত দেশগুলোয় ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালনা করত।

জনাব মহসীন ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো (BAT) কোম্পানিতে তার কর্মজীবনের সূচনা করেন; সেখানে তিনি ট্রেড মার্কেটিং এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন ফাংশানের আওতায় বিভিন্ন পদে পাঁচ বছর দায়িত্ব পালন করেন।

২০০৩ হতে ২০১১ সাল পর্যন্ত জনাব মহসীন নেসলে বাংলাদেশ-এর সেলস্ ডাইরেক্টর হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি রিজিওনাল সেলস ডেভেলপমেন্ট ম্যানেজার হিসেবে নেসলে মাগরেব রিজিয়নে (মরক্কো, আলজেরিয়া এবং তিউনিশিয়া) দায়িত্ব পালন করেন। মরক্কোর ক্যাসাব্লাংকায় তাঁর কার্যালয় হতে তিনি উক্ত দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ২০০০ হতে ২০০৩ সাল অবধি ইউনিলিভার কোম্পানিতে সেলস অপারেশনের আওতায় বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১১ সালের মে মাসে কাস্টমার ডেভেলপমেন্ট ডাইরেক্টর হিসেবে পুনরায় ইউনিলিভার-এ যোগদান করেন। তিনি ইউনিলিভার বাংলাদেশের পরিচালকমন্ডলীর সদস্য ছিলেন। জনাব আহমেদ ১লা ফেব্রুয়ারি ২০১৮ সালে গ্ল্যাক্সোস্মিথক্লাইন বাংলাদেশ লিমিটেড এর স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন।

জনাব মহসীন FMCG খাতে দীর্ঘ ২৩ বছরের বেশি অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান ও ইলেক্ট্রনিক্সে স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান ও ইলেক্ট্রনিক্সে এমএসসি ডিগ্রিও লাভ করেন।

ডেজাইরি বাচের

২০১২ সাল হতে পরিচালক।

মিস ডেজাইরি বাচের লিন্ডে গ্রুপের লিন্ডে-এর দক্ষিণ এশিয়া এবং এশিয়ান অঞ্চলের ফিন্যান্স অ্যান্ড কন্ট্রোল বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি ৯টি দেশব্যাপী প্রসারিত লিন্ডে গ্রুপের ব্যবসায়ের ফিন্যান্স বিষয়ক কার্যক্রম দেখাশোনা করেন। সিঙ্গাপুরস্থ আঞ্চলিক সদর দপ্তরে তার কার্যালয় অবস্থিত।

মিস বাচের ১৯ বছরেরও অধিককাল লিন্ডে গ্রুপের সাথে ফিন্যান্স এবং ব্যবসায় উচ্চপদে কর্মরত। তিনি তার বর্তমান পদের পূর্বে দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ার জন্য এ্যাকাউন্টিং সেন্টার অব এক্সেলেন্সের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ঐ অঞ্চলে সাফল্যের সহিত লিন্ডে গ্রুপের প্রথম শেয়ার্ড সার্ভিস সেন্টারের ধারণা বাস্তবায়নের ভূমিকা রাখেন। তিনি এই অঞ্চলের বিভিন্ন লিন্ডে কোম্পানির বোর্ডের সদস্য হিসেবে কর্মরত।

মিস বাচের ম্যানিলাস্থ সেইন্ট স্কলাস্টিকাস কলেজের ম্যাগনা কাম লড (Magna cum Laude) হতে এ্যাকাউন্ট্যান্সিতে ব্যাচেলার অব সায়েন্স ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ফিলিপাইনের একজন সার্টিফাইড পাবলিক এ্যাকাউন্ট্যান্ট।

মলয় ব্যানার্জী

২০১৫ সাল হতে পরিচালক।

জনাব মলয় ব্যানার্জী ২০১৩ সালের ৩০শে জুলাই থেকে লিন্ডে ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদের একজন সদস্য হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন। লিন্ডে ইন্ডিয়া লিমিটেড লিন্ডে গ্রুপের একটি সদস্য। পূর্বে এটি বিওসি ইন্ডিয়া লিমিটেড হিসেবে পরিচিত ছিল। লিন্ডে বিশ্বের শীর্ষ স্থানীয় গ্যাস ও প্রকৌশল কোম্পানি। পৃথিবীর ১০০টি দেশে এই কোম্পানির ৫৮,০০০ কর্মকর্তা-কর্মচারি কর্মরত রয়েছেন।

জনাব ব্যানার্জী লিন্ডে ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের ক্লাস্টারের প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন; এই ক্লাস্টারে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ভারত, বাংলাদেশ ও শ্রীলংকা। তিনি লিন্ডে গ্রুপের অধীন লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এবং শ্রীলংকার সিলন অক্সিজেন কোম্পানি লিমিটেড-এর পরিচালকমন্ডলীর সদস্য হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন।

২০১১ সালের পূর্বে জনাব ব্যানার্জী লিন্ডে গ্রুপের দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া অঞ্চল এবং দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক ব্যবসায় ইউনিটের টনেজ এ্যাকাউন্ট ম্যানেজমেন্টের (Tonnage Account Management) প্রধান হিসেবে সিঙ্গাপুরে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। তিনি ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখে ডেপুটি কান্ট্রি হেড হিসেবে লিন্ডে ইন্ডিয়া লিমিটেড-এ যোগদান করেন ।

জনাব ব্যানার্জী ১৯৮৭ সালে একজন প্রশিক্ষণার্থী (Trainee) হিসেবে লিন্ডে ইন্ডিয়াতে তার কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি কোম্পানির প্রকৌশল ও গ্যাস বিভাগে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। এর মধ্যে রয়েছে প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, ব্যবসায় উন্নয়ন ও বিপণন। ২০০৯ সালে জনাব ব্যানার্জী ইন্ডিয়াতে গ্যাসেস বিভাগের ভাইস প্রেসিডেন্ট-এর দায়িত্ব পালন করেন।

জনাব ব্যানার্জী ১৯৮৭ সালে কানপুরস্থ ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলোজী হতে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ব্যাচেলর ডিগ্রি গ্রহণ করেন।

কাজী সানাউল হক

২০১৭ সাল হতে পরিচালক।

জনাব কাজী সানাউল হক ২০১৭ সালের ১০ আগষ্ট মাসে বাংলাদেশ বিনিয়োগ কর্পোরেশন (ICB)-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি ১৯৮৪ সালের ২৫ অক্টোবর সিনিয়র অফিসার হিসেবে ICB-এ তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমান পদে যোগদানের পূর্বে তিনি রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তাঁর কর্মজীবনে তিনি বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ব্যবস্থাপনা পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) এবং অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড-এর সহকারী ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এছাড়া জনাব হক বিডিবিএল এবং RAKUB-এ জেনারেল ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি আইসিবি সিকিউরিটিজ ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড-এর সিইও হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এ্যাকাউন্টিং-এ বি,কম (অনার্স) এবং এম,কম ডিগ্রি অর্জন করেন।

তিনি আইসিবি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেডের চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর পেশাদারী দক্ষতার স্বাক্ষর রাখছেন। এছাড়া তিনি বর্তমানে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ লিঃ (BATBC), লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড, গ্লাক্সোস্মীথ ক্লাইন বাংলাদেশ লিমিটেড (GSK), রেনাটা লিমিটেড, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা এনডোমেন্ট ট্রাস্ট (BKGET), ক্রেডিট রেটিং ইনফরমেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (CRISL), স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড, স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিমিটেড, এসবিএল ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্ট লিমিটেড, ন্যাশনাল টি কোম্পানি লিমিটেড, অ্যাপেক্স ট্যানারি লিমিটেড, অ্যাপেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেড, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি বাংলাদেশ লিমিটেড (CDBL), ইউনাইটেড পাওয়ার জেনারেশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড (ইউপিজিডিসিএল), দি আরামিট লিমিটেড, দি আরামিট থাই এ্যালুমিনিয়াম লিমিটেড, এডভান্সড কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট এন্ড ফাইনান্স ফান্ড লিমিটেড, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ক্যাপিটাল মার্কেট, দি একমি ল্যাবরেটরিজ লিমিটেড, দি পেনিনসুলা চিটাগাং লিমিটেড, রতনপুর ষ্টিল রি-রোলিং মিলস্ লিমিটেড এবং হাইডেলবার্গ সিমেন্ট বাংলাদেশ লিমিটেড-এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

পারভীন মাহমুদ

২০১১ সাল হতে পরিচালক।

মিস পারভীন মাহমুদ ২০১১ সালে পরিচালকমন্ডলীতে অডিট কমিটির চেয়ারপারসন পদে যোগদান করেন। মিস মাহমুদ তার বৈচিত্র্যময় কর্মজীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময় বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে কাজ করেছেন এবং একজন পেশাদার চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি গ্রামীণ টেলিকম ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা ব্যবস্থাপনা পরিচালক। তিনি পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউনেন্ডশনের (PKSF)-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন।

তিনি ACNABIN চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টস-এর অংশীদার ছিলেন। মিস মাহমুদ ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড এ্যাকাউন্টস অব বাংলাদেশ (ICAB)-এর ২০১১ সালের প্রথম মহিলা প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনীত হয়েছিলেন। তিনি সার্কের শীর্ষস্থানীয় এ্যাকাউন্টিং পেশাদারী সংস্থা সাউথ এশিয়ান ফেডারেশন অব এ্যাকাউন্ট্যান্টস (SAFA)-এর পরিচালকমন্ডলীর প্রথম মহিলা সদস্যও।

মিস মাহমুদ এসএমই ডেভেলপমেন্ট অব বাংলাদেশের ন্যাশনাল এ্যাডভাইজরি প্যানেলের একজন সদস্য ছিলেন এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যও ছিলেন। এর পাশাপাশি তিনি এসএমই উইমেন্স ফোরামের একজন কনভেনর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরিচালকমন্ডলীতে দায়িত্ব পালন করেন। এর মধ্যে রয়েছে ব্র্যাক ইন্টারন্যাশনাল, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন (MJF), গ্রামীণফোন লিঃ। তিনি এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন-এর চেয়ারপারসন ছিলেন এবং শাশা ডেনিমস এবং মাইক্রো ইন্ড্রস্ট্রিজ ডেভেলেপমেন্ট এ্যাসিস্ট্যান্স সার্ভিসেস (MIDAS)-এর চেয়ারপারসন হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। মিস মাহমুদ নারীকণ্ঠ ফাউন্ডেশন হতে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য বেগম রোকেয়া শাইনিং পারসনালিটি পুরষ্কার ২০০৬-এ ভূষিত হন। তিনি "পিপলস্ ভয়েজ: বাংলাদেশ SDG বাস্তবায়ন শক্তিশালী করণ" এর উপদেষ্টা কমিটির সদস্য।

রূপালী এইচ চৌধুরী

২০১৮ সালে পরিচালকমন্ডলীতে যোগদান।

মিস রূপালী চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ অনুষদ হতে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় হতে রসায়ন বিভাগে সম্মানসহ স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন।

তিনি ১৯৮৪ সালে বহুজাতিক ফার্মাসিউটিক্যাল ও কেমিক্যাল কোম্পানি 'সিবা গেইগী (বাংলাদেশ) লিমিটেড' এর পরিকল্পনা, তথ্য ও নিয়ন্ত্রণ বিভাগে কর্মজীবন শুরু করেন এবং প্রায় সাড়ে ছয় বছর সেখানে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯০ সালে তিনি যখন 'সিবা গেইগী (বাংলাদেশ) লিমিটেড' ত্যাগ করেন তখন তিনি সেখানে ব্রান্ড ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

১৯৯০ সালে মিস রূপালী চৌধুরী প্লানিং ম্যানেজার হিসেবে 'বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড' এ যোগদান করেন এবং সেখানে তার কার্যকালে তিনি বিভিন্ন বিভাগ যেমন- বিপণন, বিক্রয়, বিতরণ, পরিকল্পনা এবং সিস্টেমস-এ বিভিন্ন সুপারভাইজারি ভূমিকায় দায়িত্ব পালন করেন।

মিস চৌধুরী ২০০৮ সালের ১লা জানুয়ারীতে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হিসেবে কোম্পানিতে পদোন্নতি পান। তিনি জেনসন এন্ড নিকোলসন (বাংলাদেশ) লিমিটেড এরও ম্যানেজিং ডাইরেক্টর; এটি বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেডের একটি শতভাগ সহযোগী প্রতিষ্ঠান। তিনি বার্জার বেকার বাংলাদেশ লিমিটেডেরও পরিচালক; এটি বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড এবং বেকার ইন্ডাস্ট্রিয়াল কোটিংস হোল্ডিং এবি সুইডেন এবং বার্জার ফসরক লিমিটেড (বার্জার পেইন্টস বাংলাদেশ লিমিটেড ও ফসরক ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড, ইউকে-এর একটি যৌথ কোম্পানি) এর একটি যৌথ কোম্পানি, যা ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হিসেবে তার কার্যকালে গঠিত হয়। মিস চৌধুরী বাটা সু কোম্পানি (বাংলাদেশ) লিমিটড-এর একজন স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন যা ২০১৮ সালের এপ্রিল হতে কার্যকর হয়েছে। মিস চৌধুরী শিল্পখাতে তার অসাধারণ সাফল্যের জন্য বাণিজ্যিক বিচারে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বা কমার্শিয়ালি ইম্পরটেন্ট পারসন (সিআইপি) মনোনীত হয়েছেন।

ইন্দ্রনিল বাগচী

২০১৬ সাল হতে পরিচালক।

জনাব ইন্দ্রনিল বাগচী লিন্ডে ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর চীফ ফিন্যান্সসিয়াল অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি লিন্ডে গ্রুপের অধীন লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এবং শ্রীলংকার সিলন অক্সিজেন কোম্পানি লিমিটেড-এর পরিচালকমন্ডলীর সদস্য হিসেবে অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন।

জনাব বাগচী ২০০১ সালের এপ্রিল মাসে লিন্ডে ইন্ডিয়া লিমিটেড-এ (পূর্বে বিওসি) যোগদান করেন এবং ফিন্যান্স, ইন্টারনাল অডিট এবং কাস্টমার সার্ভিসে বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ২০১০ হতে ২০১৩ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ চার বছর সিঙ্গাপুরস্থ দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া ভিত্তিক আঞ্চলিক ব্যবসায়ের ইনভেষ্টমেন্ট কন্ট্রোলার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বর্তমান পদে আসার পূর্বে ২০১৩ হতে ২০১৬ পর্যন্ত অথাৎ ৩ বছরের জন্য লিন্ডে মালয়শিয়াতে ফিন্যান্স এবং কন্ট্রোলের প্রধান হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন। তিনি ২০১৬ সালের জুলাই মাসে লিন্ডে ইন্ডিয়াতে চীফ ফিন্যান্সসিয়াল অফিসার পদে যোগ দেন।

জনাব বাগচী কোলকাতা সেইন্ট জ্যাভিয়ার্স কলেজ হতে কমার্স-এ স্নাতক এবং পেশায় একজন চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট। লিন্ডে গ্রুপের আইটি সাপোর্ট সার্ভিসের জন্য ভারতস্থ কোলকাতাভিত্তিক লিন্ডে গ্লোবাল সাপোর্ট সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড-এর পরিচালকমন্ডলীর সদস্য হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন।

সভাপতির বিবৃতি

প্রিয় শেয়ারহোল্ডারগণ,

আপনাদের কোম্পানি লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আপনাদের আমন্ত্রণ জানানোর পাশাপাশি ২০১৮ সালে সমাপ্ত বছরের ব্যবসায়িক ফলাফল উপস্থাপন করতে পেরে আমি আনন্দিত।

আপনাদের হয়তো স্মরণে থাকবে যে, বিগত বার্ষিক সাধারণ সভায় আমি বলেছিলাম ২০১৭ সাল আপনাদের কোম্পানির জন্য ছিল সর্বোত্তম বছর। আমি তখন এই আশাও ব্যক্ত করেছিলাম যে, ভবিষ্যত বার্ষিক সাধারণ সভাগুলোতেও আলোচ্য বছর সর্ম্পকে আমি এমন কথা বলতে যেন সক্ষম হই। আমি আজ একথা বলতে পেরে আনন্দিত যে, ২০১৮ সালে আপনাদের কোম্পানির সাফল্য ছিল চমৎকার এবং আয় ও মুনাফার বিচারে আলোচ্য সাল এযাবৎকালের সেরা বছর। কার্যক্রম পরিচালনায় নিরাপত্তা বজায় রাখার বিচারে ২০১৮ সাল ছিল চমৎকার একটি বছর এবং আপনাদের কোম্পানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অনেক মাইলফলক অতিক্রম করেছে। আমরা সে সকল বিষয় পরে উল্লেখ করব।

নিখুঁত নিরাপত্তার ধারা বজায় রাখার পাশাপাশি চ্যালেঞ্জিং ব্যবসায় পরিবেশে বিগত বছরগুলোতে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন করা সহজ কাজ ছিল না। এক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং বিতরণ সামর্থ্য অর্জনের লক্ষ্যে সময় অনুযায়ী ও বিচক্ষণ বিনিয়োগ করতে হয়েছে। কাঁচামালের সময়ানুগ আমদানী ও টেকসই উৎপাদনের পাশাপাশি পণ্যের বিতরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। বিভিন্ন কার্যক্রম ও সকল সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রভূত সতর্কতা ও প্রয়াস চালাতে হয়েছে।

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কঠোর পরিশ্রমের ফলশ্রুতিতে একটি প্রতিবন্ধকতাপূর্ণ পরিবেশের মাঝে ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধি এবং চমৎকার নিরাপত্তা ও সুরক্ষা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে অভিনন্দন জানানোর এই উপলক্ষ্যে আমার সাথে শরীক হওয়ার জন্য আপনাদের আহ্বান জানাই।

আমি ইতোমধ্যে বলেছি যে, আপনাদের কোম্পানির জন্য ২০১৮ সাল ছিল এযাবত কালের সর্বোত্তম বছর। ব্যবসায়ের সকল খাতে প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি বিগত বছরের তুলনায় আলোচ্য বছরে বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১০.৫%। অবশ্য প্রধানতঃ হার্ডগুডস এর জন্য আমদানিকৃত কাঁচামালের মূল্য বাড়ায় মুনাফার হার বেড়েছে মাত্র ৫.৪%।

আপনাদের কোম্পানি ২০১৭ সালে উৎপাদনে যাওয়া এসএসইউ প্ল্যান্টের সুফল এখন আহরণ করছে। বিগত বছরের তুলনায় বাল্ক ব্যবসায় ৯% বৃদ্ধি পেয়েছে। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, পণ্যের সহজলভ্যতার পাশাপাশি গ্যাসের জন্য আমদানি এবং স্থানান্তর বাবদ কোন ব্যয় না হওয়ায় মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে। পশুপালন এবং খাদ্য ও পানীয় খাতে ব্যবসায়িক সাফল্যের ফলশ্রুতিতে বিগত বছরের তুলনায় তরল নাইট্রোজেনের বিক্রয় ২৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। কোম্পানি পানীয় শিল্পে নতুন গ্রাহক পেতে সক্ষম হয় এবং তরল কার্বন-ডাই-অক্সাইড সরবরাহ শুরু করেছে। প্রধানতঃ বাল্ক মেডিকেল অক্সিজেন খাতে নতুন গ্রাহক পাওয়ার ফলে ২০১৭ সালের তুলনায় এ বছরে স্বাস্থ্য সেবার ব্যবসায়ে ২০% চমৎকার প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। বিগত বছরের তুলনায় আলোচ্য বছরে জাহাজ শিল্প খাতে ২৪% প্রবৃদ্ধি অর্জিত হওয়ার সুবাদে ২০১৭ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে হার্ডগুডস বিক্রয়ে ১০% প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়। হার্ডগুডস খাতে অর্জিত মোট বিক্রয়ের ৪৭% আসে জাহাজ শিল্প খাত হতে ।

ব্যবসায় পরিবেশ ও আর্থিক ফলাফল

আপেক্ষিক বিচারে বছরব্যাপী দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় ছিল। বিপরীত অর্থে, রাজনেতিক স্থিতিশীলতা থাকা সত্ত্বেও ভবিষ্যত নিয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তার আশংকা বজায় ছিল। কারো কারো ধারণা মতে "স্থিতিশীলতা সত্ত্বেও অনিশ্চয়তা" হল বাংলাদেশে ব্যক্তি পর্যায়ে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে স্থবিরতার প্রধান কারণ। আপনাদের কোম্পানি এই ধারণাকৃত অনিশ্চয়তার দ্বারা বাধাগ্রস্ত হয়নি। লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড দেশে বড় ধরনের বিনিয়োগ করেছে এবং আরো অনেক বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে।

আলোচ্য বছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল ৭% এর অধিক। এর পাশাপাশি মুদ্রাস্ফীতির নিম্নহারের কারণে একটি অনুকূল ব্যবসায় পরিবেশ বজায় থাকে। সরকার পরিচালিত বৃহদাকার প্রকল্পগুলোর ফলে স্টিল শিল্পে পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায়, যার ফলশ্রুতিতে আপনাদের কোম্পানির বাল্ক গ্যাস খাতে ব্যবসায় সুযোগ সৃষ্টি হয়। জাহাজ নির্মাণ শিল্পে স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধির ফলে ইলেক্ট্রোড ব্যবসায়ে আপনাদের কোম্পানির জন্য চমৎকার সুযোগের অবতারণা হয়। দেশের স্বাস্থ্যসেবা খাতে প্রবৃদ্ধির ফলে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন হাসপাতালের প্রসার ঘটে; এই প্রতিযোগিতামূলক শিল্পে আপনাদের কোম্পানি ব্যাপক আকারে পণ্য ও সেবা প্রদান করতে সক্ষম।

২০১৮ সালে আমদানিকৃত কাঁচামালবাবদ ব্যয় হঠাৎ করে বৃদ্ধি পাওয়ায় তা মুনাফার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। কারণ, বর্ধিত ব্যয়ের খুব সামান্যই গ্রাহকদের উপর চাপিয়ে দেয়া হয়। প্রতিযোগিতামূলক মূল্যে গুণগতমান সম্পন্ন পণ্য সরবরাহ করার মাধ্যমে আপনাদের কোম্পানি গ্রাহকদের ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছে। লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড পণ্য ও সেবায় নবতর সংযোজনের মাধ্যমে এর ব্যবসায় সম্প্রসারণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

আমি ইতোমধ্যে উল্লেখ করেছি যে, বিগত বছরের তুলনায় ২০১৮ সালে আপনাদের কোম্পানির মোট বিক্রয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১০.৫%। অপরদিকে, মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ৫.৪%, এক্ষেত্রে কাঁচামালের উচ্চ আমদানি মূল্য মুনাফার উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। প্রধানত স্বল্পমেয়াদী তহবিলসমূহের ব্যবস্থাপনার ফলে বিগত বছরের তুলনায় আলোচ্য বছরে সুদ বাবদ আয় বৃদ্ধি পায়। অধিকতর পরিমাণ পণ্য সরবরাহের কারণে বিগত বছরের তুলনায় আলোচ্য বছরে চলতি মূলধন বৃদ্ধি পায়। স্টক পজিশনের পাশাপাশি ব্যবসায়ে দেনাদারদের ব্যালেন্স নিবিড় পরিবীক্ষণের ফলশ্রুতিতে বিগত বছরের তুলনায় আলোচ্য বছরে কোম্পানির নগদ অর্থের পরিমাণ ৪২% বৃদ্ধি পায়। বাণিজ্য বাবদ প্রদেয়সমূহের ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সুদ বাবদ আয় অর্জনের লক্ষ্যে অতিরিক্ত নগদ অর্থ ফিক্সড ডিপোজিটে স্থানান্তর করা হয়।

বহিঃস্থ উৎস হতে কোনরূপ সুদ নির্ভর ধার ব্যতিরেকে কোম্পানির নিজস্ব সম্পদসমূহ হতে বড় প্রকল্পসমূহে বিনিয়োগ অব্যাহত থাকে।

আপনাদের কোম্পানির পরিচালকবৃন্দ ২০১৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের জন্য শেয়ারপ্রতি ৩৭.৫০ টাকা অথবা ৩৭৫% লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করেছেন। এর ফলে লভ্যাংশ বাবদ পরিশোধিত অর্থের পরিমাণ দাঁড়াবে ৫৭০.৭ মিলিয়ন টাকা। আপনারা যদি এই সুপারিশ অনুমোদন করেন তবে এটাই হবে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক পরিশোধিত এযাবতকালের সর্বোচ্চ লভ্যাংশ।

সরবরাহ

২০১৭ সালে এএসইউ প্ল্যান্ট চালু করার পর হতে বর্তমান চাহিদা পূরণের পাশাপাশি জরুরি মজুদ বজায় রাখার লক্ষ্যে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এয়ার গ্যাসসমূহ পর্যাপ্ত উৎপাদন করেছে। এর ফলে আপনাদের কোম্পানি আমদানির উপর নির্ভর করা ছাড়াই এর গ্রাহকবৃন্দকে আরো ভালভাবে সেবা প্রদান করতে পেরেছে। তরল অক্সিজেন এবং নাইট্রোজেনের আমদানি বন্ধ হওয়ায় মুনাফা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮ সালে হার্ডগুডস উৎপাদনও সন্তোষজনক ছিল।

আপনাদের কোম্পানি প্রতিদিন ৩৬ টন উৎপাদন সামর্থ সম্বলিত একটি নতুন কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্ল্যান্ট বাবদ ৫৮২.৪ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ অনুমোদন করেছে। ২০১৯ সালে জুলাই মাসে এই প্ল্যান্টের নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময় অপেক্ষা দ্রুততর গতিতে চলায় প্ল্যান্টটির নির্মাণ ২০১৯ সালের এপ্রিলে সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়।

বিদ্যুৎ ব্যয় অনুকূল করার পাশাপাশি বাধাহীন পণ্য উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি 2x5 এমডব্লিউ ক্যাপটিভ জেনারেটর স্থাপন বাবদ ২৯৯ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ অনুমোদন করা হয়েছে। উক্ত জেনারেটর স্থাপনের কাজ এগিয়ে চলেছে এবং ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়।

পণ্য বিতরণ

বিভিন্ন গ্যাস পণ্যসমূহের বর্ধিত উৎপাদন সামর্থের সাথে সামঞ্জস্য রাখার লক্ষ্যে ২০১৮ সালে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের পণ্য সরবরাহ সামর্থও বৃদ্ধি করা হয়েছে। অধিকন্তু, কার্যকর সরবরাহ ও বিশেষ মানসম্পন্ন গ্রাহকসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দূরবর্তী স্থান হতে পরিচালিত টেলিমেটিক্স ও গোল্ড শিডিউলিং সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধমে গ্রাহকদের জন্য মজুদের পরিমানও মনিটর করা হয়েছে। এ ধরনের উচ্চ মানসম্পন্ন ভেন্ডর কর্তৃক পরিবেশিত পণ্যসম্ভার বা ইনভেন্টরি বেশ প্রশংসিত হয়। এর ফলে বিতরণ চ্যানেলের নির্ভরযোগ্যতা ও প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। বছরব্যাপী কাস্টমার ট্যাংকের কোথাও "স্টক আউট" ঘটনা ঘটেনি। ব্যাপক মনিটরিং এবং সক্রিয় মিটিগেটিং উদ্যোগসমূহের মাধ্যমে ডিক্যান্টিং ও বিতরণের ক্ষেত্রে উদ্ভূত ক্ষতি উল্লেখযোগ্যভাবে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছে। রেট কন্ট্রাক্টস পদ্ধতি বাস্তবায়নের পাশাপাশি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে তাদের নিরাপত্তা, কার্যক্রম পরিচালনা ও ব্যবসায়িক সাফল্য পর্যালোচনার মাধ্যমে কন্ট্রাক্টর ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হয়েছে। বিতরণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির জন্য ISO 9001 এবং 14001 সনদসমূহ চালু করা হয়েছে।

২০১৮ সালে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড পরিবহণ কার্য পরিচালনায় 'শূন্য দুর্ঘটনা' বিষয়ক লক্ষ্য অর্জনে সমর্থ হয়। বহিঃস্থ পেশাদার মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবহণ সুপারভাইজারগণকে আনুষ্ঠানিক সনদপত্র প্রদান করা হয়। ফায়ার ব্রিগেড, বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী সংস্থাসমূহের মত বিভিন্ন বহিঃস্থ সংস্থাকে সম্পৃক্ত করে 'অফ সাইট ট্রান্সপোর্ট ইমার্জেন্সি ড্রিল' পরিচালনা করা হয়। কোম্পানির 'শূন্য দুর্ঘটনা' লক্ষ্য পূরণের জন্য কর্মীবাহিনীকে প্রণোদনা দেয়ার উদ্দেশ্যে বছরব্যাপী ড্রাইভারস ফ্যামিলি ডে এবং অন্যান্য প্রণোদনামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

সার্বিক বিচারে দক্ষতা, নিরাপত্তা, নির্ভরযোগ্যতা ও ব্যয় অনুকূল কার্যক্রমের বিচারে কোম্পানির পণ্য সরবরাহ কর্মকান্ডের জন্য ২০১৮ সাল ছিল সবুজ সংকেতে পরিপূর্ণ একটি সফল বছর।

নিরাপত্তা বিষয়াদি

বিভিন্ন কার্যক্রমের পাশাপাশি সকল সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের নিরাপত্তা লিন্ডে গ্রুপের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়। গ্রুপের এইচএসই নীতিমালায় এই মর্মে ঘোষণা করা হয়েছে যে, গ্রুপ "মানুষ, সমাজ ও পরিবেশের ক্ষতিসাধন এড়িয়ে চলবে"। গ্রুপের লক্ষ্য হলো দূর্ঘটনার সংখ্যা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনা। আপনাদের কোম্পানির নীতিমালা গ্রুপের নীতিমালার সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ এবং এ নীতিমালা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বছরব্যাপী বিভিন্ন ধরনের কর্মকান্ড পরিচালনা করা হয়।

আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, ২০১৮ সালে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আপনাদের কোম্পানি কিছু বড় ধরনের মাইল ফলক অর্জনে সক্ষম হয়েছে। আলোচ্য বছরে পরিবহণ কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বড় ধরনের দূর্ঘটনা (এমআইআর) এবং গুরুতর আহত ও নিহত হওয়ার ঘটনা (এসআইএফ) শূন্যের কোঠায় নেমে আসে। ২০১৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর অবধি লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড কোনরূপ এলটিআই ব্যতীত ৬৪২ দিন, কোনরূপ এমআইআর ব্যতীত ১০৪৭ দিন এবং কোনরূপ এমআইআর ও এসআইএফ ব্যতীত ১০ মিলিয়ন কি:মি: এর বেশি বাণিজ্যিক যানবাহন পরিচালনা সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছে। ২০১৮ সালের ১৭ই নভেম্বর লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড কোনরূপ এমআইআর ছাড়া ১০০০ দিবস অতিক্রম উদযাপন করেছে।

২০১৮ সালে আপনাদের কোম্পানি এর বাণিজ্যিক যানবাহনে ফ্যাটিগ মনিটরিং ডিভাইস (এফএমডি) স্থাপনের মাধ্যমে পরিবহণ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি বড় অগ্রগতি অর্জন করেছে। গাড়ি চালানোর সময় ক্লান্তির ক্ষেত্রে এফএমডি ড্রাইভারকে সতর্ক করার পাশাপাশি ট্রান্সপোর্ট অপারেশন সেন্টারকেও (টিওসি) অবহিত করবে। আশা করা যায়, এর ফলে ফ্যাটিগ বা ক্লান্তিজনিত দূর্ঘটনার সংখ্যা কমে আসবে।

মানবসম্পদ

কোম্পানির মানব সম্পদ কার্যক্রম বিষয়ক পরিকল্পনা হলো কার্য সম্পাদন, কাজের প্রতি আগ্রহ ও কর্মীবাহিনীকে শক্তিশালী করার একটি অন্যন্য সংস্কৃতি গঠনের মাধ্যমে উচ্চ মাত্রার সাফল্য ও মুনাফার প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম এমন একটি সংস্থার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কোম্পানি শিক্ষণ ও উন্নয়ন কর্মসূচি সমূহের উপর গুরুত্ব আরোপের পাশাপাশি কর্মকর্তা কর্মচারীদের সম্পৃক্ত করে অনেকগুলো ইভেন্টের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং কর্মক্ষেত্রে ভালো সাফল্যের জন্য স্বীকৃতি ও পুরষ্কার প্রদানের ব্যবস্থা রেখেছে। কর্মকর্তা-কর্মচারী উন্নয়ন সংক্রান্ত উদ্যোগসমূহের একটি গুরুত্বপূর্ণ আয়োজন হলো লিন্ডে লিডারশীপ সংক্রান্ত যোগ্যতাসূচক সমূহের উপর ভিত্তি করে তাদের ব্যবস্থাপনা সামর্থ্য ও শৈলীর অধিকতর উন্নয়ন সাধন। কোম্পানি তার কর্মীবাহিনীর সাথে সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক বজায় রেখেছে এবং এর মাধ্যমে উৎপাদন কার্যক্রমকে সর্বোচ্চ মানসম্পন্ন করার পাশাপাশি কোম্পানির প্রবৃদ্ধিতে এর অবদান নিশ্চিত করেছে।

তথ্য সেবাসমূহ

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড তথ্যসেবা (আইএস) বিভাগের দায়িত্ব হলো একটি উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন সংস্থা গঠনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবসায় চাহিদাসমূহ পূরণের লক্ষ্যে লিন্ডে গ্রুপ আইএস এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা। ২০১৮ সালে লিন্ডে বাংলাদেশ এর সকল ক্লায়েন্ট কম্পিউটারকে উইন্ডোজ-১০ পরিচালনা ব্যবস্থায় স্থানান্তর করে। এ পরিচালনা ব্যবস্থা পুরো লিন্ডে গ্রুপ ব্যাপী একই ধরনের এবং আশা করা যায় যে, এর মাধ্যমে ক্লায়েন্টদের অভিজ্ঞতা, নির্ভরতা ও ব্যবস্থাপনা সামর্থ্য উন্নত হবে। কোম্পানি এর তথ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে মোবাইল ডিভাইস ও মোবাইল এ্যাপ্লিকেশনসমূহ সঠিকভাবে পরিচালনার পাশাপাশি উক্ত ডিভাইস ও এ্যাপ্লিকেশনসমূহ কোম্পানির নিরাপত্তা শর্তাবলী পরিপালন করছে তা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে মাইক্রোসফ্ট ইনটিউন চালু করে। বরাবরের মত, আপনাদের কোম্পানি এর ব্যবসায় কার্যক্রম পরিচালানায় তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম চর্চাসমূহ নিশ্চিত করার প্রয়াস চালিয়েছে।

কর্পোরেট সামাজিক দায়িত্বসমূহ

লিন্ডে গ্রুপের বৈশ্বিক কর্পোরেট দায়িত্ব বিষয়ক নির্দেশনাসমূহে সিএসআর প্রকল্পসমূহের দীর্ঘস্থায়ীত্ব ও সুদুরপ্রসারী প্রভাবে উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিগত বছরগুলোর সিএসআর কার্যক্রমের সাথে সঙ্গতি রেখে এ বছর কম্বাইন্ড মিলিটারি হাসপাতাল, কুমিল্লা এবং পদ্মা মাল্টিপারপাস ব্রীজ রিসেটেলমেন্ট এলাকায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী আয়োজন করা হয়। কোম্পানি সড়ক দূর্ঘটনা রোধ করার লক্ষ্যে নিরাপত্তা সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আন্তঃজেলা বাস ও ট্রাক ড্রাইভার, হেলপার, কন্ট্রাক্টর ড্রাইভার এবং কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের মালিকানাধীন গাড়ির ড্রাইভারগণের জন্য নিরাপদে গাড়ি চালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ অব্যাহত রেখেছে। কোম্পানি সারা বছরব্যাপী বিভিন্ন শীর্ষস্থানীয় সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হতে সদ্য স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষানবীশ হিসেবে নিয়োগ দেয়। নন-ম্যানেজমেন্ট কর্মকর্তা-কর্মচারি এবং ডিলারসমূহের মেধাবী সন্তানগণ যাতে উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক পর্যায়ে তাদের পড়াশোনা অব্যাহত রাখতে পারে সেজন্য তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্যে কোম্পানি উক্ত শিশু সন্তানদের মেধাবৃত্তি প্রদান করেছে।

সম্ভাবনাসমূহ

প্রিয়, শেয়ারহোল্ডারগণ,

বিগত কয়েক বছর ধরে আপনাদের বোর্ড কোম্পানিকে সংহত করার পাশাপাশি ভবিষ্যতের জন্য একে প্রস্তুত করার একটি সচেতন ও স্বতঃপ্রণোদিত নীতিমালা অনুসরণ করে আসছে। কোম্পানিকে অধিকতর দক্ষ করে তোলার উদ্দেশ্যে এর কাঠামো পুনর্বিন্যাসের পাশাপাশি উৎপাদন ও প্রসেস খাতে বড় আকারের বিনিয়োগ করা হয়েছে। আমি এ সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখ করেছি, তবে এটা হয়ত পুনরায় উল্লেখ করার প্রয়োজন রয়েছে। একটি নতুন এএসইউ প্ল্যান্ট বাবদ ১২০ কোটি টাকা বিনিয়োগের পর একটি নতুন কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্ল্যান্ট স্থাপনের জন্য প্রায় ৬০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে। আশা করা যায় ২০১৯ সালের এপ্রিলে এটি কার্যক্রম শুরু করবে। জেনরেটরসমূহ স্থাপনের জন্য আরো প্রায় ৩০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হচ্ছে। আশা করা যায় ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে এ জেনারেটরসমূহ কার্যক্রম শুরু করতে সক্ষম হবে। বিগত চার বছরে আপনাদের কোম্পানি এর নিজস্ব সম্পদ হতে ২০০ কোটি টাকার বেশি বিনিয়োগ করেছে এবং এক্ষেত্রে বহিঃস্থ কোন উৎস হতে সুদের মাধ্যমে কোন অর্থ ধার করা হয়নি। একই সময়ের মধ্যে অনুরূপ পরিমাণ অর্থ লভ্যাংশ বাবদ পরিশোধ করা হয়েছে।

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এর মূল্যবোধ ও নীতি সমুন্নত রাখার পাশাপাশি বাংলাদেশে যে সকল ব্যবসায় খাতে কার্যক্রম পরিচালনা করে সেসব খাতসমূহে শীর্ষ অবস্থান অর্জন করার প্রয়াস চালায়। অন্যান্য সকল ব্যবসায়ের মত পণ্যের মূল্য, গুণগত মান বা কার্যক্রম পরিচালনাগত উৎকর্ষের বিচারে আপনার কোম্পানি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়। দক্ষ সাংঘঠনিক কার্যক্রম, নতুন ও সু-কার্যকর পণ্য উৎপাদন স্থাপনাসমূহের পাশাপাশি একটি সুষ্ঠু বিতরন ব্যবস্থার কল্যাণে আপনাদের কোম্পানি এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার ক্ষেত্রে অনুকূল অবস্থানে রয়েছে। পণ্যের সহজলভ্যতা, লিন্ডের পণ্যের উচ্চ গুনগত মান, ঝুঁকিপূর্ণ পণ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বজায়ের ধারা এবং পণ্যের প্রতিযোগিতামূলক দরের ফলশ্রুতিতে আগামী বছরগুলোতে আপনাদের কোম্পানির আয় বৃদ্ধি পাবে। আমরা কিছুটা আস্থার সাথে বলতে পারি যে, আজ আপনাদের কোম্পানি টেকসই প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে ইতিবাচক অবস্থায় রয়েছে। ২০১৮ সালে কোম্পানি সাফল্যের উপর ভিত্তি করে আমি আশা ও প্রত্যাশা নিয়ে ভবিষ্যতের পানে তাকিয়ে রয়েছি।

প্রিয় শেয়ারহোল্ডোরবৃন্দ: আমি লিন্ডে এজি জার্মানি (লিন্ডে) এবং প্রাক্‌জাইর ইনকর্পোরেশন ইউএসএ (Praxair) এই দুই কোম্পানির মার্জারের বিষয়ে আপনাদের অবগত করতে চাই। দু'টো কোম্পানির মাঝে মার্জার অব ইকুয়্যালস সংক্রান্ত টার্মস এন্ড কন্ডিশন অনুযায়ী লিন্ডে এবং প্রাক্‌জাইর একটি আইন অনুমোদিত বিজনেস কম্বিনেশন এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর করেছে। মার্জ হওয়া সংস্থাটি লিন্ডে নাম বজায় রেখেছে এবং পৃথিবীতে এটি সর্ববৃহৎ গ্যাস কোম্পানি। লিন্ডে এবং প্রাক্‌জাইর-এর মাঝে বিজনেস কম্বিনেশনের ফলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সিনার্জি সৃষ্টি হবে বলে প্রত্যাশা করা যায় এবং এর মাধ্যমে আপনাদের কোম্পানির সুফল অর্জন করার সম্ভাবনা রয়েছে। মার্জার সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও আমরা এ মর্মে জোর দিয়ে বলতে চাই যে, এই মূহুর্তে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর কোর্স অব বিজনেস পরিবর্তন করার কোন পরিকল্পনা নেই।

যাদের কল্যাণে ২০১৮ সালে ব্যবসায় ফলাফল অর্জিত হয়েছে. তাদের সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আমি পরিচালকমন্ডলীর সদস্যবৃন্দের প্রতি তাদের পরামর্শ ও নির্দেশনার জন্য এবং শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি তাদের সহায়তার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। সর্বোপরি আমি কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাধুবাদ জানাই। আমি তাঁদেরকে আমাদের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ বলে গণ্য করি। আমাদের গ্রাহক, সরবরাহকারী, ব্যাংক, সরকারি বিভিন্ন কর্তৃপক্ষ ও সংস্থার সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য আমরা তাঁদের প্রতি ঋণী।

ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ, আপনাদের ধন্যবাদ।

আইয়ুব কাদরী
৪ঠা মার্চ, ২০১৯

পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের পরিচালকমন্ডলী ২০১৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষিত হিসাবাদি, নিরীক্ষকবৃন্দের ও পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে পেরে আনন্দিত। কোম্পানির সাফল্যকে গতিশীল করার ক্ষেত্রে যেসব মুখ্য কার্যক্রম অবদান রেখেছে পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদনে সেগুলো প্রতিভাত হয়েছে; পাশাপাশি এই প্রতিবেদনে সুষ্ঠু কর্পোরেট পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে।

শিল্প সম্ভাবনা ও সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ উন্নয়ন

২০১৮ সালে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ছিল ৭.৮৬%, যা এ যাবৎকালের অন্যতম সর্বোচ্চ হার। স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ, জোরালো ঘরোয়া চাহিদা, অব্যাহত অবকাঠামোগত উন্নয়ন, বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রবৃদ্ধি এবং আরএমজি-এর বাজারের ক্রমবিকাশ এক্ষেত্রে কার্যকর অবদান রেখেছে। জিডিপি খাতে বিনিয়োগের অনুপাত বিগত বছরের ৩০.৫% এর তুলনায় আলোচ্য ২০১৮ সালে ছিল ৩১.২%।

২০১৮ সালে জনপ্রতি জিডিপি ছিল ১৭৫২ মার্কিন ডলার এবং দারিদ্রের হার ছিল ৯%-এর নিচে যা ১২% এর অধিক একটি ব্যতিক্রমী শিল্প প্রবৃদ্ধি অর্জনে অনুকূল ভূমিকা পালন করে।

নতুন নতুন প্ল্যান্ট স্থাপনের পাশাপাশি বিতরণ সামর্থ্য জোরদার ও প্রতিযোগিতামূলক দরে উন্নতমানের পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে লিন্ডে গ্রুপের প্রযুক্তিগত সহায়তার উপর নির্ভর করে বাল্ক ও মেডিক্যাল গ্যাস, ওয়েল্ডিং ইলেক্ট্রোড ও কমপ্রেসড্ গ্যাস ব্যবসায়ে আপনাদের কোম্পানি বাজারে শীর্ষ অবস্থান ধরে রেখেছে।

সরকার পরিচালিত মেগা প্রকল্পসমূহের ফলে স্টীল খাতে পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাওয়ার তা লিন্ডে বাল্ক গ্যাস খাতে ব্যবসায় সুযোগ তৈরি করেছে। নৌযান শিল্পের স্থিতিশীল প্রবৃদ্ধির ফলে লিন্ডের জন্য ইলেক্ট্রোড ব্যবসায়ে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এনার্জি খাতে বিনিয়োগ আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র যেখানে লিন্ডে প্রসেস উন্নয়নের মাধ্যমে ব্যবসায়ের সুযোগ খুঁজে পেয়েছে। স্বাস্থ্য-সেবা খাতের প্রবৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এই প্রতিযোগিতামূলক শিল্পে লিন্ডে ব্যাপক পণ্য ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে ব্যবসায়িক প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মাঝে মাথাপিছু স্টিল ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান সর্বনিম্ন। স্টিল প্রস্তুতকারকদের অধিকাংশ বাংলাদেশে স্টিল খাতে ব্যাপকাকার বিনিয়োগের সুযোগ সন্ধান করা শুরু করেছে। লিন্ডে এই সুযোগ কাজে লাগাতে পারে।

২০১৮ সালে আমদানিকৃত কাঁচামালের খরচ হঠাৎ করে বৃদ্ধি পাওয়ায় তা মুনাফার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে কারণ গ্রাহকদের খুব স্বল্প মাত্রায় এই ব্যয় বৃদ্ধির অংশীদার করা হয়– বাজারের আস্থা ধরে রাখার এটি একটি কৌশল। প্রতিযোগিতামূলক দরে গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য সরবরাহের মাধ্যমে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড বিদ্যমান গ্রাহকদের ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছে। ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার লক্ষ্যে এ গ্রাহকদের জন্য নতুন ধরনের পণ্য ও সেবা প্রদানের মাধ্যমে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এর ব্যবসায় সম্প্রসারণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে।

পণ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাদির সুখ্যাতি গ্রাহকদের ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রত্যাশা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বর্তমানে এলবিএল এর সমন্বিত উৎপাদন স্থাপনা ও দেশব্যাপী বহু কার্যালয়ের পাশাপাশি বৈচিত্র্যময় পণ্য সম্ভার রয়েছে। অধিকন্তু বিভিন্ন তৈলক্ষেত্রে পার্জিং এর কাজ, মেডিক্যাল অক্সিজেন পাইপ লাইন স্থাপন, বিভিন্ন শিল্পখাতে বিশেষ গ্যাসসমূহ সরবরাহ এবং তৎসংশ্লিষ্ট প্রকৌশল সেবাসমূহসহ এই কোম্পানি ব্যাপক পরিসরে বিভিন্ন সেবা প্রদানের সক্ষমতায় সুসজ্জিত। এলবিএল এর জনবলের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা অব্যাহত রাখার মাধ্যমে জনবলের সক্ষমতা নির্মাণ ও বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এর সকল কার্যক্রমে কোম্পানি এর মৌলিক মূল্যবোধ অনুসরণ করে, যেমন – নিরাপত্তা, সততা, শ্রদ্ধা ও দীর্ঘস্থায়ীত্ব এবং কোম্পানি যে স্থানে, পরিবেশে বা জনগোষ্ঠীর মাঝে ব্যবসায় পরিচালনা করে সে পরিবেশ, স্থান ও জনগোষ্ঠীর প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ।

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানি এবং এর শেয়ারহোল্ডারগণের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে মুনাফার প্রবৃদ্ধি অর্জনের উপর সবসময় গুরুত্বারোপ করে। ডিস্ট্রিবিউশন ফ্লিট, ১০০ টিপিডি এএসইউ, ৩৬ টিপিডি কার্বন ডাই-অক্সাইড প্ল্যান্ট বাবদ সাম্প্রতিক বিনিয়োগ হল গ্রাহকদের নিকট লিন্ডে কোম্পানিকে সর্বাধিক পছন্দনীয় সরবরাহকারী হিসেবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে বোর্ডের প্রতিশ্রুতির উজ্জ্বল উদাহরণ।

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড একটি তীব্র প্রতিযোগিতামূলক ব্যবসায়ের পরিবেশের মাঝে কঠিন প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হয়েছে যেখানে বিভিন্ন চুক্তিবদ্ধ ও চুক্তিবিহীন প্রতিযোগী পণ্য মূল্য হ্রাস, গুণগত মান পুনর্বিবেচনা এবং অন্যান্য প্রণোদনামূলক কার্যক্রমসহ বিভিন্ন কর্মকান্ডের মাধ্যমে বাজার অংশীদারিত্ব ধরে রাখার অব্যাহত প্রয়াস চালায়। লিন্ডে কোম্পানী প্রতিযোগিতামূলক দরে গুণগত মানসম্পন্ন পণ্য সরবরাহের মাধ্যমে বিদ্যমান গ্রাহকদের ধরে রাখায় সক্ষম হয়েছে। প্রান্তিক ব্যবহারকারীদের পাশাপাশি গ্রাহকদের নিকট থেকে ফিডব্যাক গ্রহণের মাধ্যমে আপনাদের কোম্পানি এর পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধির প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। প্রসেস খাতে বিনিয়োগের পাশাপাশি গ্রাহকদেরকে হ্রাসকৃত পণ্য ব্যয়ের সুবিধা প্রদান করে নিজস্ব ব্র্যান্ড গঠনের মাধ্যমে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড বিগত বছরগুলোতে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের অংশীদার হয়েছে।

ব্যবসায় ফলাফল

ব্যবসায়িক সাফল্যের ক্ষেত্রে কোম্পানি টেকসই প্রবৃদ্ধি ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে। ২০১৮ সালে কোম্পানির বিক্রয় ৫,৪৬০ মিলিয়ন টাকা, যেখানে ২০১৭ সালে তা ছিল ৪,৯৪২ মিলিয়ন টাকা। নিম্নোক্ত খাতগুলো থেকে আয় এসেছে।

খাত সমূহ	২০১৮	২০১৭
	মিলিয়ন টাকা	মিলিয়ন টাকা
বাল্ক গ্যাসসমূহ	৫৭৭	৫২৯
প্যাকেজড গ্যাস ও পণ্যসমূহ (পিজিএন্ডপি)	৪,১৯০	৩,৮৩৩
হেলথকেয়ার	৬৯৩	৫৮০
	৫,৪৬০	৪,৯৪২

বাল্ক গ্যাসের আওতায় রয়েছে তরল শিল্পজাত অক্সিজেন, তরল নাইট্রোজেন, তরল আর্গন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড। প্যাকেজড্ গ্যাস সল্যুশনের মধ্যে রয়েছে মাইল্ড ষ্টিল ইলেকট্রোড এবং কম্প্রেসড ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাস। চিকিৎসা কাজে ব্যবহৃত গ্যাস, চিকিৎসা সরঞ্জামাদি এবং চিকিৎসা পাইপলাইন স্বাস্থ্যসেবা খাতের অন্তর্ভূক্ত।

ব্যবসায়ের সাফল্যের বিষয়ে আরো ভালভাবে অবগত হওয়ার সুবিধার্থে বাল্ক পিজি এন্ড পি (প্যাকেজড গ্যাস ও পণ্যসমূহ) এবং স্বাস্থ্যসেবা শীর্ষক ব্যবসায় খাতসমূহে এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

বাল্ক

প্রধানতঃ আমাদের নিজস্ব নতুন এয়ার সেপারেশন ইউনিট (এএসইউ) হতে পণ্য প্রাপ্তির ফলে ২০১৮ সালে বিগত বছরের তুলনায় এই খাতে সার্বিক বিচারে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত

হয়েছে। এএসইউ পণ্যের উল্লেখযোগ্য ব্যবসায় বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে গত বছরের তুলনায় এ বছর পুরো বাল্ক ব্যবসায়ে ৯% প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। প্রধানতঃ পশু-পালন এবং খাদ্য ও পানীয় খাতে ব্যবসায় বৃদ্ধির ফলে তরল নাইট্রোজেন ব্যবসায়ে ২৮% প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। লিন্ডে কোম্পানি বেভারেজ শিল্পে নতুন গ্রাহক পেতে সক্ষম হয়েছে এবং তরল কার্বন-ডাই-অক্সাইড সরবরাহ করা শুরু করেছে।

পিজি এন্ড পি (প্যাকেজড গ্যাস ও পণ্যসমূহ)

বিগত বছর অপেক্ষা আলোচ্য বছরে পিজিএন্ডপি খাত হতে আগত সার্বিক বিক্রয় ৯.৩% বৃদ্ধি পেয়েছে; নিয়মিত শিল্প পণ্যসমূহের বিক্রয়ের পাশাপাশি বিশেষ পণ্যসমূহের প্রকল্পভিত্তিক বিক্রয়ের ফলে এই প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে। আয়ের এই প্রবৃদ্ধিতে যেসব পণ্য ভূমিকা রেখেছে সেগুলো হল কমপ্রেসড্ অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, আরগন, কর্গোন, হাইড্রোজেন ইত্যাদি। কর্গোন বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বেশ কিছু নতুন গ্রাহক পাওয়া গিয়েছে। ফায়ার সাপ্রেশন প্রকল্পসমূহ ছাড়া হিলিয়াম ও অন্যান্য প্যাকেজড্ গ্যাসসমূহের মত বিশেষ পণ্য বিক্রয়ে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে।

২০১৭ সালের তুলনায় হার্ডগুডস্ বিক্রয়ে ২০১৮ সালে ১০% প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। এক্ষেত্রে জাহাজ নির্মাণ খাত বড় অবদান রেখেছে। বিগত বছরের তুলনায় এই খাতে ব্যবসায় বেড়েছে ২৪% যা এই খাতে আর্থিক মোট বিক্রয়ের ৪৭% । চীন হতে আমদানিকৃত ইলেক্ট্রোডসহ স্থানীয় অন্যান্য প্রতিযোগীদের সরবরাহকৃত কম মূল্যের ইলেক্ট্রোডের কারণে লাইট ফেব্রিকেশন বিক্রয় খাতে বিরূপ প্রতিযোগিতা অব্যাহত ছিল। এক্ষেত্রে উচ্চ মানসম্পন্ন ফ্লাক্স ব্লেন্ডিং ফেসিলিটি বাবদ পূর্বের বিনিয়োগ পণ্যের মান উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

স্বাস্থ্যসেবা

স্বাস্থ্যসেবা খাতের আওতায় রয়েছে বিভিন্ন চিকিৎসা গ্যাস যেমন – মেডিক্যাল অক্সিজেন ও নাইট্রাস অক্সাইড, মেডিক্যাল এয়ার, মেডিক্যাল কার্বন ডাই-অক্সাইড, গ্যাস সিলিন্ডার ও এক্সেসরিজ ইত্যাদি সরবরাহ সংক্রান্ত সেবাসমূহ। আরও রয়েছে মেডিক্যাল গ্যাস পাইপলাইন সিস্টেমসমূহ সরবরাহ ও স্থাপন এবং চিকিৎসা সরঞ্জামাদির রক্ষণাবেক্ষণ। অধিকতর আয় ও কার্যক্রম পরিচালনা হতে আগত মুনাফা, নতুন ব্যবসায় ক্ষেত্র সৃষ্টি এবং বিভিন্ন চুক্তির নবায়নসহ ২০১৮ সাল ছিল স্বাস্থ্যসেবা খাতে ব্যবসায়ের জন্য একটি চমৎকার বছর। শেখ হাসিনা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ বার্ণ এন্ড প্লাষ্টিক সার্জারি হাসপাতাল-এ মেডিক্যাল গ্যাস পাইপলাইন প্রকল্প, কমপ্রেসড মেডিক্যাল অক্সিজেনের পরিবর্তে তরল মেডিক্যাল অক্সিজেনের দিকে গ্রাহকদের আগ্রহী করা, বড় গ্রাহকদের ধরে রাখার পাশাপাশি নাইট্রাস অক্সাইডের বিক্রয় প্রবৃদ্ধি ধরে রাখার ফলে বিগত বছর অপেক্ষা আলোচ্য বছরে সার্বিক ব্যবসায় ২০% প্রবৃদ্ধি অর্জন করে । দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির অনুকূল প্রয়াসের মাধ্যমে সুষ্ঠু ব্যয় ব্যবস্থাপনা সম্ভবপর হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা খাতে প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যায়।

আর্থিক ফলাফলসমূহ

বিগত বছরের তুলনায় কোম্পানি ২০১৮ সালে বিক্রয় খাতে একটি প্রশংসনীয় ১০.৫% প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। ব্যবসায়ের সকল খাতে বিক্রয় বৃদ্ধি পাওয়ায় এটি সম্ভব হয়েছে। মুনাফা ও আয়ের বিচারে আপনাদের কোম্পানির জন্য এটি ছিল এযাবৎ কালের সবচেয়ে ভাল একটি বছর। নতুন পণ্য সম্ভার সৃষ্টির পাশাপাশি মূল্য হ্রাস করার ফলে হার্ডগুডস্ ব্যবসায় বাজারে সংহত অবস্থান অর্জন করে।

আবাসন খাতের ব্যবসায় প্রবৃদ্ধি ঘটার পাশাপাশি জাহাজভাঙ্গা/জাহাজ নির্মাণ শিল্পে কর্মকান্ড বেড়ে যাওয়ার ফলে পণ্য বিক্রয় বৃদ্ধি পায়। স্বাস্থ্যসেবা স্থাপনাসমূহে সরকার বিনিয়োগ করার ফলে মেডিক্যাল অক্সিজেন বিক্রয়ে প্রবৃদ্ধি অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

বিক্রয়ের ব্যয়বৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে মূলতঃ বিগত বছর অপেক্ষা ২০১৮ সালে মোট মুনাফা ১.১৭% হ্রাস পায়। ২০১৮ সালে আমদানিকৃত কাঁচামালের খরচ হঠাৎ করে বৃদ্ধি পাওয়ায় তা মুনাফার উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে কারণ গ্রাহকদের কেবল স্বল্পমাত্রায় এই ব্যয় বৃদ্ধির অংশীদার করা হয়।

উপরোল্লিখিত সফল পদক্ষেপসমূহের ফলে বিগত বছর অপেক্ষা ২০১৮ সালে কার্যক্রম পরিচালনা বাবদ অধিকতর মুনাফা অর্জিত হয়:

বিভিন্ন খাত	২০১৮	২০১৭
	মিলিয়ন টাকা	মিলিয়ন টাকা
বিক্রয়	৫,৪৬০	৪,৯৪২
বিক্রয় খাতে ব্যয়	(৩,১৭৭)	(২,৬৩২)
মোট মুনাফা	২,২৮৩	২,৩১০
অন্যান্য আয়	৩১	(১৯)
কার্যক্রম পরিচালনা ব্যয়	(৯০৭)	(৯৩৪)
কার্যক্রম পরিচালনা হতে প্রাপ্ত মুনাফা	১,৪০৭	১,৩৫৭
অর্থায়ন বাবদ নীট আয়	২৯	১৬
ডব্লিউপিপিএফ বাবদ অর্থ পরিশোধ-পূর্ব মুনাফা	১,৪৩৬	১,৩৭৩
ডব্লিউপিপিএফ বাবদ অর্থ পরিশোধ	(৭২)	(৬৯)
করপূর্ব মুনাফা	১,৩৬৪	১,৩০৪

চলতি মূলধন ব্যবস্থাপনা

স্টক পজিশনের এবং ব্যবসায় ক্ষেত্রে দেনাদারের নিয়মিত ব্যালেন্স পর্যবেক্ষণ ছিল মূলধন নিয়ন্ত্রণে রাখার প্রধান লক্ষ্য। এই প্রবৃদ্ধি প্রতিফলিত হয়। বাণিজ্যিক পাওনাসমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিশোধ করা হয়েছে।

ঝুঁকি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি

কোম্পানির ব্যবসায় সংক্রান্ত ঝুঁকি তদারকির জন্য একটি ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে, যা কর্পোরেট সুশাসন অধ্যায় এবং আর্থিক বিবরণীসমূহের টীকাসমূহে সুস্পষ্ট করে বর্ণিত হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সাথে লেনদেন

'আর্মস লেন্থ' নীতির ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পক্ষ সমূহের সাথে ব্যবসায়ের সাধারণ ধারা অনুযায়ী লেনদেন সম্পাদিত হয়। সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সাথে লেনদেন-এর বিবরণ বার্ষিক প্রতিবেদনের টীকা নং ৪১ এবং পৃষ্ঠা নং ১৪৭-এ আর্থিক প্রতিবেদনের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ

আপনাদের কোম্পানির একটি সুষ্ঠু অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে যার মাধ্যমে একটি যৌক্তিক নিশ্চয়তা পাওয়া যায় যে, কোম্পানির সম্পদসমূহ সুরক্ষিত রয়েছে এবং কোম্পানির আর্থিক অবস্থান দৃঢ়। অডিট কমিটি এর প্রতিটি সভায় অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিয়মিতভাবে

পর্যালোচনা করে এবং পরিচালকমন্ডলীর নিকট এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করে থাকে। অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের যথোপযুক্ততা নিরূপণের লক্ষ্যে গ্রুপ অভ্যন্তরীণ অডিট টিম নিরীক্ষা পরিচালনা করে। এ সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যাদি ও প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার উল্লেখসহ পরবর্তী ফলো-আপ বিষয়ক প্রতিবেদন অডিট কমিটির নিকট উপস্থাপন করা হয় এবং গ্রুপ অভ্যন্তরীণ অডিট কমিটির নিকট তা অনতিবিলম্বে প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রতিবেদন কর্পোরেট সুশাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রতিবেদনে বিস্তারিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

গোয়িং কনসার্ন বা চলমান প্রতিষ্ঠান

পরিচালকমন্ডলী এই মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন যে, আপনাদের কোম্পানি একটি চলমান প্রতিষ্ঠান এবং একটি চলমান প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর অবস্থান অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে কোম্পানির সামর্থ্য নিয়ে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন সন্দেহ নেই। সেই অনুযায়ী, কোম্পানিকে একটি চলমান প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করে আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে।

ভবিষ্যত পরিকল্পনা

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এর গ্রাহকদের জন্য গুণগতমান সম্পন্ন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে স্থিতিশীলভাবে এর পণ্য ও সেবা সম্ভারের প্রসার ঘটানোর মাধ্যমে ব্যবসায়িক মুনাফা প্রবৃদ্ধির উপর গুরুত্বারোপ করা অব্যাহত রেখেছে। কোম্পানির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য হল ২০১৭ সালের রূপগঞ্জে নতুন এএসইউ প্ল্যান্ট চালু করা। ২০১৮ সালে পরিচালকমন্ডলী বাংলাদেশের রূপগঞ্জে একটি নতুন মার্চেন্ট কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্ল্যান্ট স্থাপন বাবদ ৫৮২.৪৩ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ অনুমোদন করেছেন; এই প্ল্যান্টের উৎপাদন সামর্থ্য প্রতিদিন প্রায় ৩৬ টন। ২০১৯ সালের জুলাই মাসে এই প্ল্যান্ট-এ বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হবে বলে আশা করা যায়। এক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ব্যয় সর্বাধিক অনুকূল করার লক্ষ্যে একটি 2x5 এমডব্লিউ ক্যাপটিভ জেনারেটর স্থাপন বাবদ ২৯৯ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগ করা হচ্ছে। এই বিনিয়োগ সমূহের আলোকে প্রত্যাশা করা যায় যে, কোম্পানির আর্থিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং এর ফলশ্রুতিতে কোম্পানি একটি দৃঢ় আর্থিক ভিত্তির উপর দাঁড়ানোর পাশাপাশি নগদ অর্থ প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে যার ফলে কোম্পানি ভবিষ্যতে লাভজনক ও টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে আরো বিনিয়োগ করতে সমর্থ হবে।

সুপারভাইজরি বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে লিন্ডে এজি জার্মানি (লিন্ডে) এর নির্বাহী বোর্ড প্রাক্‌জাইর, ইনকরপোরেশন, ইউএসএ (Praxair) এর সাথে ২০১৭ সালের ১লা জুন একটি আইন অনুমোদিত বিজিনেস কম্বিনেশন এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর করেন; এক্ষেত্রে এ দু'টি কোম্পানির মাঝে মার্জার অব ইকুয়ালস সংক্রান্ত টার্মস এন্ড কন্ডিশনের আলোকে এ চুক্তি কার্যকর হবে। লিন্ডে এবং প্রাক্‌জাইর এর মাঝে প্রস্তাবিত বিজিনেস কম্বিনেশন-এর ফলে উল্লেখযোগ্য 'সিনার্জি' সৃষ্টি হবে বলে আশা করা যায়। যাহোক, এ পর্যায়ে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এই মর্মে গুরুত্বারোপ করে যে বাংলাদেশে প্রস্তাবিত কম্বিনেশনের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমানে ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের কোন পরিকল্পনা নেই। এক্ষেত্রে যেমন এবং যখন প্রয়োজন, লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে এ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করবে।

পরিচালকবৃন্দের সম্মানী

লিন্ডে গ্রুপ কোম্পানিসমূহে কর্মরত পরিচালকবৃন্দ ব্যতিরেকে অন্যান্য স্বতন্ত্র ও অনির্বাহী পরিচালকগণের সম্মানী কান্ট্রি ম্যানেজমেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত পন্থায় পরিশোধ করা হয়।

নির্বাহী পরিচালকগণের সম্মানী ভাতা, দক্ষতা ও তৎসংশ্লিষ্ট বোনাস সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পর্যালোচনা ও অনুমোদন করা হয়। আলোচ্য বছরে নির্বাহী পরিচালকবৃন্দকে প্রদত্ত সম্মানী ভাতার বিস্তারিত তথ্য আর্থিক বিবরণীসমূহের টীকায় ১৩৭ নং পৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

লভ্যাংশ

পরিচালকবৃন্দ আলোচ্য বছরে শেয়ারপ্রতি ৩৭.৫০ টাকা চূড়ান্ত লভ্যাংশ ঘোষণা করেছেন যার ফলশ্রুতিতে বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে ৫৭০.৬৯ মিলিয়ন টাকা পরিশোধ করা হবে। আলোচ্য বছরে লভ্যাংশের শতকরা হার হবে ৩৭৫% এবং লভ্যাংশ বাবদ পরিশোধিত অর্থের পরিমান হবে ৫৭০.৬৯ মিলিয়ন টাকা (২০১৭ সালে ছিল ৫১৭.৪২ মিলিয়ন টাকা)।

আইনগত তথ্যাদি প্রকাশ বিষয়ক অতিরিক্ত বিবরণীসমূহ

কোম্পানির পরিচালকবৃন্দ নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রকাশ বিবরণীসমূহে অন্তর্ভূক্ত করেছেন:

- কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণী এর বিভিন্ন কার্যক্রমের চিত্র, এর কার্যক্রমসমূহের ফলাফল, নগদ অর্থ প্রবাহ এবং ইক্যুইটিতে পরিবর্তন ইত্যাদি নিরপেক্ষভাবে তুলে ধরে।
- কোম্পানির যথাযথ হিসাবরক্ষণ বহিসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে।
- আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে যথযথ হিসাবরক্ষণ নীতিমালাসমূহ সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে এবং হিসাবরক্ষণ বিষয়ক আনুমানিক হিসাবাদি যৌক্তিক ও প্রাজ্ঞ যাচাইয়ের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয়েছে।
- কোম্পানির বিগত বছরের কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ফলাফলসমূহ থেকে সংঘটিত সকল ধরনের বিচ্যুতি উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলসমূহের আওতায় বিশেষভাবে তুলে ধরা হয়েছে।
- বিগত ন্যূনতম পাঁচ বছরের (২০১৩-২০১৮) সার-সংক্ষেপিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ও আর্থিক উপাত্ত পৃষ্ঠা নং ১০০-এ সন্নিবেশিত হয়েছে।
- সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সাথে সকল ধরনের লেনদেন বাণিজ্যিক ভিত্তিতে করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে ভিত্তি ছিল "ঘনিষ্ঠ লেনদেন" এর নীতি। সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সাথে লেনদেন বিষয়ক তথ্যাদি আর্থিক বিবরণীসমূহের টীকায় সন্নিবেশিত হয়েছে।
- আলোচ্য বছরে কোন অসাধারণ মুনাফা বা ক্ষতি সাধিত হয়নি;
- পাবলিক খাতসমূহ হতে আগত প্রাপ্তি কাজে লাগানোর বিষয়টি প্রযোজ্য নয়;
- আইপিও ঘোষণার পরবর্তীকালে আর্থিক ফলাফল বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রযোজ্য নয়;
- আলোচ্য বছরে কোম্পানি বোর্ড সভা উপস্থিতি বাবদ মোট ২,৬০,০০০ টাকা পরিশোধ করেছে। আর্থিক বিবরণীসমূহের টীকায় পরিচালকবৃন্দের সম্মানীভাতা সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

সংরক্ষিত তহবিল

পরিচালকবৃন্দ আলোচ্য বছরে ১,০১০.০০ মিলিয়ন টাকা নিট মুনাফা সংরক্ষিত তহবিলে স্থানান্তরের প্রস্তাব করেছেন।

পরিচালকবৃন্দ

বর্তমান পরিচালকবৃন্দের নাম এই প্রতিবেদনের ৮৯ থেকে ৯১ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত হয়েছে। কোম্পানির সংঘবিধির ৮১ অনুচ্ছেদের আওতায় ৪৬তম সাধারণ সভায় জনাব আইয়ুব কাদরী এবং জনাব মলয় ব্যানার্জী পালাক্রমে অবসর গ্রহণ করবেন। যোগ্য বিধায় সকল অবসর গ্রহণকারী পরিচালকবৃন্দের পুনঃনির্বাচনের জন্য ৪৬তম সাধারণ সভায় প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে।

মিস রূপালী এইচ চৌধুরী ২০১৮ সালের ১৩ই ডিসেম্বর কোম্পানির একজন পরিচালক হিসেবে বোর্ডে জনাব ওয়ালিউর রহমানের স্থলাভিষিক্ত হন।

মিস চৌধুরী কোম্পানির সংঘবিধির ৮৭ অনুচ্ছেদ অনুসারে সর্বশেষ বার্ষিক সাধারণ সভার পর নিয়োগ পাওয়ায় অবসর গ্রহণ করবেন এবং যোগ্য বিধায় পুনঃ নির্বাচনের আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন।

জনাব ওয়ালিউর রহমান ভুইয়া ওবিই ২০১৮ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর কোম্পানির স্বতন্ত্র পরিচালক পদ হতে অবসর গ্রহণ করেছেন। মিস পারভীন মাহমুদ ২০১৯ সালের ১৮ই এপ্রিল কোম্পানির স্বতন্ত্র পরিচালক পদ হতে অবসর গ্রহণ করবেন। জনাব ভুইয়া এবং মিস মাহমুদ দুই মেয়াদে (৬ বছর) কোম্পানিতে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং কোম্পানির গুণগত মান বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। পরিচালকমন্ডলী উভয়ের নিষ্ঠাপূর্ণ দায়িত্ব পালন ও কোম্পানিতে তাদের অমূল্য অবদানের জন্য তাদের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

জাতীয় কোষাগারে অবদান

২০১৮ সালে কর ও শুল্ক বাবদ জাতীয় কোষাগারে সর্বসাকুল্যে ১,৫৭১ মিলিয়ন টাকা পরিশোধ করা হয়েছে, যা ২০১৭ সালে ছিল ১,৪৬১ মিলিয়ন টাকা।

স্ট্যাটুটরি অডিটর

যোগ্য বিধায় হোদা ভাসি চৌধুরী এন্ড কোং, চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টস, পুনঃনিয়োগ পাওয়ার আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন।

কমপ্লায়েন্স অডিটর

কোম্পানির কমপ্লায়েন্স অডিটরবৃন্দ রহমান রহমান হক, চার্টার্ড এ্যাকাউন্টস ২০১৮ সালে ৩১শে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের নিরীক্ষা কাজ সম্পন্ন করেছেন। বিএসইসি-এর নতুন বিধি অনুযায়ী এই কর্পোরেট পরিচালনা সংক্রান্ত সনদ যে পেশাদার প্রতিষ্ঠান প্রদান করবে, তাদেরকে বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হতে হবে। BSEC Order # BSEC/CMRRCD/2006-158/207/Admin/80, তারিখ: ৩রা জুন ২০১৮ অনুযায়ী কোম্পানির জন্য কমপ্লায়েন্স অডিটর নিয়োগ করা আবশ্যক। রহমান রহমান হক, চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টস লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের কমপ্লায়েন্স অডিটর হিসেবে নিয়োগ পেতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। ৪৬তম বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদানকৃত শেয়ারহোল্ডারদের অনুমোদন সাপেক্ষে বোর্ড রহমান রহমান হক, চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্টস-কে কোম্পানির কমপ্লায়েন্স অডিটর হিসেবে পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভা পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করার জন্য নিয়োগ প্রদান করার ব্যাপারে সুপারিশ করেন।

পরিচালকমন্ডলীর পক্ষে,

ঢাকা, ৪ঠা মার্চ, ২০১৯

আইয়ুব কাদরী
পরিচালক ও সভাপতি

মহসীন উদ্দীন আহমেদ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

কমিটিসমূহ

অডিট কমিটি

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্দেশিকার শর্ত অনুযায়ী কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কোম্পানির জন্য একটি অডিট কমিটি গঠন করেছে। ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৮ অবধি গঠিত কমিটি হচ্ছে:

সভাপতি	মিস পারভীন মাহমুদ	স্বতন্ত্র পরিচালক
সদস্য	জনাব মলয় ব্যানার্জী	পরিচালক
সদস্য	মিস ডেজাইরি বাচের	পরিচালক
সদস্য	মিস রূপালী এইচ চৌধুরী	পরিচালক
সচিব	জনাব আবু মোহাম্মদ নিছার	কোম্পানি সচিব
উপস্থিত	মিস সঞ্চিতা চক্রবর্তী দাস	হেড অফ ইন্টারনাল অডিট

মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি (এনআরসি)

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের নির্দেশিকার শর্ত অনুযায়ী কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কোম্পানির জন্য একটি মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি (এনআরসি) গঠন করেছে। ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৮ অবধি গঠিত কমিটি হচ্ছে:

সভাপতি	মিস রূপালী এইচ চৌধুরী	স্বতন্ত্র পরিচালক
সদস্য	জনাব মলয় ব্যানার্জী	পরিচালক
সদস্য	মিস ডেজাইরি বাচের	পরিচালক
সচিব	জনাব আবু মোহাম্মদ নিছার	কোম্পানি সচিব

কান্ট্রি লীডারশীপ টীম

পরিচালনা পর্ষদের সহায়তায় কোম্পানির জ্যৈষ্ঠ ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা সহযোগে যে টীম তাহাই কান্ট্রি লীডারশীপ টীম হিসেবে পরিচিত। ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নেতৃত্বে সকল বিভাগের প্রধানদের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে নিম্নোক্ত CLT:

সভাপতি	জনাব মহসীন উদ্দীন আহমেদ	ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সদস্য	জনাব মো: আনিছুজ্জামান	চীফ ফিনান্সিয়াল অফিসার
সদস্য	মিস সায়কা মাজেদ	হেড অব এইচ আর
সদস্য	জনাব এ কে এম তারেক	হেড অব সেলস এন্ড মার্কেটিং, হার্ডগুডস
সদস্য	জনাব সৈয়দ আসগর আলী	হেড অব প্রোকিউরমেন্ট
সদস্য	জনাব নুরুর রহমান	হেড অব সেলস এন্ড মার্কেটিং, পিজি ও বাল্ক
সদস্য	জনাব মুশফিক আক্তার	হেড অব হেলথকেয়ার

নিরাপত্তা পরিষদ টীম

নিরাপত্তা পরিষদ নামে, এই ফোরামটি নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রমে সহযোগিতা করে থাকে এবং নিরাপত্তা ও সংস্কৃতিজনিত সফলতা অর্জনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এই টীমের উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশীয় নেতৃত্ব এবং অন্যান্য ল্যাগিং নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কাজ করে। ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নেতৃত্বে ১৯ জন সদস্য সমন্বয়ে নিরাপত্তা পরিষদ টীম গঠিত:

নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ ও কোয়ালিটি প্রধান (SHEQ)
কান্ট্রি লীডারশীপ টীম
হেড অব অল ফাংশন
পরিবহণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপক
অন সাইট প্ল্যান্ট ব্যবস্থাপক
অপারেশন ব্যবস্থাপক
কাস্টমার ইঞ্জিনিয়ার সার্ভিস ব্যবস্থাপক

প্রধান আর্থিক ইতিবৃত্ত

২০১৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ও আর্থিক প্রধান উপাত্তসমূহ:

		২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮
রেভিনিউ	টাকা '০০০	৪,০৫৬,২৭৮	৩,৯৮৪,৪৮২	৩,৯৩৩,১৮৫	৪,২৭০,৫৮৫	৪,৯৪১,৭৯৯	৫,৪৬০,১৯০
কর-পূর্ব মুনাফা	"	১,০০১,৫৮৭	৮৫১,০৩৫	৮৮১,৩৪৩	১,১৯০,৮৩২	১,৩০৪,২৬০	১,৩৬৪,৪৭৪
ইবিআইটিডিএ (EBITDA)	"	১,১৩৮,২৫৫	৯৯৪,০৯৫	১,০৩১,১০৪	১,৩৮১,৭৯৬	১,৫১৬,৪৪৮	১,৬২২,১৪৮
কর বরাদ্দ	"	২২৫,৫৪৪	২৪২,৬৫৯	২১৩,০৮৬	৩২৪,১১৪	১৭১,৪৩২	৩৬০,৭০০
বিলম্বিত কর	"	৩৭,১৪৮	(১১,৭৫৬)	১৭,৭৮৬	(১৪,৪৮০)	১৮০,০৯০	২৯,৩০২
আয়	"	৭৩৮,৮৯৫	৬২০,১৩২	৬৫০,৪৭১	৮৮১,১৯৮	৯৫২,৭৩৮	১,০০৩,৭৭৪
প্রস্তাবিত চূড়ান্ত লভ্যাংশ	"	১৬৭,৪০১	১৬৭,৪০১	১৬৭,৪০১	১৬৭,৪০১	২১৩,০৫৬	৫৭০,৬৮৬
অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ প্রদান	"	৩০৪,৩৬৬	৩০৪,৩৬৬	৩০৪,৩৬৬	৩০৪,৩৬৬	৩০৪,৩৬৬	–
সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল	"	২,২৮৬,১৩৮	২,৪৩৪,৫০৩	২,৬১৩,২০৭	৩,০৩২,৭৫০	৩,৫২৩,৬৩৬	৪,৩২০,৫০৮
শেয়ার মূলধন	"	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩
পুনঃমূল্যায়ন বাবদ সংরক্ষণ	"	২০,১৭৪	২০,১৭৪	২০,১৭৪	–	–	–
শেয়ারহোল্ডারদের ইক্যুইটি	"	২,৪৫৮,৪৯৫	২,৬০৬,৮৬০	২,৭৮৫,৫৬৪	৩,১৮৪,৯৩৩	৩,৬৭৫,৮১৯	৪,৪৭২,৬৯১
নীট স্থায়ী সম্পত্তি	"	১,৫০৮,৯৯১	১,৫৩৫,১৪৫	১,৯১৪,৪০৫	২,৫৪৩,৯৩৫	৩,২১৮,৬৩৮	৩,৪৪৫,৪৬২
অবচয়	"	১৫৭,৪২৫	১৬৪,৫৩১	১৬২,৬১৭	২০১,৮৬৩	২১৯,৬৫১	২৮০,০৬৫
শেয়ারপ্রতি আয়	টাকা	৪৮.৫৫	৪০.৭৫	৪২.৭৪	৫৭.৯০	৬২.৬০	৬৫.৯৬
পি ই রেশিও-টাইমস		১৩	২২	২৭	২২	২১	১৮
কর্মচারী হতে মূলধন ফেরত	%	৩০	২৪	২৪	২৮	২৬	২২
মোট মুনাফার আনুপাতিক হার	%	৩৭	৪০	৪৩	৪৬	৪৭	৪২
ইক্যুইটি দেনা বাবদ আনুপাতিক হার-টাইমস		–	–	–	–	–	–
চলতি আনুপাতিক হার-টাইমস		৩.০৮	৩.১১	২.৪৪	১.৫৫	১.৬৭	২.০১
শেয়ারপ্রতি লভ্যাংশ	টাকা	৩১.০০	৩১.০০	৩১.০০	৩১.০০	৩৪.০০	৩৭.৫০
লভ্যাংশ	%	৩১০	৩১০	৩১০	৩১০	৩৪০	৩৭৫
শেয়ারপ্রতি নীট সম্পত্তি	টাকা	১৬১.৫৫	১৭১.৩০	১৮৩.০৪	২০৯.২৮	২৪১.৫৪	২৯৩.৯০
শেয়ারপ্রতি পরিচালনা থেকে নগদ প্রবাহ	"	৫৪.৯১	৫০.৮৯	৬৭.১৪	৭৩.১৮	৭৬.১৩	৭৬.৮৭

শেয়ারহোল্ডিং প্যাটার্ন ও শতকরা হিসাব

শেয়ারহোল্ডিং প্যাটার্ন

পরিচালকবৃন্দের নাম	শেয়ারের সংখ্যা		
	২০১৬	২০১৭	২০১৮
জনাব আইয়ুব কাদরী - সভাপতি	১০	১০	১০
মিস পারভীন মাহমুদ (স্বতন্ত্র পরিচালক)	৫০	৫০	৫০
জনাব ওয়ালিউর রহমান ভূঁইয়া, OBE (স্বতন্ত্র পরিচালক)	৪৪	৪৪	৪৪
শ্রী (ফলিও # এস০৬০৬)	৪৪	৪৪	৪৪
নির্বাহীবৃন্দের নাম:			
জনাব সৈয়দ আসগর আলী (হেড অব প্রোকিউরমেন্ট)	৫০	৫০	৫০
জনাব আবু মোহাম্মদ নিছার (কোম্পানি সচিব)	২৮	২৮	২৮
১০% বা তার চেয়ে বেশী শেয়ারহোল্ডিং:			
দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড, জার্মান কোম্পানি লিন্ডে এজি যুক্তরাজ্যের দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেডের সম্পূর্ণ মূলধনের অধিকারী	৯,১৩০,৯৬৮	৯,১৩০,৯৬৮	৯,১৩০,৯৬৮
আইসিবি ইউনিট ফান্ড	১,০৯৪,০১৯	১,০৬৮,২৮৯	১,০৬১,৬১৫
প্যারেন্ট, সাবসিডিয়ারি, অ্যাসোসিয়েট কোম্পানিসমূহ:			
দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড, জার্মান কোম্পানি লিন্ডে এজি যুক্তরাজ্যের দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেডের সম্পূর্ণ মূলধনের অধিকারী			
বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড (সাবসিডিয়ারি কোম্পানি)			
বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড (সাবসিডিয়ারি কোম্পানি)			

শেয়ারহোল্ডিংস-এর শতকরা হিসাব - ইনষ্টিটিউট এবং পাবলিক

- দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড ৬০.০
- অন্যান্য ইনষ্টিটিউট ২৯.৯
- পাবলিক ১০.১

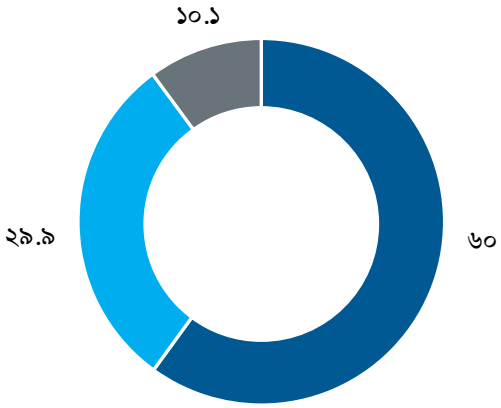

শেয়ারহোল্ডিংস-এর শতকরা হিসাব - বিভিন্ন কোম্পানি এবং অন্যান্য

দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড	৬০
বাংলাদেশ বিনিয়োগ সংস্থা (আই.সি.বি)	১৪.৮
লংকাবাংলা সিকিউরিটিজ লিমিটেড	১.৭
সাধারণ বীমা কর্পোরেশন (এসবিসি)	১.৩
অন্যান্য শেয়ারহোল্ডারগণ	২২.২

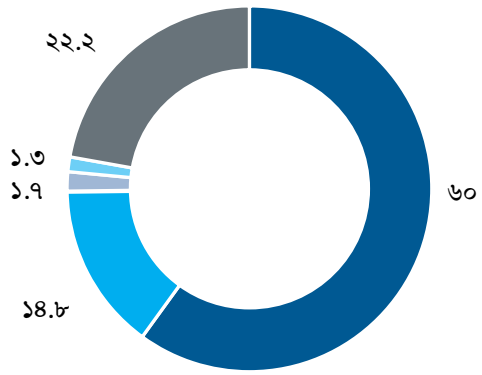

সভাসমূহ

বোর্ড সভাসমূহ

এ সময়ে বোর্ড ৬ বার সভাতে মিলিত হন।

	পরিচালকবৃন্দের নাম	উপস্থিতির সংখ্যা
১	জনাব আইয়ুব কাদরী - সভাপতি	৬
২	জনাব মহসীন উদ্দীন আহমেদ	৬
৩	জনাব মলয় ব্যানার্জী	৫
৪	মিস ডেজাইরি বাচের	২
৫	মিস পারভীন মাহমুদ (স্বতন্ত্র পরিচালক)	৬
৬	জনাব ওয়ালিউর রহমান ভূঁইয়া, OBE (স্বতন্ত্র পরিচালক-৩০শে সেপ্টেম্বর ২০১৮-তে পদত্যাগ করেছেন)	৩
৭	ইন্দ্রনীল বাগচী	৪
৮	জনাব কাজী সানাউল হক	৪
৯	মিস রূপালী এইচ চৌধুরী (জনাব ওয়ালিউর রহমান ভূঁইয়া এর স্থলে পরিচালক হিসেবে ১৩ই ডিসেম্বর ২০১৮ সালে যোগদান)	১

অডিট কমিটি সভাসমূহ

এ সময়ে ৪ বার সভা অনুষ্ঠিত হয়।

	সদস্যবৃন্দের নাম	উপস্থিতির সংখ্যা
১	মিস পারভীন মাহমুদ - চেয়ারপারসন	৪
২	জনাব মলয় ব্যানার্জী - পরিচালক কর্পোরেট ইনভেস্টর হতে মনোনীত	৪
৩	মিস ডেজাইরি বাচের - পরিচালক কর্পোরেট ইনভেস্টর হতে মনোনীত	২
৪	জনাব ওয়ালিউর রহমান ভূঁইয়া, OBE (স্বতন্ত্র পরিচালক-৩০শে সেপ্টেম্বর ২০১৮-তে পদত্যাগ করেছেন)	২
৫	মিস রূপালী এইচ চৌধুরী (জনাব ওয়ালিউর রহমান ভূঁইয়া এর স্থলে পরিচালক হিসেবে ১৩ই ডিসেম্বর ২০১৮ সালে যোগদান)	–

টীকা: ১৮ই এপ্রিল ২০১৯ সালে মিস পারভীন মাহমুদের মেয়াদকাল শেষ হয় এবং ১৯শে এপ্রিল ২০১৯ সাল থেকে মিস রূপালী এইচ চৌধুরী-কে অডিট কমিটির চেয়ারপারসন হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি (এনআরসি) সভাসমূহ

কোম্পানি কর্তৃক রেজুলেশন বাই সার্কুলেশন নং ১/১৯ এবং ২/১৯ তাং ১৯শে ফেব্রুয়ারি ২০১৯ অনুযায়ী গৃহীত।

	সদস্যবৃন্দের নাম	উপস্থিতির সংখ্যা
১	মিস রূপালী এইচ চৌধুরী - চেয়ারপারসন (স্বতন্ত্র পরিচালক)	–
২	জনাব মলয় ব্যানার্জী - পরিচালক- কর্পোরেট ইনভেস্টর হতে মনোনীত	–
৩	মিস ডেজাইরি বাচের - অনির্বাহী পরিচালক- কর্পোরেট ইনভেস্টর হতে মনোনীত	–

পরিশিষ্ট ক

[আরোপিত শর্ত নং ১(৫) (২৬)]

সিইও এবং সিএফও এর ঘোষণা

ঢাকা, ৪ঠা মার্চ, ২০১৯

পরিচালকমন্ডলী
লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড
কর্পোরেট অফিস
২৮৫ তেজগাঁ শি/এ
ঢাকা-১২০৮, বাংলাদেশ

বিষয় ঃ ২০১৮ সালে ৩১শে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণী সংক্রান্ত ঘোষণা।

প্রিয় মহোদয়গণ,

সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ অর্ডিন্যান্স ১৯৬৯ এর ২সিসি-এর আওতায় প্রণীত কমিশনের প্রজ্ঞাপন নং বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/২০৭/এডমিন/৮০, তারিখ ৩রা জুন ২০১৮ বলে আরোপিত শর্ত নং ১ (৫) (২৬) এর আলোকে আমরা এই মর্মে ঘোষণা করি যে:

১. বাংলাদেশে প্রযোজ্য ইন্টারন্যাশনাল একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (আইএএস) অথবা ইন্টারন্যাশনাল ফিনানশিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (আইএফআরএস) এর আলোকে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ২০১৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে উক্ত বিধিসমূহ হতে যে কোন ধরনের বিচ্যুতির বিষয়টি পর্যাপ্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে;

২. একটি সত্য ও যথাযথ চিত্র তুলে ধরার লক্ষ্যে আর্থিক বিবরণী প্রস্তুতের নিয়ম অনুসারে উক্ত আর্থিক বিবরণীসমূহ সংক্রান্ত বিভিন্ন এস্টিমেট ও জাজমেন্ট সম্পাদন করার ক্ষেত্রে বিচক্ষণতা ও যৌক্তিকতা অনুসরণ করা হয়েছে।

৩. বিভিন্ন লেনদেনের প্রকার ও বিষয়বস্তু এবং কোম্পানির কার্যক্রমের অবস্থা আর্থিক বিবরণীসমূহে যৌক্তিকভাবে এবং যথাযথভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৪. উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোম্পানি একটি অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করার পাশাপাশি একাউন্টিং সংক্রান্ত রেকর্ডসমূহ সংরক্ষণ করার ক্ষেত্রে যথাযথ ও পর্যাপ্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

৫. কোম্পানির বিভিন্ন প্রতিষ্ঠিত নীতিমালা ও প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে এই মর্মে যুক্তিসংগত নিশ্চয়তা প্রদান করার লক্ষ্যে আমাদের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষকবৃন্দ নিয়মিত বিরতিতে বিভিন্ন নিরীক্ষা কর্ম সম্পাদন করেছেন; এবং

৬. আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ গোয়িং কনসার্নের ভিত্তিতে হিসাবরক্ষণের যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন তা যথাযথ হয়েছে এবং এক্ষেত্রে বিভিন্ন ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কিত এমন কোন বড় ধরনের অনিশ্চয়তার অস্তিত্ব নেই, যা গোয়িং কনসার্ন বা চলমান প্রতিষ্ঠান হিসেবে কোম্পানি টিকে থাকার সামর্থ্য-এর বিষয়ে উল্লেখযোগ্য সন্দেহের অবতারণা করতে পারে।

এক্ষেত্রে আমরা আরও প্রত্যয়ন করি যে:-

ক. আমরা ২০১৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের আর্থিক বিবরণীসমূহ পর্যালোচনা করেছি এবং আমাদের সর্বোত্তম জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী:
   (১) এই বিবরণীসমূহে কোন গুরুতর অসত্য তথ্য নেই অথবা কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাদ দেওয়া হয়নি বা ভ্রান্তির অবতারণা করতে পারে এমন কোন তথ্য নেই;
   (২) এই বিবরণীসমূহ কোম্পানি কার্যক্রমের সামগ্রিকভাবে একটি সত্য ও সুষ্ঠু চিত্র তুলে ধরে এবং এগুলো বিদ্যমান একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস ও অন্যান্য প্রযোজ্য আইন অনুসরণ করে।

খ. আমাদের সর্বোত্তম জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী আলোচ্য বছরে কোম্পানি কর্তৃক এমন কোন ট্রানজেকশন সম্পন্ন হয়নি যা প্রতারণামূলক, বেআইনি বা কোম্পানির পরিচালকমন্ডলী অথবা এর সদস্যবৃন্দের জন্য নির্ধারিত আচরণবিধির লঙ্ঘন।

আপনার বিশ্বস্ত

পরিচালকমন্ডলীর পক্ষে,

মহসীন উদ্দীন আহমেদ
চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার

মোঃ আনিছুজ্জামান
চীফ ফিনান্সিয়াল অফিসার

পরিশিষ্ট খ

[আরোপিত শর্ত নং ১(৫) (২৭)]

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট উপস্থাপিত কর্পোরেট পরিচালনা বিধি পরিপালন সংক্রান্ত প্রতিবেদন

২০১৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক কর্পোরেট পরিচালনা বিধি পরিপালন পরিস্থিতি আমরা যাচাই করেছি। এটি ৩রা জুন ২০১৮ সালে প্রকাশিত বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন প্রজ্ঞাপন নং বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/২০৭/এডমিন/৮০ এর সাথে সম্পর্কিত।

কর্পোরেট পরিচালনা বিধির অনুরূপ প্রতিপালনের দায়-দায়িত্ব কোম্পানির উপর বর্তায়। কর্পোরেট পরিচালনা বিধি সংক্রান্ত শর্তাবলী পরিপালন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও এর বাস্তবায়নের আলোকে আমরা এ সংক্রান্ত যাচাই কর্ম সম্পাদন করেছি।

এটি কর্পোরেট পরিচালনা বিধির শর্তাবলীর পাশাপাশি ইনস্টিটিউট অব চাটার্ড সেক্রেটারিজ অব বাংলাদেশ (আইসিএসবি) কর্তৃক প্রণীত সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস (বিএসএস) এর বিধিসমূহ পরিপালন, এবং এক্ষেত্রে এই বিধিসমূহ উক্ত কর্পোরেট পরিচালনা বিধির কোন শর্তের সাথে অসংগতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে একটি পরীক্ষা ও যাচাই এবং স্বাধীন নিরীক্ষা কর্ম।

আমরা এই মর্মে উল্লেখ করি যে, আমাদের চাহিদা মোতাবেক সকল তথ্য ও ব্যাখ্যা পেয়েছি এবং এগুলোর যথাযথ পরীক্ষা ও যাচাই-এর পরিপ্রেক্ষিতে আমরা এই প্রতিবেদন দাখিল করি যে আমাদের মতে:

(ক) কোম্পানি কমিশন কর্তৃক জারিকৃত উপরোল্লিখিত কর্পোরেট পরিচালনা বিধি অনুযায়ী কর্পোরেট পরিচালনা বিধির শর্তাবলী পরিপালন করেছে;
(খ) কোম্পানি এই বিধিতে উল্লিখিত শর্তানুযায়ী ইনস্টিটিউট অব চাটার্ড সেক্রেটারিজ অব বাংলাদেশ (আইসিএসবি) কর্তৃক প্রণীত সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস (বিএসএস) এর বিধিসমূহ পরিপালন করেছে;
(গ) কোম্পানিজ এ্যাক্ট ১৯৯৪, সিকিউরিটিস আইনসমূহ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন অনুযায়ী কোম্পানি কর্তৃক বুকস ও রেকর্ডস সংরক্ষণ করা হয়েছে; এবং
(ঘ) কোম্পানির পরিচালনা কার্যক্রম সন্তোষজনক।

ঢাকা, ৪ঠা মার্চ, ২০১৯

এম. মেহেদী হাসান
পার্টনার
রহমান রহমান হক
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

পরিশিষ্ট গ

[আরোপিত শর্ত নং ১(৫) (২৭)]

সিকিউরিটিজ এবং এক্সচেঞ্জ অর্ডিনেন্স ১৯৬৯ এর সেকশন ২ সিসি অনুযায়ী ইস্যুকৃত কমিশনের প্রজ্ঞাপন নং SEC/CMRRCD/2006-158/207/Admin/80 তারিখ ৩রা জুন, ২০১৮ অনুযায়ী পরিপালনীয় শর্তাদি।

(শর্ত নং ৯ অনুযায়ী প্রতিবেদন)

		পরিপালনীয় অবস্থা (✓)		
শর্ত নং	শর্ত	প্রতিপালিত	প্রতিপালিত নয়	মন্তব্য (যদি থাকে)
১.০০	**বোর্ডের পরিচালকমন্ডলী**			
১.১	**বোর্ডের পরিধি: বোর্ড সদস্য সংখ্যা ৫ (পাঁচ) এর কম এবং ২০ (বিশ) এর বেশি হবে না**	✓		
১.২	**স্বতন্ত্র পরিচালকমন্ডলী**			
১.২ (ক)	**কোম্পানির পরিচালনা বোর্ডের অন্তত এক পঞ্চমাংশ (১/৫) হবেন স্বতন্ত্র পরিচালক**	✓		
১.২ (খ) (i)	তিনি কোম্পানির কোন শেয়ারের অধিকারী হবেন না বা মোট পরিশোধিত শেয়ারের সর্বোচ্চ শতকরা ১ ভাগের কম হবে না;	✓		
১.২ (খ) (ii)	যিনি কোম্পানির পৃষ্ঠপোষক নন এবং কোম্পানির কোন পৃষ্ঠপোষক অথবা পরিচালক অথবা পারিবারিক সূত্রে এমনকোন শেয়ারহোল্ডারের সাথে সম্পর্কিত নন যিনি কোম্পানির সর্বমোট শেয়ারের শতকরা ১ ভাগ (১%) বা তার অধিক শেয়ারের অধিকারী। তাঁর পরিবারের সদস্যগণ ও উপরোক্ত পরিমাণ শেয়ারের অধিকারী হতে পারবেন না। এক্ষেত্রে শর্ত থাকে যে, স্বামী/স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা, ভাই, বোন, জামাতা এবং পুত্রবধুগণও পরিবারের সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন;	✓		
১.২ (খ) (iii)	যিনি বিগত সর্বশেষ দুই আর্থিক বছরে কোম্পানির কোন নির্বাহী পদে দায়িত্বরত ছিলেন না;	✓		
১.২ (খ) (iv)	যিনি কোম্পানির অধীনস্থ অন্য কোন কোম্পানি/সহযোগী কোন কোম্পানির সাথে আর্থিক অথবা অন্যকোন রূপ সম্পর্ক বজায় রাখেন না;	✓		
১.২ (খ) (v)	যিনি কোন সদস্য অথবা টিআরইসি (ট্রেডিং রাইট এনটাইটেলম্যান্ট সার্টিফিকেট) ধারী, পরিচালক অথবা কোন স্টক এক্সচেঞ্জ-এর কর্মকর্তা নন;	✓		
১.২ (খ) (vi)	যিনি কোন শেয়ারহোল্ডার, স্বতন্ত্র পরিচালক ব্যাতিরেকে কোন পরিচালক অথবা কোন স্টক এক্সচেঞ্জ-এর কর্মকর্তা, সদস্য বা টিআরইসি ধারী অথবা মূলধনী বাজারের কোন মধ্যস্থতাকারী নন;	✓		
১.২ (খ) (vii)	যিনি কোন সংবিধিবদ্ধ অডিট ফার্মের অংশীদার অথবা নির্বাহী নন অথবা বিগত ৩ (তিন) বছর সময়কালের মধ্যে ঐরূপ কোন প্রতিষ্ঠানের অংশীদার বা নির্বাহী হিসেবে দ্বায়িত্ব পালন করেন নি অথবা বিশেষ নিরীক্ষা পরিচালনাকারী কোন নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা এই বিধি পরিপালন প্রত্যয়নকারী কোন পেশাদার ব্যক্তি;	✓		
১.২ (খ) (viii)	যিনি ৫ (পাঁচ) টির অধিক তালিকাভুক্ত কোম্পানির স্বতন্ত্র পরিচালক হবেন না;	✓		
১.২ (খ) (ix)	যিনি কোন ব্যাংক অথবা ব্যাংক নয় এমন কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (এনবিএফআই) নিকট ঋণ খেলাপী হওয়ার জন্য উপযোক্ত বিচারিক এক্তিয়ারসম্পন্ন কোন আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন;	✓		
১.২ (খ) (x)	যিনি নৈতিক স্খলনজনিত ফৌজদারী অপরাধে দন্ডিত নন;	✓		
১.২ (গ)	স্বতন্ত্র পরিচালক (গণ) পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক এই নিয়োগ অনুমোদিত হতে হবে।	✓		
১. ২ (ঘ)	স্বতন্ত্র পরিচালক(গণ)-এর পদ ৯০ (নব্বই) দিনের অধিক শূন্য থাকবে না;	✓		এমন কোন বিষয় নেই
১.২ (ঙ)	স্বতন্ত্র পরিচালকের কার্যকাল হবে ৩ (তিন) বছর, যা কেবলমাত্র ১ (এক) মেয়াদের জন্য বর্ধিত করা যেতে পারে। এই শর্তে যে একজন সাবেক স্বতন্ত্র (ছয় বছর) পরিচালক তাঁর এক কার্যকাল পরিমাণ সময়, অর্থাৎ তাঁর পর পর দুই মেয়াদকাল সম্পন্ন করার পর হতে তিন বছর সময় অতিক্রান্তে আরেক মেয়াদে পুনঃনিয়োগের জন্য বিবেচিত হতে পারেন। আরও শর্ত থাকে যে, কোম্পানি আইন ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) অনুযায়ী স্বাধীন পরিচালক আবর্তন পদ্ধতিতে অবসর গ্রহণে বাধ্য নন।	✓		
১.৩	**স্বতন্ত্র পরিচালকমন্ডলীর যোগ্যতা**			
১.৩ (ক)	স্বতন্ত্র পরিচালক হবেন সৎ গুণবলী সমৃদ্ধ এমন একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যিনি আর্থিক, নিয়ন্ত্রণমূলক এবং কর্পোরেট আইনসমূহ পরিপালন নিশ্চিত করবেন এবং ব্যবসায়ে অর্থপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবেন।	✓		
১.৩ (খ) (i)	একজন ব্যবসায়ী নেতা যিনি ন্যূনতম ১০০ মিলিয়ন টাকা পরিশোধিত মূলধন রয়েছে এমন তালিকা বহির্ভূত কোম্পানি অথবা কোন তালিকাভুক্ত কোম্পানি অথবা কোন জাতীয় বা আন্তর্জাতিক চেম্বার অব কমার্স অথবা ব্যবসায় সংগঠনের একজন প্রোমোটর অথবা পরিচালক হিসেবে দায়িত্বরত বা দায়িত্বে ছিলেন; অথবা	✓		
১.৩ (খ) (ii)	একজন কর্পোরেট নেতা যিনি ন্যূনতম একশ মিলিয়ন টাকা পরিশোধিত মূলধন রয়েছে এমন তালিকা বহির্ভূত কোম্পানি অথবা কোন তালিকাভুক্ত কোম্পানির একজন শীর্ষ পর্যায়ের নির্বাহী কর্মকর্তা যার অবস্থান প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বা ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বা ডেপুটি ম্যানেজিং ডাইরেক্টর বা প্রধান অর্থ কর্মকর্তা বা ফিন্যান্স বা একাউন্টস হেড অথবা কোম্পানি সেক্রেটারী বা ইন্টারনাল অডিট এন্ড কম্প্লায়েন্স হেড অথবা আইনি সহায়তা সেবা প্রধান অথবা সমমান পদের একজন প্রার্থী অপেক্ষা নিম্নে নয় এরূপ পদে দায়িত্বরত বা দায়িত্বে ছিলেন; অথবা	✓		

শর্ত নং	শর্ত	পরিপালনীয় অবস্থা (✓) প্রতিপালিত	প্রতিপালিত নয়	মন্তব্য (যদি থাকে)
১.৩ (খ) (iii)	সরকারি বা সংবিধিবদ্ধ বা স্বায়ত্তশাসিত বা আইনি সংস্থার একজন সাবেক কর্মকর্তা যার অবস্থান জাতীয় বেতন কাঠামোয় ফিফথ গ্রেডের নিম্নে নয় এবং যার শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম অর্থনীতি বা বাণিজ্য বা ব্যবসায় অথবা আইন বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি; অথবা	✓		
১.৩ (খ) (iv)	বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক যার অর্থনীতি বা বাণিজ্য বা ব্যবসায় অথবা আইন বিষয়ে শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে; অথবা	✓		
১.৩ (খ) (v)	পেশাদার ব্যক্তি যিনি ন্যূনতম বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ডিভিশনের একজন পেশাদার উকিল হিসেবে দায়িত্বরত বা দায়িত্বে ছিলেন অথবা একজন চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট বা কস্ট এন্ড ম্যানেজম্যান্ট একাউন্ট্যান্ট বা চার্টার্ড ফিন্যানসিয়াল এনালিস্ট বা চার্টার্ড সার্টিফাইড একাউন্ট্যান্ট বা চার্টার্ড ম্যানেজম্যান্ট একাউন্ট্যান্ট বা চার্টার্ড সেক্রেটারী অথবা সমমানের যোগ্যতাসম্পন্ন;	✓		
১.৩ (গ)	স্বতন্ত্র পরিচালককে ক্লজ (বি) তে উল্লিখিত যেকোন ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে;	✓		
১.৩ (ঘ)	বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে, কমিশনের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে উপরোল্লিখিত যোগ্যতা শিথিল করা যেতে পারে।	✓		এমন কোন বিষয় নেই
১.৪	**বোর্ড অব ডাইরেক্টরস এর চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডাইরেক্টর অথবা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার দ্বৈততা।**			
১.৪ (ক)	কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর সভাপতি এবং ম্যানেজিং ডাইরেক্টর (এমডি) এবং/অথবা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) পদসমূহ ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি কর্তৃক পূরণ করা হবে;	✓		
১.৪ (খ)	কোন তালিকাভুক্ত কোম্পানির ম্যানেজিং ডাইরেক্টর (এমডি) এবং/অথবা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) অন্য কোন তালিকাভুক্ত কোম্পানিতে একই পদে আসীন থাকতে পারবেন না;	✓		
১.৪ (গ)	কোম্পানির অনির্বাহী পরিচালকদের মধ্য হতে পরিচালকমন্ডলীর সভাপতি নির্বাচিত হবেন;	✓		
১.৪ (ঘ)	পরিচালকমন্ডলী বোর্ডের সভাপতি এবং ম্যানেজিং ডাইরেক্টর (এমডি) এবং/অথবা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার (সিইও) নিজ নিজ ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ সুস্পষ্টভাবে সুনির্দিষ্ট করে দিবেন;	✓		
১.৪ (ঙ)	কোন একটি নির্দিষ্ট বোর্ড সভায় সভাপতির অনুপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাকী সদস্যগণ তাদের মধ্যস্থ অনির্বাহী পরিচালকদের মাঝ থেকে একজনকে সভাপতি হিসেবে নির্বাচন করতে পারেন: সভার কার্যবিবরণীতে নিয়মিত সভাপতির অনুপস্থিতির কারণ যথাযথভাবে রেকর্ড করতে হবে।	✓		এমন কোন বিষয় নেই
১.৫	**শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি পরিচালকমন্ডলীর প্রতিবেদন**			
১.৫ (i)	শিল্প কারখানায় শিল্প সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও সম্ভাব্য ভবিষ্যত উন্নয়ন;	✓		
১.৫ (ii)	খাতওয়ারী বা পণ্যওয়ারী সাফল্য;	✓		
১.৫ (iii)	ঝুঁকি ও উদ্বেগ সৃষ্টিকারী বিষয়সমূহ ও অভ্যন্তরীণ এবং বহিস্থ ঝুঁকি নিরামকসমূহ, কোম্পানির দীর্ঘস্থায়ীত্বের প্রতি কোন হুমকি এবং পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব, যদি তেমন কোন কিছু থাকে;	✓		
১.৫ (iv)	ক্রীতপণ্যের ব্যয়, মোট মুনাফা ও প্রকৃত মুনাফার উপর পর্যালোচনা;	✓		
১.৫ (v)	অসাধারণ কোন লাভ বা ক্ষতি থাকা সংক্রান্ত আলোচনা কার্যক্রমসমূহ এবং এগুলো হতে উদ্ভুত পরিস্থিতিসমূহ (মুনাফা বা ক্ষতি);	✓		কোন বিশেষ কার্যক্রম ছিল না
১.৫ (vi)	সংশ্লিষ্ট পার্টি লেনদেনের বিষয়ে একটি বিস্তারিত আলোচনা এবং এর সাথে লেনদেনের পরিমাণ, সংশ্লিষ্ট পার্টির প্রকৃতি, লেনদেনের প্রকৃতি এবং সকল সংশ্লিষ্ট পার্টি লেনদেনের ক্ষেত্রে লেনদেনের ভিত্তি সংক্রান্ত একটি বিবরণ;	✓		
১.৫ (vii)	পাবলিক ইস্যুসমূহ, রাইট সংক্রান্ত ইস্যুসমূহ এবং/অথবা যেকোন দলিলাদির মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ কাজে লাগানো;	✓		এমন কোন বিষয় নেই
১.৫ (viii)	কোম্পানি কর্তৃক প্রাথমিক পাবলিক অফারিং (আইপিও), পুনঃআবর্তিত পাবলিক অফারিং (আরপিও), রাইটস অফার, সরাসরি তালিকাভুক্তকরণ, ইত্যাদি প্রক্রিয়া গ্রহণের পর আর্থিক ফলাফলের অবনতি ঘটলে সেখানে ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে;	✓		এমন কোন বিষয় নেই
১.৫ (ix)	যদি ত্রৈমাসিক আর্থিক বিবরণী ও বাৎসরিক আর্থিক বিবরণীতে উল্লেখযোগ্য মাত্রার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় সেক্ষেত্রে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রদানে ব্যাখ্যা প্রদান করবেন;	✓		এমন কোন বিষয় নেই
১.৫ (x)	স্বতন্ত্র পরিচালকগণসহ সকল পরিচালকের সম্মানী দত্তের বিবরণ;	✓		
১.৫ (xi)	শেয়ার বাজারকাজতারী কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণীতে কোম্পানির কার্যক্রমের অবস্থা, এর কার্যক্রমের ফলাফল, নগদ অর্থ প্রবাহ এবং ইক্যুইটির পরিবর্তন সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপন করতে হবে;	✓		
১.৫ (xii)	শেয়ার বাজারকাজতারী কোম্পানি কর্তৃক হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত যথাযথ বহি সংরক্ষিত হয়ে আসছে;	✓		
১.৫ (xiii)	আর্থিক বিবরণী প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে সর্বদা যথাযথ হিসাবরক্ষণ নীতিমালা প্রয়োগ করা হয়েছে এবং হিসাব সংক্রান্ত প্রাক্কলনসমূহ যৌক্তিক এবং বিচক্ষণ বিবেচনার ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে;	✓		
১.৫ (xiv)	আর্থিক বিবরণী সমূহ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে ইন্টারন্যাশনাল একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস/বাংলাদেশ একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস/ইন্টারন্যাশনাল ফাইনানসিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস/বাংলাদেশ ফাইনানসিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, অনুসরণ করা হয়েছে এবং, যেসব ক্ষেত্রে এসব বিধি অনুসরণ করা হয় নি তা পর্যাপ্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে;	✓		
১.৫ (xv)	অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সুষ্ঠু এবং তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন ও মনিটর করা হয়েছে;	✓		

শর্ত নং	শর্ত	পরিপালনীয় অবস্থা (✓) প্রতিপালিত	প্রতিপালিত নয়	মন্তব্য (যদি থাকে)
১.৫ (xvi)	প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে ভূমিকা পালনরত নিয়ন্ত্রণকারী শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক বা তাদের স্বার্থের অনুকূলে সংখ্যালঘু শেয়ারহোল্ডারগণ সুরক্ষিত হয়েছেন এই মর্মে একটি বিবৃতি এবং এ সংক্রান্ত সমস্যা সুরাহা করার লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;	✓		
১.৫ (xvii)	একটি চালু প্রতিষ্ঠান হিসেবে কোম্পানির যোগ্যতা নিয়ে উল্লেখ করার মত কোন সন্দেহ থাকতে পারবে না। যদি কোম্পানি চলমান প্রতিষ্ঠান হিসেবে যোগ্য বিবেচিত না হয়, তবে সেক্ষেত্রে কারণসহ উক্ত তথ্য প্রকাশ করতে হবে;	✓		
১.৫ (xviii)	কোম্পনীর কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ফলাফলে বিগত বছরের তুলনায় উল্লেখযোগ্য বিচ্যুতি থাকলে তা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে এবং তার কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে;	✓		
১.৫ (xix)	ন্যূনতম বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ও আর্থিক তথ্যাদি সারাংশ আকারে উপস্থাপন করতে হবে;	✓		
১.৫ (xx)	চলতি বছর লভ্যাংশ ঘোষণা না করা হলে তার কারণ দর্শাতে হবে (নগদ অর্থ অথবা স্টক);	✓		
১.৫ (xxi)	অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ হিসেবে কোন বোনাস শেয়ার অথবা স্টক লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়নি বা হবে না মর্মে পরিচালকমন্ডলীর বিবৃতি;	✓		
১.৫ (xxii)	বছরে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভা সমূহের সংখ্যা ও সভায় প্রত্যেক পরিচালকের উপস্থিতির তথ্য প্রকাশ করতে হবে;	✓		
১.৫ (xxiii)	শেয়ারহোল্ডিংয়ের প্যাটার্নের উপর একটি প্রতিবেদন যা মোট সংখ্যার শেয়ারগুলি প্রকাশ করে (নীচে বর্ণিত নাম অনুসারে বিশদসহ):	✓		
১.৫ (xxiii) (ক)	মূল/অধীনস্থ/সহযোগী কোম্পানিসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষসমূহ (নাম অনুযায়ী বিস্তারিত তথ্য):	✓		
১.৫ (xxiii) (খ)	পরিচালকগণ, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, কোম্পানি সচিব, চিফ ফাইনান্সিয়াল অফিসার, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের প্রধান এবং তাদের স্বামী/স্ত্রী এবং সন্তানাদি (নাম অনুযায়ী বিস্তারিত তথ্য);	✓		
১.৫ (xxiii) (গ)	নির্বাহী কর্মকর্তাগণ;	✓		
১.৫ (xxiii) (ঘ)	যেসব শেয়ারগোল্ডারগণ শতকরা ১০ ভাগ (১০%) বা তারও বেশি শেয়ারের অধিকারী এবং কোম্পানিতে ভোট প্রদানে অধিক আগ্রহী (নাম অনুযায়ী বিস্তারিত তথ্য)	✓		
১.৫ (xxiv) (ক)	পরিচালকের একটি সংক্ষিপ্ত জীবন-বৃত্তান্ত;	✓		
১.৫ (xxiv) (খ)	কার্যক্রমে যে বিশেষ ক্ষেত্রগুলোতে তিনি দক্ষ সেগুলোর প্রকৃতি;	✓		
১.৫ (xxiv) (গ)	উক্ত ব্যক্তি যেসকল কোম্পানিতে পরিচালকের পদে আসীন ও পরিচালনা পরিষদের সদস্য পদ অধিকার করে আছেন;	✓		
১.৫ (xxv) (ক)	আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতের জন্য একাউন্টিং নীতিমালা ও আনুমানিক ধারণা;	✓		
১.৫ (xxv) (খ)	একাউন্টিং নীতিমালা ও আনুমানিক ধারণার ক্ষেত্রে পরিবর্তন, যদি থাকে এবং এক্ষেত্রে আর্থিক সাফল্য বা ফলাফলসমূহ এবং আর্থিক অবস্থানের পাশাপাশি নগদ অর্থ প্রবাহের উপর এধরনের পরিবর্তন যে প্রভাব রেখেছে তা চূড়ান্ত সংখ্যায় বর্ণনা করা;	✓		
১.৫ (xxv) (গ)	আর্থিক কর্মদক্ষতা বা ফলাফল এবং আর্থিক অবস্থানের তুলনামূলক বিশ্লেষণ এবং তাৎক্ষণিক পূর্ববর্তী পাঁচ বছরের সাথে বর্তমান আর্থিক বছরের জন্য নগদ প্রবাহের কারণ ব্যাখ্যা করা;	✓		
১.৫ (xxv) (ঘ)	আর্থিক কর্মদক্ষতা বা ফলাফল এবং আর্থিক অবস্থানের পাশাপাশি সমকক্ষ শিল্প দৃশ্যকল্পের সঙ্গে নগদ প্রবাহ তুলনা করা;	✓		
১.৫ (xxv) (ঙ)	সংক্ষিপ্তভাবে দেশের এবং বিশ্বব্যাপী আর্থিক ও অর্থনৈতিক দৃশ্যকল্প তুলে ধরা;	✓		
১.৫ (xxv) (চ)	ঝুঁকি এবং আর্থিক বিবৃতি সম্পর্কিত কোম্পানির ঝুঁকি এবং উদ্বেগ পরিকল্পনা ব্যাখ্যা সংক্রান্ত সমস্যার বিবরণ: এবং	✓		
১.৫ (xxv) (ছ)	ভবিষ্যত পরিকল্পনা বা অভিক্ষেপ বা কোম্পানির অপারেশনের জন্য পূর্বাভাস, কর্মদক্ষতা এবং আর্থিক অবস্থানের সঙ্গে সমর্থন ও শেয়ারহোল্ডরগণের প্রকৃত অবস্থান পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) ব্যাখ্যা করা হবে।	✓		
১.৫ (xxvi)	শর্ত নং ৩(৩) এর অধীনে প্রয়োজনীয় সিইও এবং সিএফও কর্তৃক ঘোষণা বা সার্টিফিকেশন পরিশিষ্ট -এ অনুযায়ী প্রকাশ করা; এবং	✓		
১.৫ (xxvii)	পরিশিষ্ট বি এবং পরিশিষ্ট সি অনুযায়ী শর্ত নং ৯ এর আওতায় এই প্রতিবেদনের পাশাপাশি এই বিধির শর্তাবলীসমূহ পরিপালনের সনদ প্রকাশ করতে হবে;	✓		
১.৬	বোর্ডের পরিচালকবৃন্দের সভা			
	ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড সেক্রেটারিজ অব বাংলাদেশ (আইসিএসবি) কর্তৃক গৃহীত সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস (বিএসএস) সংক্রান্ত বিধিমালার আলোকে এবং এই বিধিসমূহ উক্ত আইনের শর্তসমূহের সাথে অসংগতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে লিন্ডে কোম্পানি বোর্ড সভাসমূহের আয়োজন করবে এবং সভাসমূহের কার্যবিবরণীসমূহের রেকর্ড সংরক্ষণ করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় বই ও রেকর্ড বইও সংরক্ষণ করতে হবে;	✓		
১.৭	**পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান, অন্যান্য বোর্ড সদস্য ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাদের আচরণ বিধি**			
১.৭ (ক)	পরিচালকমন্ডলী মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটির (এনআরসি) সুপারিশের উপর ভিত্তি করে ৬নং শর্ত অনুযায়ী পরিচালকমন্ডলীর সভাপতি, অন্যান্য বোর্ড সদস্য এবং কোম্পানির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) এর জন্য একটি আচরণবিধি প্রণয়ন করবেন;			উল্লিখিত ৬.৪ "এনআরসি সভা"-এর ধারা অনুযায়ী

শর্ত নং	শর্ত	পরিপালনীয় অবস্থা (✓) প্রতিপালিত	প্রতিপালিত নয়	মন্তব্য (যদি থাকে)
১.৭ (খ)	এনআরসি কর্তৃক নির্ধারিত আচরণবিধি কোম্পানির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে এবং উক্ত বিধিতে অন্যান্য বিষয়াদির সাথে আরো যে বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করতে হবে তা হলো– বিচক্ষণ আচরণ ও ব্যবহার; গোপনীয়তা রক্ষা করা; স্বার্থের দ্বন্দ; আইন, বিধিবিধান ও প্রবিধানসমূহ পরিপালন; ইনসাইডার ট্রেডিং নিষিদ্ধকরণ; পরিবেশ, কর্মকর্তা-কর্মচারী, গ্রাহকবৃন্দ এবং সরবরাহকারীগণের সাথে সম্পর্ক; এবং স্বাধীনতা।			উল্লিখিত ৬.৪ "এনআরসি সভা"-এর ধারা অনুযায়ী
২	**সাবসিডিয়ারি কোম্পানির পরিচালক বোর্ডের শাসন**			
২ (ক)	হোল্ডিং কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর গঠন সংক্রান্ত বিধিবিধানসমূহ সাবসিডিয়ারি কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর গঠনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে;	✓		
২ (খ)	হোল্ডিং কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর অন্তত ১ (এক) জন স্বতন্ত্র পরিচালক সাবসিডিয়ারি কোম্পানির পরিচালকমন্ডলীর একজন পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন;	✓		
২ (গ)	সাবসিডিয়ারি কোম্পানির বোর্ডসভার কার্যবিবরণীসমূহ হোল্ডিং কোম্পানির পরবর্তী বোর্ড সভায় পর্যালোচনার জন্য উপস্থাপন করতে হবে;	✓		
২ (ঘ)	হোল্ডিং কোম্পানির নিজস্ব বোর্ড সভার কার্যবিবরণীতে এই মর্মে উল্লেখ থাকতে হবে যে তারা সাবসিডিয়ারি কোম্পানির কার্যক্রমও পর্যালোচনা করেছেন;	✓		
২ (ঙ)	হোল্ডিং কোম্পানির অডিট কমিটি সাবসিডিয়ারি কোম্পানির আর্থিক বিবরণীসমূহ, বিশেষ করে উক্ত সাবসিডিয়ারি কর্তৃক সম্পাদিত বিনিয়োগসমূহ পর্যালোচনা করবে;	✓		
৩	**ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও), চীফ ফাইনিয়ান্সিয়াল অফিসার (সিএফও), অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও সম্মতি (এইচআইএসি) ও কোম্পানির সচিব প্রধান (সিএস)**			
৩.১	**নিয়োগদান**			
৩.১ (ক)	বোর্ড একটি ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, কোম্পানির সচিব, চীফ ফাইনান্সিয়াল অফিসার এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও সম্মতির প্রধান নিয়োগ করবে;	✓		
৩.১ (খ)	ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, কোম্পানি সচিব, প্রধান আর্থিক কর্মকর্তা এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও সম্মতি প্রধান পদে বিভিন্ন ব্যক্তি দ্বারা পূরণ করা হবে;	✓		
৩.১ (গ)	তালিকাভুক্ত কোম্পানির এমডি বা সিইও, সিএস, সিএফও এবং এইচআইএসি একই সময়ে অন্য কোনও সংস্থার কোনও কার্যনির্বাহী হিসেবে কর্মরত থাকবে না;	✓		
৩.১ (ঘ)	বোড স্পষ্টভাবে সিএফও, এইচআইএসি এবং সিএস সম্পর্কিত ভূমিকা, দায়িত্ব এবং কর্তব্য নির্ধারণ করবে;	✓		
৩.১ (ঙ)	এমডি বা সিইও, সিএস, সিএফও এবং এইচআইএসি বোর্ডের ও কমিশন এবং স্টক এক্সচেঞ্জ অনুমোদন ছাড়া তাদের অবস্থান থেকে সরিয়ে ফেলা হবে না;	✓		এমন কোন বিষয় নেই
৩.২	**বোর্ড পরিচালনা পর্ষদের সভাপতিত্বের আবশ্যিক শর্ত**			
	কোম্পানির এমডি বা সিইও, সিএস, সিএফও এবং এইচআইএসি বোর্ডের সভায় উপস্থিত থাকতে হবে। তবে শর্ত থাকে যে, সিএস, সিএফও এবং/অথবা এইচআইএসি বোর্ডের সভায় এই অংশে অংশগ্রহণ করবে না, যার মধ্যে ব্যক্তিগত বিষয়গুলি সাথে সম্পর্কিত এজেন্ডা আইটেম বিবেচনা করা হবে;	✓		
৩.৩	**ম্যানেজিং ডাইরেক্টর (এমডি) বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং প্রধান আর্থিক কর্মকর্তাগণের দায়িত্বসমূহ;**	✓		
৩.৩ (ক) (i)	এই বিবৃতিগুলিতে কোনও বস্তুগত অসত্য বিবৃতি বা কোনও উপাদানগত তথ্য বাদ দেওয়া বা বিভ্রান্তিকর বিবৃতি থাকতে পারে না;	✓		
৩.৩ (ক) (ii)	এই বিবৃতিগুলিতে একসাথে কোম্পানির বিষয়ে একটি সত্য এবং ন্যায্য উপস্থাপন এবং বিদ্যমান একাউন্টিং মান এবং প্রযোজ্য আইন মেনে চলছে;	✓		
৩.৩ (খ)	এমডি বা সিইও এবং সিএফও আরোও প্রত্যয়িত করবে যে তাদের জানা মতে, কোম্পানির বোর্ড এবং এর সদস্যদের দ্বারা এবছরে কোডের আলোকে কোন প্রকার কোম্পানির লেনদেনে জালিয়াতি, অবৈধ বা অনিয়ম সংঘটিত হয়নি।	✓		
৩.৩ (গ)	এমডি অথবা সিইও এবং সিএফও এর প্রত্যয়নপত্র বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হবে;	✓		
৪	**পরিচালনা বোর্ডের কমিটি**			
৪ (i)	অডিট কমিটি; এবং	✓		
৪ (ii)	মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি;	✓		
৫	**অডিট কমিটি**			
৫ (১)	**পরিচালনা বোর্ডের দায়িত্ব**			
৫ (১) (ক)	অডিট কমিটি পরিচালকমন্ডলীর একটি উপ-কমিটি হিসেবে কোম্পানির একটি থাকতে হবে;	✓		
৫ (১) (খ)	আর্থিক বিবরণীসমূহ সঠিক ও স্বচ্ছভাবে কোম্পানির সার্বিক অবস্থার চিত্র তুলে ধরা এবং ব্যবসায়িক কর্মকান্ডের মাঝে একটি উত্তম মনিটরিং পদ্ধতি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অডিট কমিটি পরিচালকমন্ডলীকে সহযোগিতা করবেন;	✓		
৫ (১) (গ)	অডিট কমিটি পরিচালকমন্ডলীর নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন; অডিট কমিটির দায়িত্বসমূহের সুস্পষ্টভাবে লিখিত আকারে থাকতে হবে।	✓		

শর্ত নং	শর্ত	পরিপালনীয় অবস্থা (✓) প্রতিপালিত	প্রতিপালিত নয়	মন্তব্য (যদি থাকে)
৫.২	**অডিট কমিটির গঠনতন্ত্র**			
৫.২ (ক)	সর্বনিম্ন ৩ (তিন) সদস্যের সমন্বয়ে অডিট কমিটি গঠন করতে হবে;	✓		
৫.২ (খ)	পরিচালকমন্ডলী অডিট কমিটির সদস্যবৃন্দ নিয়োগ করবেন; কোম্পানির অনির্বাহী পরিচালকগণ উক্ত কমিটির সদস্য হবেন এবং এক্ষেত্রে পরিচালকমন্ডলীর সভাপতি হবেন ব্যতিক্রম এবং উক্ত কমিটিতে ন্যূনতম ১ (এক) জন স্বতন্ত্র পরিচালক থাকবেন;	✓		
৫.২ (গ)	অডিট কমিটির সকল সদস্যকে আর্থিক বিষয়ে প্রজ্ঞ হতে হবে এবং ন্যূনতম ১ (এক) জন সদস্যের হিসাবরক্ষণ অথবা সংশ্লিষ্ট আর্থিক ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞতা অথবা এ ধরনের ১০ (দশ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে;	✓		
৫.২ (ঘ)	যখন কমিটির সদস্যগণের দায়িত্বের মেয়াদকাল সমাপ্ত হবে অথবা কোন সদস্য তার দায়িত্বের মেয়াদকাল সমাপ্তির পূর্বেই দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হয়ে পড়ার মত পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে এবং এরূপ পরিস্থিতির ফলে যদি কমিটির জন্য প্রয়োজনীয় সদস্য সংখ্যা ৩ (তিন) অপেক্ষা হ্রাস পায়, সেক্ষেত্রে পরিচালকমন্ডলী অডিট কমিটির কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নিমিত্তে শূন্যপদ (গুলো) পূরণ করার জন্য পদ শূন্য হওয়ার ১ (এক) মাসের মধ্যে নতুন সদস্য নিয়োগ প্রদান করবেন;	✓		
৫.২ (ঙ)	কোম্পানি সেক্রেটারী কমিটির সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন;	✓		
৫.২ (চ)	ন্যূনতম ১ (এক) জন স্বতন্ত্র পরিচালক ব্যতীত অডিট কমিটির সভায় কোরাম গঠিত হবে না;	✓		
৫.৩	**অডিট কমিটির চেয়ারম্যান**			
৫.৩ (ক)	পরিচালকমন্ডলী অডিট কমিটির একজন সদস্যকে অডিট কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে বাছাই করবেন, এবং উক্ত ব্যক্তিকে একজন স্বতন্ত্র পরিচালক হতে হবে;	✓		
৫.৩ (খ)	কোন একটি নির্দিষ্ট সভায় অডিট কমিটির সভাপতির অনুপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাকী সদস্যগণ তাদের মাঝ থেকে একজনকে উক্ত বিশেষ সভার জন্য সভাপতি হিসেবে নির্বাচন করতে পারেন; এক্ষেত্রে ৫.৪ (বি) নং শর্তের আওতায় কোরাম গঠনের কোন সমস্যা থাকবে না এবং সভার কার্যবিবরণীতে নিয়মিত সভাপতির অনুপস্থিতির কারণ যথাযথভাবে রেকর্ড করতে হবে;	✓		এমন কোন বিষয় নেই
৫.৩ (গ)	অডিট কমিটির চেয়ারম্যান বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকবেন; এই শর্তে যে অডিট কমিটির সভাপতির অনুপস্থিতিতে অডিট কমিটির যেকোন ১ (এক) জন সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) উপস্থিত থাকার জন্য নির্বাচিত করতে হবে এবং বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণীতে অডিট কমিটির সভাপতির অনুপস্থিতির কারণ যথাযথভাবে রেকর্ড করতে হবে;	✓		
৫.৪	**অডিট কমিটির সভা**			
৫.৪ (ক)	অডিট কমিটি একটি আর্থিক বছরে অন্তত চারটি সভা পরিচালনা করবে; তবে শর্ত থাকে যে, নিয়মিত বৈঠকের পাশাপাশি কোনও জরুরী বৈঠক কমিটির সদস্যের অনুরোধে আহ্বান করা যেতে পারে;	✓		
৫.৪ (খ)	অডিট কমিটির দুইজন সদস্য অথবা উক্ত কমিটির সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমন্বয়ে, এক্ষেত্রে যেটি বেশি হয়, অডিট কমিটির সভার কোরাম গঠন করতে হবে এবং উক্ত কোরামে একজন স্বতন্ত্র পরিচালকের উপস্থিতি অত্যাবশ্যক;	✓		
৫.৫	**অডিট কমিটির ভূমিকা**			
৫.৫ (ক)	আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত প্রক্রিয়া তদারক করতে হবে;	✓		
৫.৫ (খ)	হিসাবরক্ষণ নীতিমালাসমূহ ও পদ্ধতিসমূহ অনুসরণ মনিটর করতে হবে;	✓		
৫.৫ (গ)	অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া মনিটর করতে হবে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও কমপ্লায়েন্স প্ল্যান এবং কমপ্লায়েন্স প্ল্যান কর্তৃক অনুমোদন এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কমপ্লায়েন্স প্রতিবেদন পর্যালোচনাসহ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও কমপ্লায়েন্স প্রক্রিয়া পর্যাপ্তভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উক্ত নিরীক্ষা ও প্রক্রিয়া মনিটর করা;	✓		
৫.৫ (ঘ)	বহিঃস্থ নিয়ন্ত্রকগণকে আনয়ন প্রক্রিয়া ও তাঁদের দক্ষতা তদারক করতে হবে;	✓		
৫.৫ (ঙ)	অনুমোদন বা গ্রহণযোগ্যতা লাভের জন্য পরিচালকমন্ডলীর নিকট উপস্থাপন করার পূর্বে বার্ষিক আর্থিক বিবরণীসমূহ পর্যালোচনার জন্য বহিস্থ বা বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের সাথে সভায় মিলিত হওয়া;	✓		
৫.৫ (চ)	বার্ষিক আর্থিক বিবরণীসমূহ বোর্ডের নিকট অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের পূর্বে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে মিলিতভাবে তা পর্যালোচনা করতে হবে;	✓		
৫.৫ (ছ)	ত্রৈমাসিক ও ষান্মাষিক আর্থিক বিবরণীসমূহ বোর্ডের নিকট অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের পূর্বে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে মিলিতভাবে তা পর্যালোচনা করতে হবে;	✓		
৫.৫ (জ)	অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রমের পর্যাপ্ততা পর্যালোচনা করতে হবে;	✓		
৫.৫ (ঝ)	বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশের পূর্বে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের আলোচনা ও বিশ্লেষণ পর্যালোচনা করা;	✓		
৫.৫ (ঞ)	ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত ব্যবসায়িক পক্ষসমূহের সাথে উল্লেখযোগ্য লেনদেন সম্পর্কিত বিবরণী পর্যালোচনা করতে হবে;	✓		
৫.৫ (ট)	ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রেরিত পত্র/বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ কর্তৃক ইস্যুকৃত/অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষেত্রে দুর্বলতা বিষয়ক পত্র পর্যালোচনা করতে হবে;	✓		
৫.৫ (ঠ)	পরিধি ও গুরুত্ব, প্রয়োগকৃত দক্ষতার মাত্রা এবং কার্যকর নিরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের ভিত্তিতে নিরীক্ষা ফি নির্ধারণের বিষয়টি তদারকি করা এবং বহিস্থ নিরীক্ষকগণের দক্ষতা মূল্যায়ন করা; এবং	✓		

শর্ত নং	শর্ত	পরিপালনীয় অবস্থা (✓) প্রতিপালিত	প্রতিপালিত নয়	মন্তব্য (যদি থাকে)
৫.৫ (ড)	প্রাথমিক পাবলিক অফারিং (আইপিও) বা পুনঃআবর্তিত পাবলিক অফারিং (আরপিও) বা রাইটস শেয়ার অফারের মাধ্যমে উত্থাপিত আয়গুলি কমিশনের অনুমোদিত প্রস্তাব নথি বা প্রসপেক্টাসে বর্ণিত উদ্দেশ্য অনুযায়ী ব্যবহার করা হয়েছে কিনা তা তথ্যাবধান করবে: কোম্পানি প্রধান প্রধান খাত (মূলধনী ব্যয়, বিক্রয় ও বাজারজাতকরণ ব্যয়, চলতি মূলধন, ইত্যাদি) অনুসারে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে উক্ত তহবিল ব্যবহার/কাজে লাগানো সংক্রান্ত তথ্যাবলী ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ আর্থিক ফলাফলে ত্রৈমাসিক ঘোষণা হিসেবে অডিট কমিটির নিকট প্রকাশ করবে: উপরোক্ত, অডিট কমিটির মন্তব্যসমূহের পাশাপাশি বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশ করার জন্য প্রস্তাবনা পত্রে/প্রসপেক্টাসে যেভাবে বিবৃত হয়েছে, তা বহির্ভূত অন্যান্য বিভিন্ন ব্যবহারের উদ্দেশ্যে বার্ষিক ভিত্তিতে কোম্পানি একটি তহবিল বিবরণী প্রস্তুত করবে।	✓		এমন কোন বিষয় নেই
৫.৬	**অডিট কমিটির প্রতিবেদন**			
৫.৬ (ক)	**বোর্ডের পরিচালকমন্ডলীর প্রতি বিবৃতি**			
৫.৬ (ক) (i)	অডিট কমিটি পরিচালকমন্ডলীর নিকট তাদের কর্মকান্ডের উপর প্রতিবেদন উপস্থাপন করবে;	✓		
৫.৬ (ক) (ii) (ক)	পরিচালকমন্ডলীর নিকট স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিরোধের ব্যাপারে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে;	✓		এমন কোন বিষয় এ বছরে চিহ্নিত করা হয় নি
৫.৬ (ক) (ii) (খ)	অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় কোন সন্দেহজনক বা ধারণা নির্ভর জালিয়াতি বা অনিয়ম অথবা উল্লেখযোগ্য ত্রুটি;	✓		
৫.৬ (ক) (ii) (গ)	নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও নিয়মকানুনসহ কোন আইনের সন্দেহজনক লংঘন;	✓		
৫.৬ (ক) (ii) (ঘ)	পরিচালকমন্ডলীর নিকট তাৎক্ষণিকভাবে প্রকাশ করতে হবে এমন যে কোন বিষয়;	✓		
৫.৬ (খ)	**কর্তৃপক্ষের প্রতি বিবৃতি**			
	অডিট কমিটি যদি আর্থিক অবস্থা এবং কার্যক্রম পরিচালনাজনিত ফলাফলের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে এমন কোন বিষয়ে পরিচালকমন্ডলীর নিকট প্রতিবেদন পেশ করে থাকেন এবং এক্ষেত্রে সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন রয়েছে মর্মে পরিচালকমন্ডলী ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করেন এবং উক্ত অডিট কমিটি যদি লক্ষ্য করেন যে এ ধরনের সংশোধনমূলক পদক্ষেপ অযৌক্তিকভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে অডিট কমিটি উক্ত ব্যাপারটি পরিচালকমন্ডলীর নিকট তিনবার রিপোর্ট করা অথবা পরিচালকমন্ডলীর নিকট প্রথমবার রিপোর্ট করার তারিখ হতে ছয় মাস অতিক্রান্ত হওয়া পর্যন্ত, এক্ষেত্রে যেটি আগে হয়, উক্ত বিষয়ে কমিশনের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করবেন;	✓		এমন কোন বিষয় এ বছরে চিহ্নিত করা হয় নি
৫.৭	**শেয়ারহোল্ডরগণ ও সাধারণ বিনিয়োগকারীদের প্রতি বিবৃতি**			
	৫.৬ (এ) (২) নং শর্তের অধীন পরিচালকমন্ডলীর নিকট উপস্থাপনের লক্ষ্যে আলোচ্য বছরে প্রস্তুতকৃত রিপোর্টসহ অডিট কমিটির কর্মকান্ড সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদনসমূহ অডিট কমিটির চেয়ারম্যান কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে এবং কোম্পানির বার্ষিক প্রতিবেদনে তা প্রকাশ করতে হবে;	✓		
৬	**মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি (এনআরসি)**			
৬.১	**পরিচালক বোর্ডের দায়িত্বসমূহ**			
৬.১ (ক)	পরিচালকমন্ডলীর একটি উপ-কমিটি হিসেবে মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি (এনআরসি) কোম্পানিতে থাকতে হবে;	✓		
৬.১ (খ)	পরিচালক ও সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহী কর্মকর্তাগণের যোগ্যতা, ইতিবাচক দিকসমূহ, অভিজ্ঞতা ও স্বাধীনতা নির্ধারণের জন্য মনোনয়নের মানদন্ড বা নীতিমালার পাশাপাশি পরিচালক ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের নির্বাহী কর্মকর্তাদের সম্মানীর বিষয়টি বিবেচনার আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে এনআরসি পরিচালকমণ্ডলীকে সহায়তা করে থাকে;	✓		
৬.১ (গ)	শর্ত নং ৬ (৫) (বি) এ উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহ বিবেচনায় এনে এনআরসি এর টার্মস অব রেফারেন্স (টিওআর) সুস্পস্টভাবে নির্ধারণ করতে হবে;	✓		
৬.২	**মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটির গঠনতন্ত্র**			
৬.২ (ক)	এনআরসি ন্যূনতম তিনজন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে এবং এর মধ্যে একজন হবেন স্বতন্ত্র পরিচালক;	✓		
৬.২ (খ)	কমিটির সকল সদস্য হবেন অনির্বাহী পরিচালক;	✓		
৬.২ (গ)	কমিটির সদস্যবৃন্দ পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক মনোনীত ও নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন;	✓		
৬.২ (ঘ)	কমিটির যে কোন সদস্যকে অপসারণ ও নিয়োগ দেওয়ার ক্ষমতা পরিচালকমন্ডলীর নিকট ন্যস্ত থাকবে;	✓		
৬.২ (ঙ)	কমিটির কোন সদস্যের মৃত্যু, পদত্যাগ, অযোগ্যতা বা অপসারণ অথবা অন্য কোন কারণে পদ শূন্য হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পরিচালকমন্ডলী উক্ত কমিটিতে এই ধরনের শূন্য পদ সৃষ্টি হওয়ার পর হতে ১৮০ (একশত আশি) দিবসের মধ্যে উক্ত শূন্য পদ পূরণ করবেন;	✓		এমন কোন বিষয় নেই
৬.২ (চ)	কমিটির সভাপতি কোন বহিঃস্থ এক্সপার্ট এবং/অথবা স্টাফের কোন সদস্য(বৃন্দ)-কে পরামর্শক হিসেবে নিয়োগ অথবা বাছাই করতে পারেন এবং উক্ত পরামর্শক একজন নন-ভোটিং সদস্য হবেন, যদি সভাপতি এমনটি অনুভব করেন যে এ ধরনের বহিঃস্থ এক্সপার্ট এবং/অথবা স্টাফ সদস্য(বৃন্দ)-এর উপদেশ বা পরামর্শ কমিটির জন্য আবশ্যক অথবা মূল্যবান;	✓		এমন কোন বিষয় নেই

শর্ত নং	শর্ত	পরিপালনীয় অবস্থা (✓) প্রতিপালিত	প্রতিপালিত নয়	মন্তব্য (যদি থাকে)
৬.২ (ছ)	কোম্পানি সেক্রেটারী কমিটির সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন;	✓		
৬.২ (জ)	ন্যূনতম একজন স্বতন্ত্র পরিচালকের উপস্থিতি ব্যতীত এনআরসি এর সভার কোরাম গঠিত হবে না;			উল্লিখিত ৬.৪ "এনআরসি সভা"-এর ধারা অনুযায়ী
৬.২ (ঝ)	এনআরসি এর কোন সদস্য কোম্পানির নিকট হতে পরিচালকদের জন্য নির্ধারিত ফি বা সম্মানী ব্যতীত কোন উপদেষ্টা বা পরামর্শক হিসেবে অথবা অন্য কোন ভূমিকার জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে পারবেন না;			উল্লিখিত ৬.৪ "এনআরসি সভা"-এর ধারা অনুযায়ী
৬.৩	**মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটির চেয়ারপারসন**			
৬.৩ (ক)	পরিচালকমন্ডলী কমিটির সভাপতি হিসেবে এনআরসি এর ১ (এক) জন সদস্য বাছাই করবেন এবং তিনি হবেন একজন স্বতন্ত্র পরিচালক;	✓		
৬.৩ (খ)	কোন একটি নির্দিষ্ট সভায় এনআরসি সভাপতির অনুপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাকী সদস্যগণ তাদের মাঝ থেকে একজনকে উক্ত বিশেষ সভার জন্য সভাপতি হিসেবে নির্বাচন করতে পারবেন, সভার কার্যবিবরণীতে নিয়মিত সভাপতির অনুপস্থিতির কারণ যথাযথভাবে রেকর্ড করতে হবে;			উল্লিখিত ৬.৪ "এনআরসি সভা"-এর ধারা অনুযায়ী
৬.৩ (গ)	শেয়ারহোল্ডারগণের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদানের লক্ষে এনআরসি এর সভাপতি বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) যোগদান করবেন; এই শর্তে যে এনআরসি সভাপতির অনুপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কোন একজন সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারগণের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার উত্তর প্রদানের লক্ষে উপস্থিত থাকবেন এবং বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণীতে এনআরসি সভাপতির অনুপস্থিতির কারন যথাযথভাবে রেকর্ড করতে হবে;			এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরে কোন এজিএম অনুষ্ঠিত না হওয়ায় বিজ্ঞপ্তিটি প্রযোজ্য নয়
৬.৪	**মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটির সভা**			
৬.৪ (ক)	এক আর্থিক বছরে এনআরসি ন্যূনতম একটি সভার আয়োজন করবে;			২০১৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর শেষ হওয়া বছরের মধ্যে এনআরসি এর কোনও সভা অনুষ্ঠিত হয়নি, কারণ বছরের মাঝামাঝি সময়ে নতুন কোড কার্যকর হয়েছিল এবং আর্থিক বছরের জন্য কোন সিদ্ধান্ত সরবরাহ করা হয়নি। সুতরাং, এনআরসি বৈঠকের শর্ত এবং তার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শর্তাদি ২০১৯-এ নতুন কোড প্রকাশের তারিখ থেকে শুরু হওয়া ১২ মাস আর্থিক বিবেচনায় পরিচালনা করার পরিকল্পনা করছে।
৬.৪ (খ)	এনআরসি এর সভাপতি যে কোন জরুরী সভা আহবান করতে পারবেন;			
৬.৪ (গ)	এনআরসির দুইজন সদস্য অথবা উক্ত কমিটির দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমন্বয়ে, এক্ষেত্রে যেটি বেশি হয়, এনআরসি সভার কোরাম গঠন করতে হবে এবং ৬(২)(এইচ) নং শর্তের আওতায় উক্ত কোরামে একজন স্বাধীন পরিচালকের উপস্থিতি অত্যাবশ্যক;			
৬.৪ (ঘ)	এনআরসি এর প্রতিটি সভার কার্যবিবরণীসমূহ যথাযথভাবে মিনিটস-এ রেকর্ড করতে হবে এবং পরবর্তী সভায় উক্ত তথ্যাদি নিশ্চিত করতে হবে;			
৬.৫	**এনআরসি এর ভূমিকা**			
৬.৫ (ক)	এনআরসি স্বাধীনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং পরিচালকমন্ডলী ও শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে ও জবাবদিহি করবে;	✓		
৬.৫ (খ) (i) (ক)	কোম্পানি সফলভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে যোগ্য পরিচালকগণকে আকৃষ্ট করা, কোম্পানিতে তাঁদের ধরে রাখা এবং প্রয়োজনীয় প্রণোদনা প্রদান করার লক্ষ্যে পারিশ্রমিকের মাত্রা ও গঠন যৌক্তিক ও পর্যাপ্ত হবে;	✓		
৬.৫ (খ) (i) (খ)	সাফল্যের সাথে পারিশ্রমিকের সম্পর্ক সুস্পষ্ট এবং তা যথাযথ দক্ষতার মানদন্ড পরিপূরণ করে; এবং	✓		
৬.৫ (খ) (i) (গ)	কোম্পানির কার্যক্রম ও এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য অনুকূল স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের আলোকে সংগতিপূর্ণ ফিক্সড ও প্রণোদনামূলক পারিশ্রমিকের মাঝে সমতা বজায় রেখে পরিচালকবৃন্দ ও উচ্চ পর্যায়ের নির্বাহী কর্মকর্তাদের পারিশ্রমিক নির্ধারণ করা হবে;	✓		
৬.৫ (খ) (ii)	বয়স, লিঙ্গ, অভিজ্ঞতা, নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও জাতীয়তার বিচারে বোর্ডের গঠনে বৈচিত্র আনয়ন সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করা;	✓		
৬.৫ (খ) (iii)	নির্ধারিত মনোনয়ন মানদন্ডের আলোকে যারা পরিচালক হওয়ার যোগ্য এবং যাদেরকে উচ্চ পর্যায়ে নির্বাহী পদে নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে সেসব ব্যক্তিকে চিহ্নিত করার পাশাপাশি তাঁদের নিয়োগ/ পুনঃনিয়োগ এবং অপসারণের বিষয়ে বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা;	✓		
৬.৫ (খ) (iv)	স্বতন্ত্র পরিচালকবৃন্দ ও বোর্ডের সাফল্য মূল্যায়ন করার মানদন্ড প্রনয়ন করা;	✓		
৬.৫ (খ) (v)	বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারি নিয়োগের ক্ষেত্রে কোম্পানির চাহিদা নিরূপণ করার পাশাপাশি তাদের বাছাই, ট্রান্সফার অথবা রিপ্লেসমেন্ট ও প্রমোশন সংক্রান্ত মাপকাঠি নির্ধারণ করা; এবং	✓		
৬.৫ (খ) (vi)	কোম্পানির মানবসম্পদ ও প্রশিক্ষণ নীতিমালাসমূহ প্রতি বছরান্তে প্রণয়ন, সুপারিশ ও পর্যালোচনা করা;	✓		

শর্ত নং	শর্ত	পরিপালনীয় অবস্থা (✓) প্রতিপালিত	প্রতিপালিত নয়	মন্তব্য (যদি থাকে)
৬.৫ (গ)	কোম্পানি এর বার্ষিক প্রতিবেদনে একনজরে আলোচ্য বছরে মনোনয়ন ও সম্মানী নীতিমালার পাশাপাশি এনআরসি এর মূল্যায়ন মানদন্ড ও কার্যক্রম উল্লেখ করবে;	✓		
৭	**বহিঃস্থ/বিধিসম্মত নিরীক্ষা**			
৭.১	ইস্যুকারী সংস্থাটি কোম্পানির নিম্নলিখিত পরিষেবাগুলি সম্পাদন করতে তার বহিরাগত বা বিধিবদ্ধ নিরীক্ষককে সংযুক্ত করবে না, যথা:-	✓		
৭.১ (i)	যাচাই বা মূল্যায়ন সেবাসমূহ অথবা কার্যক্রমের স্বচ্ছতা সংক্রান্ত মতামতসমূহ;	✓		
৭.১ (ii)	আর্থিক তথ্য ও ব্যবস্থা প্রণয়নে অসম্পৃক্ততা;	✓		
৭.১ (iii)	হিসাবরক্ষণ বা বুক কিপিং প্রক্রিয়ায় অসম্পৃক্ততা;	✓		
৭.১ (iv)	ব্রোকার-ডিলার সার্ভিস;	✓		
৭.১ (v)	একচুয়্যারিয়াল সার্ভিস;	✓		
৭.১ (vi)	অভ্যন্তরীণ ও আসাধারণ নিরীক্ষা কর্মকান্ড;	✓		
৭.১ (vii)	অডিট কমিটির অন্য যে কোন সেবা প্রদান;	✓		
৭.১ (viii)	কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা পরিপালনের জন্য প্রয়োজনীয় অডিট/সার্টিফিকেশন সেবা শর্ত নং ৯(১) এর অধীন; এবং	✓		
৭.১ (ix)	স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিরোধ সৃষ্টি করে এমন অন্য কোন সেবা;	✓		
৭.২	বহিঃস্থ নিরীক্ষা কোম্পানির অসম্পৃক্ততা অংশীদারগণ অথবা সেখানে কর্মরত ব্যক্তিগণ অন্ততপক্ষে তাদের কোম্পানি কর্তৃক নিরীক্ষা কর্মকান্ড চলাকালীন সময়ে নিরাক্ষাধীন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ধারণ করতে পারবেন না: এক্ষেত্রে শর্ত থাকে যে, স্বামী/স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতা, ভাই, বোন, জামাতা এবং পুত্রবধুগণও পরিবারের সদস্য হিসেবে বিবেচিত হবেন;	✓		
৭.৩	শেয়ারহোল্ডারদের প্রশ্নের উত্তর দিতে বহিরাগত বা সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক প্রতিনিধিগণ শেয়ারহোল্ডারদের (বার্ষিক সাধারণ সভা অথবা অসাধারণ বার্ষিক সভা) বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন।	✓		
৮	**কোম্পানি কর্তৃক ওয়েবসাইট বজায় রাখা**			
৮.১	কোম্পানির স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে সংযুক্ত একটি অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থাকবে।	✓		
৮.২	কোম্পানি তালিকাভুক্তির তারিখ থেকে কোম্পানি ওয়েবসাইট কার্যকরী করতে হবে।	✓		
৮.৩	সংশ্লিষ্ট স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্তি বিধিমালা অনুসারে কোম্পানি তার ওয়েবসাইটে বিস্তারিত ডিসক্লোজার প্রকাশ করতে হবে।	✓		
৯	**কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থার প্রতিবেদন এবং পরিপালন**			
৯.১	কমিশন কর্তৃক শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশনার শর্তসমূহ পরিপালনের ব্যাপারে কোম্পানি কোন সক্রিয় পেশাদার হিসাবরক্ষক/সচিবের (চাটার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট/কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট এ্যাকাউন্ট্যান্ট/চাটার্ড সেক্রেটারি) নিকট হতে সনদ অর্জন করবেন এবং তা বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে বাৎসরিক ভিত্তিতে শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট প্রেরণ করবেন।	✓		
৯.২	কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড অনুসারে সার্টিফিকেট সরবরাহকারী পেশাদারকে বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা নিযুক্ত করবেন।			৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ সালে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের এজিএম, বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশের আগেই অনুষ্ঠিত হওয়ায় এটি প্রযোজ্য নয়। তাই লিন্ডে এজিএম-এ পেশাদার নিয়োগ করতে পারেনি।
৯.৩	এই সংযুক্তি অনুযায়ী উপরোক্ত শর্তাবলী পরিপালন করেছে কি না সে বিষয়টি কোম্পানির পরিচালকগণ পরিচালমন্ডলীর প্রতিবেদনে বিবৃত করবেন।	✓		

কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা

সুষ্ঠু কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের ক্ষেত্রে মৌলিক ভূমিকা পালন করে। লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের পরিচালকমন্ডলী সুষ্ঠু কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থার নীতিসমূহ সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে বদ্ধপরিকর। পরিচালনা পর্ষদের ব্যবস্থাপনা ও তত্ত্বাবধান সবসময়ই জোরালো দায়িত্ববোধ দ্বারা পরিচালিত। পরিচালকমন্ডলী এই ক্ষেত্রে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখছেন এবং কোম্পানির জন্য যথোপযুক্ত ও সুফলদায়ক কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থার চর্চাসমূহ অনুসরণ করছেন। কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থার প্রধান উদ্দেশ্য হল সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের জন্য দীর্ঘস্থায়ী মূল্যবোধ সৃষ্টি করা। শেয়ারহোল্ডারগণের স্বার্থ রক্ষা, কোম্পানির সাথে যোগাযোগের সেতুবন্ধন রচনা করার ক্ষেত্রে পরিচালকমন্ডলীর সামর্থ্য এবং সুষ্ঠু হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা ব্যবস্থা এবং ঝুঁকি মোকাবিলা, সংবিধিবদ্ধ নিয়মকানুন ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ চর্চাসমূহের মাঝে নিবিড় ও কার্যকর সহযোগিতা তৈরি করার উপর ভিত্তি করেই সবসময় আমাদের সাফল্য রচিত হয়েছে।

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক প্রণীত কর্পোরেট পরিচালন বিধি অনুসরণ করে থাকে; এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন প্রজ্ঞাপন নং বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/২০৭/প্রশাঃ/৮০, তারিখ ৩রা জুন ২০১৮ দ্রষ্টব্য।

পরিচালনা পর্ষদের ভূমিকা

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর পরিচালনা পরিষদ কোম্পানির সার্বিক ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি এর সাধারণ ব্যবসায়িক কার্যক্রমসমূহ তদারকি করার দায়িত্বে নিয়োজিত। এই পরিষদ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্তসমূহ কোম্পানির সর্বোত্তম স্বার্থ রক্ষায় কাজ করে; কোম্পানির এ স্বার্থের মাঝে শেয়ারহোল্ডার, কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ, গ্রাহক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষসমূহের স্বার্থ সম্পৃক্ত রয়েছে। কোম্পানির সংঘবিধি ও সংঘ-স্মারকে উল্লিখিত বিধি-বিধান, কোম্পানি আইন ১৯৯৪, প্রাসঙ্গিক কার্যকর বিধি-বিধান, বিএসইসি-এর কর্পোরেট পরিচালনা বিধিসমূহ, এক্সচেঞ্জসমূহের লিস্টিং; অন্যান্য বিধি-বিধান, দেশে বিদ্যমান কর্পোরেট পর্যায়ের সর্বোত্তম চর্চাসমূহ এবং কোম্পানির প্রণীত আচরণবিধি অনুযায়ী পরিচালনা পর্ষদের দায়-দায়িত্বসমূহ নির্ধারিত ও সম্পাদিত হয়ে থাকে। লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের পরিচালনা পরিষদ ৮ (আট) জন সদস্য নিয়ে গঠিত; এদের মাঝে ২ (দুই) জন সদস্য স্বতন্ত্র পরিচালক, ১ (এক) জন সদস্য নির্বাহী পরিচালক, ১ (এক) জন আইসিবি মনোনীত পরিচালক এবং ৩ (তিন) জন মনোনীত পরিচালক। পরিচালনা পরিষদের সদস্যদের মাঝে রয়েছেন উচ্চ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ যারা পেশাগত ও শিক্ষাগত যোগ্যতায় ঋদ্ধ এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন ও সরকারি খাতের বিভিন্ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত থাকার অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ। পরিচালকমন্ডলী প্রতিসভায় কোম্পানির ব্যবসায়িক সাফল্য পর্যালোচনা করেন এবং প্রকাশনার জন্য সাময়িক ও বাৎসরিক আর্থিক ফলাফল অনুমোদন করেন। এছাড়া পরিচালকমন্ডলী বার্ষিক পরিকল্পনা আলোচ্য বছরের জন্য মূলধনী ব্যয় অনুমোদন করেন এবং নিয়মিতভিত্তিতে অনুষ্ঠিত সভাসমূহে গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন।

বোর্ড সভা

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর পরিচালনা পর্ষদ ২০১৮ সালে ছয় বার সভায় মিলিত হন। পরিচালনা পর্ষদের সভায় কোম্পানির সর্বোত্তম স্বার্থের অনুকূলে বিভিন্ন কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়; এক্ষেত্রে শেয়ারহোল্ডারগণ, কোম্পানিতে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারি, গ্রাহকবৃন্দ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষসমূহের মতামতসমূহ বিবেচনায় নেয়া হয়। কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এর ধারা ৯৬ অনুযায়ী বোর্ড সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং এক্ষেত্রে বোর্ড সভা সংক্রান্ত বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন বিধি পরিপালন করা হয়।

ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড সেক্রেটারিজ অব বাংলাদেশ (আইসিএসবি) কর্তৃক গৃহীত সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস (বিএসএস) সংক্রান্ত বিধিমালার আলোকে লিন্ডে কোম্পানি বোর্ড সভাসমূহের আয়োজন করে থাকে এবং সভাসমূহের কার্যবিবরণীসমূহের রেকর্ড সংরক্ষণ করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় বই ও রেকর্ড বইও সংরক্ষণ করে। বোর্ড সভাসমূহে পরিচালকবৃন্দের উপস্থিতি পরিচালকমণ্ডলীর প্রতিবেদনের ১০২নং পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে।

অডিট কমিটি

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর পরিচালকমণ্ডলীর একটি উপ-কমিটি হিসেবে অডিট কমিটি দায়িত্ব পালন করে থাকে। কোম্পানির কার্যক্রমে দক্ষতা সৃষ্টির পাশাপাশি সংস্থার মূল্যবোধ সমুন্নত রাখার লক্ষ্য নিয়ে অডিট কমিটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

সংস্থার কার্যক্রম তদারকির দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে পরিচালকমণ্ডলীকে সহায়তা করার লক্ষ্যে পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক অডিট কমিটি নিয়োগ দেয়া হয় এবং এক্ষেত্রে পরিচালকমণ্ডলী নিম্নে উল্লিখিত বিষয়সমূহ পর্যালোচনা করে থাকেন:

- প্রকাশিত আর্থিক তথ্যাদির সুসমতা, স্বচ্ছতা ও সততা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আর্থিক প্রতিবেদন প্রদান প্রক্রিয়া যাতে আর্থিক বিবরণীসমূহ কোম্পানির কার্যক্রমের অবস্থার একটি সত্য ও যথাযথ চিত্র তুলে ধরে;
- ব্যবসায়িক কার্যক্রমের আওতায় সুষ্ঠু মনিটরিং ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোম্পানির অভ্যন্তরীন আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থার কার্যকারিতার পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান পরিপালন বিষয়ক কর্মকান্ডের কার্যকারিতা;
- নিয়োগ সংক্রান্ত সুপারিশ প্রদান ও বহিঃস্থ নিরীক্ষকের দক্ষতা মূল্যায়নসহ স্বতন্ত্র নিরীক্ষা প্রক্রিয়া।

দায়িত্ব পালন করার ক্ষেত্রে কমিটি পরিচালকমণ্ডলী, ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এবং বহিঃস্থ ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষকবৃন্দের সাথে কার্যকর কর্ম-সম্পর্ক বজায় রাখেন। পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক নির্ধারিত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহের আলোকে অডিট কমিটি পরিচালকমণ্ডলীর নিকট দায়বদ্ধ। নিজের দায়িত্ব কার্যকরভাবে সম্পাদন করার লক্ষ্যে কমিটির প্রতিটি সদস্যকে কমিটির দায়-দায়িত্ব এবং কোম্পানির ব্যবসায়, কার্যক্রম ও ঝুঁকিসমূহ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা রাখার পাশাপাশি নিজস্ব দক্ষতা ও জ্ঞান বৃদ্ধি ও বজায় রাখার প্রয়াস চালাতে হয়। ২০১৮ সালের ৩রা জুন প্রণীত কর্পোরেট পরিচালনা বিধির ৫(৭) শর্ত মোতাবেক অডিট কমিটির কার্যক্রমসমূহের উপর ভিত্তি করে প্রস্তুতকৃত একটি পৃথক প্রতিবেদন এই প্রতিবেদনের ১১৯নং পৃষ্ঠায় সংযোজন করা হয়েছে।

মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি (এনআরসি)

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি নিয়োগ করা হয়। এনআরসি তিনজন সদস্য নিয়ে গঠিত, এর মধ্যে একজন স্বতন্ত্র পরিচালক এবং বাকী সদস্যগণ হলেন মনোনীত পরিচালক।

সুস্পষ্ট টার্মস অব রেফারেন্সের আলোকে মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি (এনআরসি) গঠিত হয়েছে। পরিচালক ও সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহী কর্মকর্তাগণের যোগ্যতা, ইতিবাচক দিকসমূহ, অভিজ্ঞতা ও স্বাধীনতা নির্ধারণের জন্য মনোনয়নের মানদন্ড বা নীতিমালার পাশাপাশি পরিচালক ও সর্বোচ্চ পর্যায়ের নির্বাহী কর্মকর্তাদের সম্মানীর বিষয়টি বিবেচনার আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে এনআরসি পরিচালকমণ্ডলীকে সহায়তা করে থাকে। মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি (এনআরসি) সর্বাধিক কার্যকরভাবে এর কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অন্ততঃপক্ষে বছরে একবার এর সভা নিজস্ব কার্যক্রম এবং টার্মস অব রেফারেন্স পর্যালোচনা করে থাকে। পাশাপাশি পরিচালকমণ্ডলীর জন্য প্রয়োজনীয় যেকোন ধরনের হালনাগাদ তথ্য বা বিষয় বোর্ডের অনুমোদনের জন্য এনআরসি সুপারিশ করে। ২০১৮ সালের ৩রা জুন প্রণীত কর্পোরেট পরিচালনা বিধির ৬.৫ (সি) শর্ত অনুযায়ী এই রিপোর্টের ১২০নং পৃষ্ঠায় এনআরসি'র নীতিমালা উল্লেখ করা হয়েছে।

কোম্পানির চেয়ারপারসন এবং ম্যানেজিং ডাইরেক্টর/সিইও ভিন্ন ব্যক্তিদ্বয়

কর্পোরেট পরিচালনা সংক্রান্ত ১(৪) নং বিধি পরিপালন জোরদার করার লক্ষ্যে পরিচালক-মণ্ডলীর সভাপতি এবং কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও দু'জন ভিন্ন ব্যক্তি যাঁরা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত বিভিন্ন ভূমিকা ও দায়িত্ব পালন করে থাকেন। একটি তালিকাভুক্ত কোম্পানির

ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এবং/অথবা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) অন্য একটি তালিকাভুক্ত কোম্পানিতে একই পদে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না। বোর্ডের সদস্যগণ যাদের তাদের দায়িত্ব যোগ্যতার সাথে এবং যথাযথভাবে পালন করতে পারেন সে লক্ষ্যে তাদের সামগ্রিকভাবে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও পেশাগত অভিজ্ঞতা থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর মাঝে সুষমতা বজায় রাখা আবশ্যক। পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি একজন অনির্বাহী পরিচালক, অন্যদিকে ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও একজন নির্বাহী পরিচালক। কোম্পানির মেমোরেন্ডাম এবং সংঘবিধির পাশাপাশি অন্যান্য কার্যকর আইন অনুযায়ী পরিচালকমণ্ডলীর কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বোর্ডের সভাপতি এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক/সিইও দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

সভাপতির ভূমিকা

কোম্পানির অনির্বাহী পরিচালকদের মাঝ থেকে পরিচালকমণ্ডলী বা বোর্ড কর্তৃক পরিচালক-মণ্ডলীর সভাপতি নির্বাচিত হবেন। কোন একটি নির্দিষ্ট বোর্ড সভায় সভাপতির অনুপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাকী সদস্যগণ তাদের মধ্যস্থ অনির্বাহী পরিচালকদের মাঝ থেকে একজনকে সভাপতি হিসেবে নির্বাচন করতে পারেন: সভার কার্যবিবরণীতে নিয়মিত সভাপতির অনুপস্থিতির কারণ যথাযথভাবে রেকর্ড করতে হবে। এই ভূমিকার উদ্দেশ্য হলো পরিচালকমণ্ডলীকে চৌকষ করে তোলার পাশাপাশি পরিচালনা প্রক্রিয়াকে উন্নত ও সর্বোচ্চ কার্যকর করার লক্ষ্যে বোর্ড-কক্ষে গুণগত মানসম্পন্ন পরিবেশ বজায় রাখার ব্যাপারে ব্যক্তিগত দায়ভার বহন করা এবং এর মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারগণের সম্পদসমূহ সুরক্ষার পাশাপাশি তাদের বিনিয়োগ হতে সন্তোষজনক মুনাফাপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা। সভাপতির বিভিন্ন ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হল:

- বিএসইসি কর্পোরেট পরিচালনা বিধির নির্দেশনা অনুযায়ী সভাপতির দায়িত্ব নির্ধারণ করা হয়।
- বোর্ড সভা এবং স্বতন্ত্র পরিচালকগণের নির্বাহী কার্যক্রম তদারকির পাশাপাশি বোর্ডের কার্যক্রমের আয়োজন ও সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করা।
- সভাপতি কোম্পানির মেমোরেন্ডাম এবং সংঘবিধির পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনানুযায়ী পরিচালকমণ্ডলীর কার্যক্রম পরিচালনার বিষয়টি নিশ্চিত করার দায়িত্ব পালন করেন।
- কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও পরিচালকমণ্ডলীর অন্যান্য সদস্যদের দক্ষতা পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা।
- সকল সংবিধিবদ্ধ ও আইনগত বিষয়াদি কঠোরভাবে পরিপালনের বিষয়টি নিশ্চিত করা।
- ব্যবসায়ের সকল পর্যায়ে লিন্ডের অভ্যন্তরীণ বিধি-বিধান পরিপালন নিশ্চিত করা।
- পরিচালকমণ্ডলী, বৈশ্বিক, আঞ্চলিক, ক্লাস্টার ও কান্ট্রি লিডারশিপ টিম, আঞ্চলিক পার্টনারসমূহ, ইন-কান্ট্রি টিমসমূহ, শিল্প ও আইনী সংস্থাসমূহসহ বিভিন্ন বহিঃস্থ প্রতিষ্ঠানের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করা।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও সিইও এর ভূমিকা

পরিচালকবৃন্দ যেমনটি উপযুক্ত মনে করেন তেমন সময় এবং শর্তসাপেক্ষে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও নিয়োগ প্রদান করবেন। এ ভূমিকার উদ্দেশ্য হল লিন্ডে ব্যবসায়ে মুনাফা অর্জন করা, ব্যবসায়ের নতুন সুযোগসমূহ চিহ্নিত করা, সংস্থায় অভ্যন্তরীণভাবে সুষম বিন্যাস নিশ্চিত করা এবং স্থিরকৃত লক্ষ্যের আলোকে কোম্পানিতে সর্বোত্তম শিল্প চর্চাসমূহ বাস্তবায়ন করা। পরিচালকমণ্ডলী, বৈশ্বিক, আঞ্চলিক, ক্লাস্টার ও কান্ট্রি লিডারশিপ টিম, ফাংশানাল প্রধানগণ, আঞ্চলিক পার্টনারসমূহ, ইন-কান্ট্রি টিমসমূহ, শিল্প ও আইনী সংস্থাসমূহসহ বিভিন্ন বহিঃস্থ প্রতিষ্ঠানের সাথে ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিবিড়ভাবে কাজ করেন। ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও এর বিভিন্ন ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হল:

- কোম্পানির সার্বিক আর্থিক এবং আর্থিক নয় এমন লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়ন করা (মুনাফা এবং ক্ষতি ব্যবস্থাপনা, নিরাপত্তা, গুণগতমান, সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান পরিপালন, কেপিআই ও ডিএসও বিষয়ক গ্রাহক সেবা, ইত্যাদি)।
- বিক্রয়, বিপণন, স্থানীয় পণ্য ব্যবস্থাপনা, মূল্য নির্ধারণ, ট্রেড-মার্ক, ব্র্যান্ডিং ও সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান পরিপালনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবসায়ের সার্বিক নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করা।
- সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তর ও ব্যবস্থাপনা পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায় সংক্রান্ত গুণগত ও পরিমাণগত দক্ষতাসূচকসমূহের বিষয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করা।
- স্থানীয় বাজারের বিদ্যমান ধারা, ভেল্যু চেইন, কাস্টমার সেগমেন্টসমূহ এবং বিপণন খাতের আওতায় বিদ্যমান প্রতিযোগীগণের বিষয়ে সুগভীর ও সম্যক ধারণা অর্জন করার পাশাপাশি কোম্পানির ব্যবসায় কৌশলসমূহে এ বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত করা।
- টিমের আওতায় ব্যবসায় ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সাংগঠনিক ও পরম্পরা বিষয়ক পরিকল্পনা পর্যালোচনা করা।
- ব্যবসায়ের সকল পর্যায়ে লিন্ডের অভ্যন্তরীণ বিধি-বিধান পরিপালন নিশ্চিত করা।

প্রধান অর্থ কর্মকর্তা (সিএফও) এর ভূমিকা

পরিচালকবৃন্দ যেমনটি উপযুক্ত মনে করেন তেমন সময়, সম্মানী এবং শর্তসাপেক্ষে কোম্পানির প্রধান অর্থ কর্মকর্তা (সিএফও) নিয়োগ প্রদান করবেন এবং এরূপভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত একজন প্রধান অর্থ কর্মকর্তা উক্ত পরিচালকবৃন্দ কর্তৃক অপসারিত হতে পারেন। বিএসইসি কর্তৃক প্রণীত কর্পোরেট পরিচালনা বিধির ৩ নং বিধি অনুযায়ী কোন তালিকাভুক্ত কোম্পানিতে নিয়োগপ্রাপ্ত প্রধান অর্থ কর্মকর্তা অন্য কোন কোম্পানিতে একই সময়ে কোন নির্বাহী পদে থাকতে পারবেন না। কোন কোম্পানির প্রধান অর্থ কর্মকর্তা ব্যবসায় পরিকল্পনা, বাজেট প্রণয়ন, ফোরকাস্টিং বা ব্যবসায় সংক্রান্ত পূর্বাভাস প্রদান, ঝুঁকি এবং কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি ব্যবসায় সংক্রান্ত সমঝোতামূলক আলাপ-আলোচনা বা নেগোসিয়েশনসহ কোম্পানির সকল আর্থিক কার্যক্রমে কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার সার্বিক দায়িত্ব পালন করে থাকেন। কোম্পানির স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে কোম্পানির সার্বিক আর্থিক নীতিমালা বাস্তবায়ন করার দায়িত্বও প্রধান অর্থ কর্মকর্তার উপর বর্তায়। প্রধান অর্থ কর্মকর্তার ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ সংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরা হল:

- আর্থিক নীতিমালাসমূহ প্রণয়ন ও কার্যকর করার পাশাপাশি কোম্পানিতে সর্বোত্তম আর্থিক চর্চাসমূহ চালু করা।
- বছরব্যাপী নগদ অর্থের সুষ্ঠু প্রবাহ বজায় রাখার লক্ষ্যে কৌশল প্রণয়ন করা।
- কোম্পানির সকল আইন ও বিধি-বিধান, সংবিধিবদ্ধ বা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থাসমূহ, কোম্পানি আইনসমূহ, সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ আইনসমূহ পুরোপুরি পরিপালন নিশ্চিত করা।
- শেয়ার ও অর্থ বিভাগকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি তাদের কর্মকান্ড মনিটর করা এবং শেয়ারহোল্ডারগণকে যথাযথ সেবা প্রদান করা।
- অর্থ বিষয়ক বিভিন্ন সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালককে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করার পাশাপাশি বোর্ড সদস্যগণকে অর্থ সংক্রান্ত তথ্যাদি সম্পর্কে অবগত করা।
- বাজেট প্রস্তুত প্রক্রিয়া পরিচালনা করার পাশাপাশি তা চূড়ান্ত করা।
- বিবিধ অর্থ বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বিভিন্ন মানসম্পন্ন ব্যবস্থা ও প্রক্রিয়া চালু করার পাশাপাশি মানসম্পন্ন কার্যক্রম পরিচালনা পদ্ধতির প্রচলন করা।
- সংগঠনব্যাপী ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার মাধ্যমে আর্থিক শৃংখলা বজায় রাখার সংস্কৃতি সৃষ্টি করা।
- বোর্ড এবং কান্ট্রি লিডারশীপ টিমের নিকট অর্থ বিষয়ক তথ্যাদি উপস্থাপন করা।
- ট্রেজারি ও ইন্স্যুরেন্স সংক্রান্ত ঝুঁকিসহ গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ঝুঁকিসমূহের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি সময় বোর্ডকে উক্ত বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করা।
- কোম্পানির আর্থিক নীতিমালা ও এ্যাকাউন্টিং চর্চাসমূহের পাশাপাশি প্রতিবেদন প্রেরণ পদ্ধতি প্রণয়ন করা ও তা কার্যকর করা।
- বাণিজ্যিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, বিভিন্ন ধরনের চুক্তি ও কর প্রদান বিষয়ে যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণ আরোপের মাধ্যমে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াস চালানো।

কোম্পাানি সচিবের ভূমিকা

পরিচালকবৃন্দ যেমনটি উপযুক্ত মনে করেন তেমন সময়, সম্মানী এবং শর্তসাপেক্ষে কোম্পানি সেক্রেটারী নিয়োগ প্রদান করবেন এবং এরূপভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত একজন কোম্পানি সেক্রেটারি

উক্ত পরিচালকবৃন্দ কর্তৃক অপসারিত হতে পারেন। এই পদের লক্ষ্য হল কোম্পানির স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য অর্জনের জন্য আইনগত ও সংবিধিবদ্ধ শর্তাবলী পরিপালনসহ কোম্পানির কার্যক্রম সম্বন্ধে কোম্পানির পরিচালকবৃন্দকে সঠিক নির্দেশনা প্রদান করা। বিএসইসি কর্তৃক প্রণীত কর্পোরেট পরিচালনা বিধির ৩ নং শর্ত অনুযায়ী কোন তালিকাভুক্ত কোম্পানিতে নিয়োগপ্রাপ্ত একজন পূর্ণকালীন কোম্পানি সেক্রেটারি অন্য কোন কোম্পানিতে একই সময়ে কোন নির্বাহী পদে থাকতে পারবেন না। পরিচালকমণ্ডলী, বিভিন্ন কমিটির সদস্যবৃন্দ, শেয়ারহোল্ডারগণ, আইনী কর্তৃপক্ষসমূহ এবং কোম্পানির ফাংশানাল প্রধানগণের সাথে কোম্পানি সেক্রেটারি নিবিড়ভাবে কাজ করেন।

কোন কোম্পানি এবং এর পরিচালকবৃন্দ উভয়ই কোম্পানি আইন যথাযথভাবে পরিপালন করছেন কিনা তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে কোম্পানি সেক্রেটারি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। কোম্পানি সেক্রেটারি বোর্ড সভাসমূহ আয়োজন করেন এবং সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস (বিসিএসবি)-এর বিধি-বিধান অনুযায়ী ইন্টারন্যাশনাল সেক্রেটেরিয়াল স্ট্যান্ডার্ডস (আইসিএসবি)উক্ত সভাসমূহের কার্যবিবরণীর পাশাপাশি প্রয়োজনীয় নথি ও রেকর্ড সংরক্ষণ করার দায়িত্ব পালন করেন এবং এক্ষেত্রে তিনি উক্ত বিধিসমূহ ততটা অনুসরণ করেন যতদুর উক্ত বিধিসমূহের কোন শর্তের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ নয় এবং কোম্পানির মেমোরেন্ডাম ও সংঘবিধিতে উল্লিখিত বিধি-বিধান, কোম্পানি আইন ১৯৯৪, প্রযোজ্য কার্যকর বিধি-বিধান, কর্পোরেট পরিচালনা বিষয়ক বিএসইসি কর্তৃক প্রণীত বিধিসমূহ, এক্সচেঞ্জসমূহের তালিকাভুক্তকরণ বিষয়ক বিধি-বিধান এবং অন্যান্য সাধারণভাবে গৃহীত কর্পোরেট পর্যায়ের সর্বোত্তম চর্চাসমসূহের কর্তৃক নির্দেশিত।

পরিচালনা কর্মকর্তা হিসেবে কোম্পানি সেক্রেটারী কর্পোরেট বিধি-বিধান পরিপালনের বিষয়টি তদারকি করার পাশাপাশি বোর্ডের কার্যকর কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সভাপতি, বোর্ডের অন্যান্য সদস্য ও ব্যবস্থাপনা পরিচালককে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করে থাকেন। কোম্পানি সেক্রেটারী সকল বোর্ড ও কমিটি সভাসমূহের আয়োজন করেন ও উক্ত সভাসমূহে উপস্থিত থাকেন এবং সকল বিষয়ের আলোচনাসমূহ যাতে যথাযথভাবে কার্যবিবরণীভুক্ত করা হয়, সিদ্ধান্তসমূহ রেকর্ড করার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অবগতকরণ ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উক্ত সিদ্ধান্তসমূহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর যথাযথভাবে প্রচার করা হয় তা নিশ্চিত করেন। কোম্পানির সেক্রেটারীর ভূমিকা ও দায়িত্বসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরা হল:

- বিভিন্ন সভার আলোচ্যসূচী প্রস্তুত করাসহ বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম), অসাধারণ সাধারণ সভা (ইজিএম) আহ্বান ও আয়োজন করা, সভার কার্যবিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা, গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সকলকে অবগত করা।
- পরিচালকমন্ডলী, অডিট কমিটি, ইত্যাদির মতো বিভিন্ন কমিটি ও কার্যক্রম-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পক্ষসমূহকে সহায়তা প্রদান করা।
- নির্দেশ মোতাবেক প্রক্রিয়াগত/প্রশাসনিক ব্যবস্থাসমূহ কার্যকর করা।
- বিভিন্ন সভার পূর্বে ও পরে প্রচার ও যোগাযোগ বজায় রাখা।
- বিভিন্ন নীতিমালা যাতে হালনাগাদকৃত থাকে, অনুমোদিত থাকে এবং কোম্পানির সদস্যগণ যাতে এসব নীতিমালার প্রয়োগ সম্বন্ধে অবগত থাকেন তা নিশ্চিত করা।
- বোর্ড পরিচালকদের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থাপনা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।
- কোম্পানির বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করা ও নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রস্তুত করা।
- বিভিন্ন সভার সময় ও সভার বাইরে আইনগত ও আর্থিক পরামর্শ প্রদান করা।
- সকল সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধান এবং প্রতিবেদন প্রদান কঠোরভাবে পরিপালন নিশ্চিত করা।
- কোম্পানি আইনের হালনাগাদ তথ্যাদি সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের অবগত করা।
- শেয়ারহোল্ডারগণের রেজিস্টার হালনাগাদ রাখার পাশাপাশি কোম্পানির পক্ষ হতে তাদের সাথে লিয়াজোঁ বা যোগাযোগ বজায় রাখা।

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও কমপ্লায়েন্স বিভাগের (এইচআইএসি) প্রধানের ভূমিকা

দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের (আরএসই) লিন্ডে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে নিয়মিত বিরতিতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও এর কার্যকারিতার বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণের পাশাপাশি কোম্পানির সকল কার্যক্রমের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা। তারা কার্যক্রম পরিচালনা, বিতরণ কার্যক্রম, বিক্রয় বিপণন, অর্থায়ন, টেজারি ব্যবস্থা, তথ্য সেবার মত কোম্পানির সকল কার্যক্রম সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিচালনা করে থাকে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষকগণ কোম্পানির বিভিন্ন নিয়মিত কার্যক্রম ও আইনগত ব্যবস্থাদির দুর্বলতা ও তা পরিপালনে অপারগতার বিষয়ে তাদের পর্যবেক্ষণভিত্তিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও কমপ্লায়েন্স বিভাগের প্রধান অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বজায় রাখায় দায়বদ্ধ এবং হিসাবরক্ষণ ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় বিদ্যমান বিচ্যুতির বিষয়ে অডিট কমিটির নিকট প্রতিবেদন প্রদান করে থাকেন। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষকবৃন্দ কার্যক্রমের সকল ক্ষেত্রে ও কার্যক্রমে ব্যাপক নিরীক্ষা পরিচালনা করে এবং উক্ত নিরীক্ষায় প্রাপ্ত তথ্যাদি বিএসইসি নির্দেশনা অনুসারে যথাযথ মূল্যায়নের জন্য বোর্ডের অডিট কমিটিতে প্রেরণ করা হয়।

কোম্পানির ভাবমূর্তি উন্নত করার পাশাপাশি সংস্থার কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও কমপ্লায়েন্স কমিটির (এইচআইএসি) প্রধান গ্রুপব্যাপী স্বাধীন, নিরপেক্ষ নিশ্চয়তা ও পরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। কান্ট্রি পর্যায়ের অডিট কমিটির শর্তাবলী পূর্ণ করা অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের কান্ট্রি প্রধানের দায়িত্ব এবং এটি স্থানীয় পর্যায়ের কান্ট্রি কোম্পানি আইনের একটি বিধান। লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড বাংলাদেশ অনুসৃত আন্তর্জাতিক অর্থ বিষয়ক প্রতিবেদন প্রদান সংক্রান্ত বিধিসমূহে (আইএফআরএস) উল্লিখিত আইন পরিপালনসহ আইনগত কাঠামোর আওতায় এর আর্থিক বিবরণীসমূহের প্রাসঙ্গিক অত্যাবশ্যকীয় দিকসমূহ প্রকাশ করেছে। এছাড়া আপনাদের কোম্পানি আইনী কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি কোম্পানির সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষসমূহের নিকট প্রেরণ করতে হয়, এমন সকল প্রতিবেদন/বিবরণীসমূহ নিয়মিতভাবে উপস্থাপন করে থাকে। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ও পরিপালন (কমপ্লায়েন্স)/(এইচআইএসি) বিভাগের প্রধান কর্মকর্তার দায়িত্ব নিম্নে সংক্ষেপে তুলে ধরা হল:

- অডিট কমিটির সদস্যগণের নিকট প্রকল্পের অবস্থা সম্পর্কিত হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করা।
- চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাসমূহ, সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিসমূহ, প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা এবং এসব বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের মতামত সম্বন্ধে অবহিত করা।
- প্রাপ্ত তথ্যাদির গুরুত্বের পাশাপাশি এটি কীভাবে সংশ্লিষ্ট দেশের আর্থিক সাফল্যকে প্রভাবিত করে তা বর্ণনা করা।
- তথ্যানুসন্ধান এবং তার ফলাফল সম্পর্কিত হালনাগাদ করা।
- অডিট কমিটির সভায় উত্থাপিত বা সভাপতি কর্তৃক অনুরোধকৃত অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিষয়ক সকল ধরনের প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত রাখা।
- অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগের দ্বারা সম্পাদিত কাজের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের সন্তুষ্টি অর্জন নিশ্চিত করা।
- কান্ট্রি কার্যক্রম এবং ব্যবসায় মডেলসমূহের ব্যাপারে পর্যাপ্ত ধারণা অর্জন করা।
- সুন্দর কর্ম সম্পর্ক তৈরির লক্ষ্যে কান্ট্রি লীডারশীপের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া।
- কোম্পানিতে চিহ্নিত বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ ও ঝুঁকি সম্বন্ধে সম্যক ধারণা পাওয়ার লক্ষ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী বহিঃস্থ নিরীক্ষকগণের সাথে আলোচনা করা।
- বার্ষিক ঝুঁকি মূল্যায়ন পরিচালনা করা এবং নিরীক্ষা প্রধানের নিকট প্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি প্রেরণ করা যাতে ঝুঁকি নির্ভর নিরীক্ষা পরিকল্পনাসমূহে উক্ত প্রাপ্ত তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করা যায়।
- গৃহীত নিরীক্ষা পরিকল্পনাসমূহ যাতে সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের প্রেরণ করা হয় তা নিশ্চিত করা।

বার্ষিক সাধারণ সভা

শেয়ারহোল্ডারগণ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় সংঘবিধি কর্তৃক অনুমোদিত তাদের অধিকার প্রয়োগ করেন। একজন শেয়ারহোল্ডার একটি শেয়ারের বিপরীতে একটি ভোট দিতে পারেন।

প্রতিটি পরবর্তী আর্থিক বছরের প্রথম ৬ (ছয়) মাস সময়সীমায় বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। কোম্পানি আইন কর্তৃক নির্ধারিত বার্ষিক প্রতিবেদন ও দলিলাদির সাথে বার্ষিক সাধারণ সভা/অসাধারণ সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি সভা আয়োজনের ১৪ দিবস, যেরূপ যথাযথ সেরূপ, পূর্বে শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট প্রেরণ করতে হয়।

যে সমস্ত শেয়ারহোল্ডার বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করতে পারেন না, তারা কোম্পানিরই আরেক প্রতিনিধির মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। প্রক্সি বা প্রতিনিধিত্ব ফর্ম সঠিকভাবে পূর্ণ করে সভা অনুষ্ঠানের ৭২ ঘন্টা পূর্বে কোম্পানির কর্পোরেট কার্যালয়ে জমা দিতে হয়।

কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা অনুসরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন

কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা অনুসরণ সংক্রান্ত প্রতিবেদন বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন প্রজ্ঞাপন নং বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০০৬-১৫৮/২০৭/প্রশাঃ/৮০,তারিখ ৩রা জুন ২০১৮ অনুযায়ী সংযুক্তি থেকে সি-তে কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা অনুসরণ বিষয়ক প্রতিবেদন সংযুক্ত করা হয়েছে।

কর্পোরেট এবং আর্থিক প্রতিবেদন প্রদান কাঠামো

- কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত আর্থিক বিবরণীসমূহে কোম্পানির কর্মকান্ডের চিত্র, এর কার্যক্রমের ফলাফল, নগদ অর্থ প্রবাহ ও ইক্যুইটির পরিবর্তন বিষয়ে স্বচ্ছতাপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করা হয়।
- কোম্পানির যথাযথ হিসাবরক্ষণ বহি সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে নিরবিচ্ছিন্নভাবে হিসাবরক্ষণ নীতিমালা প্রয়োগ করা হয়েছে এবং যৌক্তিক ও বিচক্ষণ বিবেচনার উপর ভিত্তি করে হিসাব সংক্রান্ত প্রাক্কলন উপস্থাপন করা হয়েছে।
- আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক হিসাবরক্ষণ বিধি (আইএএস), আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত সংক্রান্ত বিধি (আইএফআরএস), বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, অনুসরণ করা হয়েছে।
- কোম্পানি অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থা চালু করেছে যার মাধ্যমে আর্থিক বিবরণীতে বড় ধরনের ভুল উপস্থাপনা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে যৌক্তিক নিশ্চয়তা প্রদান সম্ভব হয়েছে। গ্রুপ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক কর্তৃক অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করা হয় এবং অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের অবস্থা সম্পর্কে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও অডিট কমিটিকে হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করা হয়।

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ

কোম্পানির সকল কার্যক্রমে সুষ্ঠু অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে এবং এ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়।

গ্রুপ অভ্যন্তরীণ অডিট টিম অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের যথোপযুক্ততা মূল্যায়নের লক্ষ্যে নিরীক্ষা পরিচালনা করে থাকেন। এ সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং পরবর্তীতে গৃহীত প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার বিষয়ে অডিট কমিটির নিকট প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। একাউন্টস পেয়েবল-এর স্থানান্তরের মাধ্যমে ফিন্যান্সিয়াল একাউন্টিং-এর সকল মডিউল ম্যানিলাস্থ লিন্ডে গ্লোবাল সার্ভিসেস-এ (এলজিএসএম) স্থানান্তর করা হয়। এই নতুন অনলাইন ব্যাংকিং ব্যবস্থার আওতায় কান্ট্রি ফিন্যান্স কর্তৃপক্ষ সোর্স ডাটা ফিন্যান্সিয়াল একাউন্টিং প্রস্তুতের দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং এলজিএসএম ডাটা এডিটিং, ভেরিফাইং এবং প্রসেসিং-এর দায়িত্ব পালন করে থাকে। এলজিএমএস কর্তৃক পরিশোধের নিমিত্তে কোন বিল প্রসেস করার পর কান্ট্রি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ডিওএ (DOA) অনুযায়ী এইচএসবিসি চেকসমূহ অনুমোদন করেন; এক্ষেত্রে তা ইলেকট্রনিক্যালি অথবা ম্যানুয়ালি করা হয়। এলজিএসএম কর্তৃক প্রক্রিয়াধীন অবস্থায় জরুরী প্রয়োজনে ইন-হাউজ চেক প্রদান করা হয়। কান্ট্রি ফিন্যান্স কর্তৃপক্ষের নিকট উক্ত ডাটার মালিকানা বজায় থাকে। কান্ট্রি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের উপর তথ্য যোগানের দায়িত্ব বর্তায়। জেনারেল লেজার একাউন্ট, একাউন্টস রিসিভেবল, একাউন্টস পেয়েবল এবং ব্যাংক একাউন্ট রিকনসিলিয়েশন সমূহের ব্যাপারে এলজিএসএম দায়বদ্ধ।

অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা

লিন্ডে গ্রুপের দক্ষিণ এবং পূর্ব এশিয়া অঞ্চল-এর অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ কোম্পানির সকল কার্যক্রমের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের দক্ষতা ও কার্যকারিতার বিষয়ে নিয়মিত বিরতিতে নিরীক্ষা পরিচালনা করে। অপারেশন, ডিস্ট্রিবিউশন, সেলস্ এবং মার্কেটিং, ফাইনান্স এবং ইনফরমেশন সার্ভিসেস, ট্রেজারি সিস্টেম এবং ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং সংক্রান্ত ব্যাপারেও উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক কোন ধরনের দুর্বলতা এবং কোম্পানির বিভিন্ন চর্চা ও সংবিধিবদ্ধ নিয়মকানুন লংঘনের বিষয়ে তাদের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন। প্রতিটি পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে মূল ঘটনা বা তথ্যসমূহ, দুর্বলতা ও এ ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনের সুপারিশ উপস্থাপন করা হয়। প্রতিটি পর্যবেক্ষণের জন্য একজন প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি (DRI) থাকেন এবং সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না হওয়া অবধি গ্রুপ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক এ ব্যাপারে খোঁজখবর (ফলো-আপ) রাখেন। অডিট কমিটি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম পর্যালোচনা করেন।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বিদ্যমান রয়েছে। লিন্ডে গ্রুপের নির্দেশনার আলোকে এ পদ্ধতিসমূহ প্রতিনিয়ত কোম্পানি কর্তৃক হালনাগাদকৃত ও গৃহীত হচ্ছে। গ্রুপ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক ও সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক এবং পরিচালকমন্ডলী এই পদ্ধতিসমূহের কার্যকারিতা পর্যালোচনা করে থাকেন। বড় ধরনের ব্যবসায়িক ঝুঁকি চিহ্নিত করার লক্ষ্যে কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ঝুঁকি নির্ধারণ প্রক্রিয়া পরিচালনা করেন এবং সে অনুযায়ী ঝুঁকি প্রশমনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। অডিট কমিটি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম মনিটর করার ক্ষেত্রে বোর্ডকে সহায়তা প্রদান করেন এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ক্ষেত্রসমূহ নিয়ে কাজ করেন।

সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষা

কোম্পানি ইনস্টিটিউট অব চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি) কর্তৃক অনুমোদিত বাংলাদেশ ফিনান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (বিএফআরএস) এর আলোকে এর বার্ষিক, আর্থিক বিবরণীসমূহের পাশাপাশি অন্তবর্তীকালীন আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত ও প্রকাশ করে থাকে। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বার্ষিক এবং সাময়িক আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয় এবং অডিট কমিটি তা পর্যালোচনা করে থাকেন। আইসিএবি কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশ অডিট স্ট্যান্ডার্ড এর আলোকে স্ট্যাটুটরি বা সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ উক্ত আর্থিক বিবরণীসমূহ নিরীক্ষা করে থাকেন। উক্ত আইনসমূহের আওতায় শেয়ারহোল্ডারগণ প্রতি বার্ষিক সাধারণ সভায় (এজিএম) নিরীক্ষকগণকে নিয়োগ দিয়ে থাকেন এবং একই বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারগণ কর্তৃক নিরীক্ষকবৃন্দের সম্মানী নির্ধারণ করা হয়। সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কর্পোরেট পরিচালন ব্যবস্থার সর্বোত্তম চর্চাসমূহের আলোকে এ সংক্রান্ত যথাযথ কাঠামো বিদ্যমান। বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) বিধিবিধান মোতাবেক প্রতি তিন বছর অন্তর সংবিধিবদ্ধ ও নিরীক্ষক পরিবর্তন করা হয়। নিরীক্ষা প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে আগাম ঝুঁকি চিহ্নিতকরণের জন্য পুরো ব্যবস্থা পর্যালোচনা করা। অডিট কমিটি বার্ষিক এবং সাময়িক আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রকাশ করার পূর্বে পরিচালকমন্ডলীকে বিস্তারিতভাবে এ সংক্রান্ত হালনাগাদ তথ্য প্রদান করেন।

কমপ্লায়েন্স নিরীক্ষা

২০১৮ সালের ৩রা জুন প্রণীত বিএসইসি কর্তৃক জারিকৃত কর্পোরেট পরিচালন বিধি নং ৯ (১) এর আওতায় কোম্পানির কমপ্লায়েন্স সংক্রান্ত নিরীক্ষা পরিচালিত হয়ে থাকে, যেখানে উল্লেখ থাকে যে, কর্পোরেট পরিচালন বিধি অনুযায়ী যিনি কমপ্লায়েন্স সনদ প্রদান করবেন তিনি বার্ষিক সাধারণ সভায় শেয়ারহোল্ডারবৃন্দ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন। কোম্পানি একজন দায়িত্বরত পেশাদার একাউন্ট্যান্ট অথবা সেক্রেটারি (চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট বা কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট্যান্ট বা চার্টার্ড সেক্রেটারি), যিনি কোম্পানি কর্তৃক নিয়োগকৃত সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষক বা নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান নন, তার নিকট থেকে কমিশনের কর্পোরেট পরিচালন বিধির শর্তসমূহ পরিপালন সংক্রান্ত বাৎসরিক একটি সনদ গ্রহণ করবে এবং বার্ষিক প্রতিবেদনে উক্ত সনদ প্রকাশ করা হবে। সুষ্ঠু পরিচালন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে লাইসেন্সধারী দায়িত্বরত পেশাদার ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে কমপ্লায়েন্স সনদ গ্রহণ করা হয়, যিনি এই মর্মে প্রত্যয়ন করেন যে, কোম্পানি বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) প্রণীত সকল বিধি-বিধানের শর্তাবলী যথাযথভাবে পরিপালন করেছে। এই প্রতিবেদনের ১০৪ নং পৃষ্ঠায় উক্ত কমপ্লায়েন্স সনদ প্রকাশ করা হয়েছে।

আর্থিক বিবরণীসমূহের বিষয়ে সিইও এবং সিএফও এর ঘোষণা

বিএসইসি এর কর্পোরেট পরিচালন বিধি মোতাবেক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) এবং প্রধান অর্থ কর্মকর্তা (সিএফও)-এর যথাযথ কর্মনিষ্ঠার বিষয়ে একটি পৃথক বিবরণী এই প্রতিবেদনের পরিশিষ্ট 'ক' এর পৃষ্ঠা নং ১০৩-এ উল্লেখ করা হয়েছে।

কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ

২০১৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর অবধি কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের মোট সংখ্যা ছিল ৩০৫ (২০১৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর ছিল ৩১৭)। পর্যালোচনাধীন বছরে কোম্পানি বেতন ও পারিশ্রমিক বাবদ ৫১০ মিলিয়ন টাকা পরিশোধ করে (২০১৭ সালের ৩১শে ডিসেম্বর এ বাবদ পরিশোধিত টাকার পরিমাণ ৫৩১ মিলিয়ন টাকা)। এক্ষেত্রে কোম্পানি গৃহীত কৌশল হল সবচেয়ে যোগ্য কর্মকর্তা-কর্মচারিদের কোম্পানিতে নিয়ে আসা, তাদের গড়ে তোলা ও তাদের পদোন্নতি প্রদান করা এবং কোম্পানির প্রতি দীর্ঘমেয়াদী বিশ্বস্ততা তৈরি করা, যা হল কোম্পানির দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। জনবল উন্নয়নের লক্ষ্যে বছরব্যাপী প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। পেশাগত নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গকে সুস্থ থাকায় সহায়তা করে এবং তারা কোম্পানির জন্য দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে যে ঝুঁকির সম্মুখীন হন সে ঝুঁকি হতে তাদের সুরক্ষা প্রদান করে।

বিদ্যমান আইন অনুসরণ

কোম্পানি আইনের বিভিন্ন বিধি-বিধানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে এবং ব্যবসায়িক চর্চায় ঐ সমস্ত আইন-কানুন মেনে চলে। কোম্পানিতে কর্মরত প্রতিটি ব্যক্তিকে তারা যে দায়িত্ব পালন করেন সে দায়িত্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইনের বিধি-বিধান সম্বন্ধে অবশ্যই জানতে হয়। কোম্পানির পরিচালকমন্ডলী আইনের সকল বিধি-বিধান সময়মত অনুসরণ নিশ্চিত করেন। আইন লংঘনের কোন ঘটনা ঘটলে তাৎক্ষণিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

নৈতিকতা সংক্রান্ত বিধিমালা (Code of Ethics)

কোম্পানির সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে নৈতিকতা সংক্রান্ত বিধিমালা গঠন করা হয়েছে। কোম্পানিতে কর্মরত প্রতিটি ব্যক্তিকে তারা যে দায়িত্ব পালন করেন সে দায়িত্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন ও বিধি-বিধান সম্বন্ধে অবশ্যই জানতে হয়। কোড-এ উল্লিখিত বিধিসমূহ কোম্পানি সক্রিয়ভাবে মনিটর করে। নৈতিকতা সংক্রান্ত বিধিমালার মধ্যে রয়েছে:

- নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- গ্রাহক, সরবরাহকারী ও বাজারসমূহ নিয়ে কাজ করা
- শেয়ারহাল্ডারগণের সাথে কাজ করা
- কর্মকর্তা-কর্মচারিদের সাথে আচার-ব্যবহার
- জনগণের সাথে আচার-ব্যবহার

কর্পোরেট ওয়েবসাইট

কর্পোরেট শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত দায়িত্বের আওতায় কোম্পানির একটি তথ্যমূলক ওয়েবসাইট গঠন করেছে, যেখানে শেয়ারহোল্ডার, কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তিবর্গ, গ্রাহক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পক্ষসমূহের মতো আগ্রহী গ্রুপের জন্য কোম্পানি সংক্রান্ত জনগণের জন্য উন্মুক্ত তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে।

- কোম্পানি ওয়েবসাইটে যেসব তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে তা নিচে উল্লেখ করা হল:
- বার্ষিক আর্থিক বিবরণীসমূহ
- সাময়িক আর্থিক বিবরণীসমূহ
- ষান্মাষিক আর্থিক বিবরণীসমূহ
- মূল্য সংবেদনশীল তথ্য
- বিভিন্ন প্রজ্ঞাপন, ইত্যাদি।

কোম্পানি ওয়েবসাইটের লিংক: www.linde.com.bd.

পরিচালকগণের দায়িত্বসমূহের বিবরণী

আর্থিক বিবরণীসমূহ এবং হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত রেকর্ডসমূহ

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের পরিচালকবৃন্দ প্রযোজ্য আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী ২০১৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর সমাপ্ত বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ও এর আর্থিক বিবরণীসমূহ অনুমোদনের দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

আন্তর্জাতিক একাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (IAS), আন্তর্জাতিক ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (IFRSs), কোম্পানিজ এ্যাক্ট ১৯৯৪, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ রুলস ১৯৮৭ ঢাকা ও চট্টগ্রাম এক্সচেঞ্জের বিধি-বিধান অনুযায়ী পরিচালকবৃন্দকে আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করতে হয়। কোম্পানি আইনের অধীনে পরিচালকবৃন্দ অবশ্যই কোম্পানির হিসাবাদি অনুমোদন করবে না, যদি না তারা এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আর্থিক বিবরণী কোম্পানির আলোচ্য বছরের কার্যক্রম ও এর মুনাফা ও ক্ষতির অবস্থার একটি প্রকৃত ও স্বচ্ছ চিত্র তুলে ধরে।

ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ আর্থিক বিবরণীসমূহের প্রস্তুতি ও সুষ্ঠু উপস্থাপনার ব্যাপারে আইনগতভাবে দায়বদ্ধ; লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এবং এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহের ২০১৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর অবধি আর্থিক অবস্থার বিবরণী, লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণী, ইক্যুইটির পরিবর্তনের বিবরণী ও আলোচ্য সমাপ্ত বছরের নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণী এবং লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড ও এর অধীনস্থ সংস্থাসমূহের উল্লেখযোগ্য হিসাবরক্ষণ নীতিমালাসমূহ ও অন্যান্য ব্যাখ্যামূলক টীকাসমূহের সার-সংক্ষেপ এবং সংশ্লিষ্ট সংক্ষেপিত আর্থিক বিবরণীসমূহ নিয়ে উক্ত আর্থিক বিবরণীসমূহ গঠিত।

আমরা যতদূর অবগত রয়েছি, এবং প্রযোজ্য প্রতিবেদন প্রস্তুত নীতি অনুযায়ী, কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহসহ আর্থিক বিবরণীসমূহ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রস্তুত এবং উপস্থাপন করা হয়েছে:

- এই বিবরণীসমূহতে বাস্তবিকভাবে অসত্য কোন তথ্য নেই অথবা এ থেকে কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাদ দেওয়া হয়নি অথবা বিভ্রান্তি ঘটাতে পারে এরকম কোন তথ্য নেই।
- এই বিবরণীসমূহ একত্রিতভাবে কোম্পানির সামগ্রিক কার্যক্রমের অবস্থা সম্পর্কে একটি সত্য ও স্বচ্ছ চিত্র তুলে ধরে এবং তা বিদ্যমান হিসাবরক্ষণ বিধিমালা ও প্রযোজ্য আইনসমূহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।
- আলোচ্য বছরে কোম্পানি কর্তৃক এমন কোন লেনদেন করা হয়নি যা প্রতারণামূলক, বে-আইনী অথবা কোম্পানির আচরণবিধির পরিপন্থী।

কোম্পানির নিরীক্ষকবৃন্দ পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক নিশ্চিত হয়ে আর্থিক বিবরণীসমূহের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট সকল আর্থিক রেকর্ডসমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের ১২১ থেকে ১২৪ পৃষ্ঠায় তাঁদের উপস্থাপিত প্রতিবেদনে এ সংক্রান্ত তাঁদের মতামত ব্যক্ত করেছেন।

পরিচালকমন্ডলীর পক্ষে
ঢাকা, ৪ঠা মার্চ ২০১৯

আইয়ুব কাদরী
পরিচালক ও সভাপতি

মহসীন উদ্দীন আহমেদ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

অডিট কমিটির প্রতিবেদন

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের প্রজ্ঞাপনে উত্থাপিত সুপারিশ অনুযায়ী পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক অডিট কমিটি নিয়োগ প্রদান করা হয়। অডিট কমিটি কোম্পানি সুশাসন নিশ্চিত করে এবং এটি বোর্ডের একটি উপ-কমিটি। লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের অডিট কমিটিতে চারজন সদস্য রয়েছেন; এদের মধ্যে দুইজন স্বতন্ত্র পরিচালক। উক্ত কমিটির সভায় আমন্ত্রিত হয়ে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর এবং চীফ ফিন্যান্সিয়াল অফিসার যোগদান করেন।

অডিট কমিটির গঠন

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের প্রজ্ঞাপনে উত্থাপিত সুপারিশ অনুযায়ী পরিচালকমন্ডলী কর্তৃক অডিট কমিটির শর্তাবলী (Terms of Reference) নির্ধারণ করা হয়েছে। কমিটির বিদ্যমান সদস্যগণ নিম্নরূপ:

মিস পারভীন মাহমুদ	চেয়ারপারসন, স্বতন্ত্র পরিচালক
জনাব মলয় ব্যানার্জী	সদস্য, অনির্বাহী পরিচালক
মিস ডেজাইরি বাচের	সদস্য, অনির্বাহী পরিচালক
মিস রূপালী এইচ চৌধুরী	সদস্য, অনির্বাহী পরিচালক
জনাব আবু মোহাম্মদ নিছার	সচিব

পর্যালোচনাধীন বছরে অডিট কমিটির ৪ (চার) টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সকল সভায় অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক, কমিটির নিকট তথ্য উপস্থাপন করেন। উক্ত উপস্থাপনের মধ্যে ছিল অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিকল্পনা, আলোচ্য বছরে পরিচালিত নিরীক্ষা সংখ্যা, নিরীক্ষা সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণসমূহ, নিরীক্ষা বিষয়ক সুপারিশসমূহ এবং এ সকল সুপারিশ বাস্তবায়নের পর্যায়। অডিট কমিটি সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষা কার্যক্রম ও এক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনের জন্য তাদের সুপারিশসমূহের বিষয়ে তাদের পর্যবেক্ষণ নিয়ে বহিঃস্থ নিরীক্ষকের সাথেও সভায় মিলিত হন। কমিটি নিম্নলিখিত সাবসিডিয়ারি কোম্পানিগুলোর আর্থিক প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনা করেছেন: (ক) বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড (খ) বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড।

অডিট কমিটির ভূমিকা

অডিট কমিটির টার্মস অব রেফারেন্স-এর আওতায় কোম্পানির যেকোন কার্যক্রম তদন্ত করে দেখার বিষয়ে পরিচালকমন্ডলীর তদারকিমূলক দায়িত্বের মাধ্যমে শক্তিশালী করা হয়। অডিট কমিটি টার্মস অব রেফারেন্স অনুযায়ী এর উপর আরোপিত কার্যক্রম সমূহের বিষয়ে পরিচালকমন্ডলীর নিকট প্রতিবেদন পেশ করে থাকে। অডিট কমিটির ভূমিকা নিম্নরূপ:

- উপস্থাপনা, তথ্য প্রকাশ ও উপাত্তের যথার্থতার বিচারে আর্থিক বিবরণী পর্যালোচনা করা।
- অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ নিরীক্ষার কার্যকারিতা মনিটর ও পর্যালোচনা করা।
- কোম্পানির আর্থিক অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণের কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা।
- কোম্পানির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা।
- নিয়ন্ত্রণমূলক ও আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুতের শর্তাবলী পরিপালন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নৈতিক বিধি ও প্রক্রিয়াসমূহ পর্যালোচনা করা।
- অডিট কমিটির সনদ অনুযায়ী অন্য যেকোন কার্যক্রম।

সভা

কোম্পানি এ বছরে চারটি সভার আয়োজন করে। একজন স্বতন্ত্র পরিচালকসহ মোট দুজন পরিচালক ব্যতীত সভার কোরাম হবে না।

যদি কমিটি মনে করেন তবে, উক্ত কমিটির সভায় আমন্ত্রিত হয়ে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, হেড অফ ফিন্যান্স এবং কোম্পানির অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষক যোগদান করবেন। বহিঃস্থ নিরীক্ষক সভায় যোগদান করেন এবং উক্ত সভায় অডিট ঝুঁকি, প্ল্যানিং এবং বার্ষিক আর্থিক বিবরণীসমূহ পর্যালোচনা করা হয়। কোম্পানি সচিব অডিট কমিটিরও সচিব হিসেবে গণ্য হবে।

অডিট কমিটি কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমসমূহ

অডিট কমিটির সনদে উল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী অডিট কমিটি দায়িত্ব পালন করেন। অডিট কমিটি অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ নিরীক্ষা প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা পর্যালোচনা করে এ সংক্রান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। অডিট কমিটি তাদের এ সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণের বিষয়ে পরিচালকমন্ডলীর নিকট প্রতিনিয়ত প্রতিবেদন উপস্থাপনের পাশাপাশি এ সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে অগ্রগতি অর্জনের পরামর্শ প্রদান করেন। অডিট কমিটির সদস্যরা যথাযথভাবে অবহিত করেন:

- বহিঃস্থ নিরীক্ষক হিসাবরক্ষণ নীতিমালা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণসমূহ, আইন ও অন্যান্য নিয়ন্ত্রণমূলক কর্তৃপক্ষের সংবিধিবদ্ধ বিধি-বিধানসমূহের পরিপালন, বাংলাদেশ হিসাবরক্ষণ বিধির পরিপালন এবং আর্থিক বিবরণীসমূহে প্রকাশের যথোপযুক্ততার বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করেন। উক্ত কমিটি নিরীক্ষা সংক্রান্ত প্রাপ্ত তথ্যাদির পাশাপাশি এ সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের গৃহীত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা করেন।
- হেড অফ ফিন্যান্স পর্যালোচনাধীন বছরে কোম্পানির আর্থিক সাফল্য সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য সরবরাহ করেন।

প্রতিবেদন

বি এস ই সি কর্তৃক জারী করা কর্পোরেট গভর্নেন্স কোড ২০১৮ এর শর্ত নং ৫.৬ (ক) অনুসারে, কমিটি জানায় যে অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় কোন ঝুঁকি, অনাচার, অনিয়ম বা ম্যাটেরিয়াল ত্রুটি পাওয়া যায়নি। এছাড়াও আইন, নিয়ম এবং প্রবিধানে কোন লঙ্ঘন দেখা যায়নি।

যথোপযুক্ত যাচাই-বাছাইয়ের পর অডিট কমিটি এই মর্মে মতামত প্রদান করেন যে, আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ও প্রক্রিয়াসমূহ যথাস্থানে পর্যাপ্তভাবে বিদ্যমান, যা এই মর্মে যৌক্তিক নিশ্চয়তা প্রদান করে যে কোম্পানির সম্পদসমূহ সুরক্ষিত রয়েছে এবং কোম্পানির আর্থিক অবস্থার ব্যাপারে সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

অডিট কমিটির পক্ষে,

পারভীন মাহমুদ
চেয়ারপারসন, অডিট কমিটি
ঢাকা, ৪ঠা মার্চ, ২০১৯

মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটির প্রতিবেদন

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী পরিচালকমণ্ডলী কর্তৃক লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি নিয়োগ করা হয়। এনআরসি তিনজন সদস্য নিয়ে গঠিত, এর মধ্যে একজন স্বতন্ত্র পরিচালক এবং বাকী সদস্যগণ হলেন মনোনীত পরিচালক।

কর্পোরেট পরিচালনা বিধির ৬.৫ (সি) নং বিধি অনুযায়ী কোম্পানির মনোনয়ন ও সম্মানী বিষয়ক নীতিমালা এক নজরে এখানে উপস্থাপন করা হলো।

মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি (এনআরসি)

সুস্পষ্ট টার্মস অব রেফারেন্সের আলোকে মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি (এনআরসি) গঠিত হয়েছে। পরিচালক ও সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহী কর্মকর্তাগণের যোগ্যতা, ইতিবাচক দিকসমূহ, অভিজ্ঞতা ও স্বাধীনতা নির্ধারণের জন্য মনোনয়নের মানদন্ড বা নীতিমালার পাশাপাশি পরিচালক ও সর্বোচ্চ পর্যাযের নির্বাহী কর্মকর্তাদের সম্মানীর বিষয়টি বিবেচনার আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া বিষয়ক নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে এনআরসি পরিচালকমণ্ডলীকে সহায়তা করে থাকে। মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি (এনআরসি) সর্বাধিক কার্যকরভাবে এর কার্যক্রম পরিচালনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অন্ততঃপক্ষে বছরে একবার এর নিজস্ব কার্যক্রম এবং টার্মস অব রেফারেন্স পর্যালোচনা করে থাকে। পাশাপাশি পরিচালকমণ্ডলীর জন্য প্রয়োজনীয় যেকোন ধরনের হালনাগাদ তথ্য বা বিষয় বোর্ডের অনুমোদনের জন্য এনআরসি সুপারিশ করে।

এনআরসি এর গঠন

পরিচালকমন্ডলী ন্যূনতম তিন জন সদস্য নিয়ে মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি গঠন করেছেন। এই সদস্যসমূহের মধ্যে একজন স্বাধীন পরিচালক এবং কমিটির বাকি সদস্যগণ অনির্বাহী পরিচালক। কমিটির সদস্যগণ নিম্নরূপ:

মিস রূপালী এইচ চৌধুরী	চেয়ারপারসন, স্বতন্ত্র পরিচালক
জনাব মলয় ব্যানর্জী	সদস্য, অনির্বাহী পরিচালক
মিস ডেজাইরি বাচের	সদস্য, অনির্বাহী পরিচালক
জনাব আবু মোহাম্মদ নিছার	সচিব

মনোয়ন কমিটির দায়িত্বসমূহ

এ কমিটি হবে স্বাধীন এবং পরিচালকমন্ডলী ও শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট দায়বদ্ধ থাকবেন ও জবাবদিহি করবেন। উক্ত কমিটির দায়িত্বসমূহ নিম্নরূপ-

- পরিচালকমন্ডলীর উত্তরসূরি নির্ধারণ পরিকল্পনাসমূহের পাশাপাশি সভাপতির উত্তরসূরি নির্ধারণ সংক্রান্ত পর্যালোচনাসহ বোর্ডের আকার ও গঠনের বিষয়ে পর্যালোচনা ও সুপারিশ প্রদান করা।
- পরিচালক ও উচ্চ পর্যায়ের নির্বাহী কর্মকর্তাদের যোগ্যতা, ইতিবাচক দিকসমূহ, অভিজ্ঞতা ও স্বাধীনতা নির্ধারণের জন্য মনোনয়ন মাপকাঠি সংক্রান্ত নীতিমালা পর্যালোচনা ও বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা।
- নির্ধারিত মনোনয়ন মাপকাঠির আলোকে যারা পরিচালক হওয়ার যোগ্য এবং যাদেরকে উচ্চ পর্যায়ে নির্বাহী পদে নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে সেসব ব্যক্তিকে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে বোর্ডকে সহায়তা করার পাশাপাশি তাঁদের নিয়োগ/পুনঃনিয়োগ এবং বোর্ড কর্তৃক তাঁদের অপসারণের বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করা।
- বয়স, লিঙ্গ, অভিজ্ঞতা, নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও জাতীয়তার বিচারে বোর্ডের গঠনে বৈচিত্র আনয়ন সংক্রান্ত নীতিমালা পর্যালোচনা ও বোর্ডের নিকট সে সংক্রান্ত সুপারিশ উপস্থাপন করা।
- নির্ধারিত সময় অন্তর অন্তর বোর্ডের আচরণবিধি পর্যালোচনা করার পাশাপাশি বোর্ডের বিবেচনার জন্য এ সংক্রান্ত কোন সংশোধনের বিষয়ে সুপারিশ করা।
- কোন নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত পরিচালকের জন্য কার্যকর 'ইনডাকশান' প্রক্রিয়া নিশ্চিত করার পাশাপাশি নিয়মিতভাবে এর কার্যকারিতা পর্যালোচনা করা।
- বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারি নিয়োগের ক্ষেত্রে কোম্পানির চাহিদা নিরূপণ করার পাশা-পাশি তাদের বাছাই, ট্রান্সফার অথবা রিপ্লেসমেন্ট ও প্রমোশন সংক্রান্ত মাপকাঠি নির্ধারণ করা।
- কোম্পানির মানবসম্পদ ও প্রশিক্ষণ নীতিমালাসমূহ প্রতি বছরান্তে প্রণয়ন, সুপারিশ ও পর্যালোচনা করা।
- পরিচালকবৃন্দ ও উচ্চ পর্যায়ের নির্বাহী কর্মকর্তাদের সম্মানী সংক্রান্ত নীতিমালা পর্যালোচনা ও সুপারিশ করা এবং এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনায় রাখা:
  - ক) কোম্পানি সফলভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে যোগ্য পরিচালকগণকে আকৃষ্ঠ করা, কোম্পানিতে তাঁদের ধরে রাখা এবং প্রয়োজনীয় প্রণোদনা প্রদান করার লক্ষ্যে পারিশ্রমিকের মাত্রা ও গঠন যৌক্তিক ও পর্যাপ্ত হবে।
  - খ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দক্ষতার বিচারে পারিশ্রমিকের পরিমাণ সুনির্দিষ্ট হবে এবং তা যথাযথ দক্ষতার মাপকাঠি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে, এবং
  - গ) কোম্পানির কার্যক্রম ও এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য অনুকূল স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী সাফল্যের আলোকে সংগতিপূর্ণ ফিক্সড ও প্রণোদনামূলক পারিশ্রমিকের মাঝে সমতা বজায় রেখে পরিচালকবৃন্দ ও উচ্চ পর্যায়ের নির্বাহী কর্মকর্তাদের সম্মানী নির্ধারণ করা হবে।
- স্বাধীন পরিচালকসহ বোর্ডের সাফল্য মূল্যায়ন করার মানদন্ড নির্ধারণে বোর্ডকে সহায়তা করা।
- বোর্ডের অনির্বাহী পরিচালকদের সভায় যোগদান ববাদ ফি পর্যালোচনা ও বোর্ডের নিকট এ বিষয়ে সুপারিশ প্রদান করা।
- আর্থিক বছরে কমিটির কার্যক্রম সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদনের বিষয়ে সুপারিশের জন্য বোর্ডের নিকট উপস্থাপন করা।
- বোর্ড কর্তৃক নির্দেশিত বা দেশের আইন ও বিধি-বিধানে উল্লেখিত ধারার অনুযায়ী আবশ্যক হতে পারে এমন অন্যান্য সব গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা/বিষয়।

মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটির পক্ষে,

রূপালী এইচ চৌধুরী
চেয়ারপারসন
মনোনয়ন ও সম্মানী কমিটি (এনআরসি)
ঢাকা, ৪ঠা মার্চ, ২০১৯

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি কনসলিডেটেড স্বতন্ত্র অডিটর প্রতিবেদন

আর্থিক বিবরণীসমূহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন

মতামত

আমরা লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের (তৎপরবর্তীতে 'গ্রুপ' বলে উল্লিখিত) কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহের নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছি: ২০১৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর অবধি কোম্পানির কনসলিডেটেড আর্থিক অবস্থার বিবরণ, কনসলিডেটেড লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণ, কনসলিডেটেড ইক্যুইটিতে পরিবর্তনের বিবরণ এবং তৎসময় সমাপ্ত বছরে নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণ এবং উল্লেখযোগ্য এ্যাকাউন্টিং নীতিমালাসমূহের পাশাপাশি ব্যাখ্যাসূচক অন্যান্য তথ্যাদি নিয়ে উক্ত বিবরণী আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে।

আমাদের মতামত অনুযায়ী, উক্ত কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহে ২০১৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর অবধি গ্রুপের কনসলিডেটেড আর্থিক অবস্থা এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিবেদন প্রদান বিধিসমূহের (আইএফআরএস) পাশাপাশি প্রযোজ্য অন্যান্য আইন ও বিধিসমূহের আলোকে তৎসময়ান্তে সমাপ্ত বছরের কনসলিডেটেড আর্থিক সাফল্য ও কনসলিডেটেড নগদ অর্থ প্রবাহ সংক্রান্ত তথ্য সকল বাস্তবিক বিচারে সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

মতামতের ভিত্তি

আমরা আন্তর্জাতিক নিরীক্ষা বিধিসমূহ (আইএসএ) অনুযায়ী আমাদের নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছি। আমাদের প্রতিবেদনের কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহের নিরীক্ষা বিষয়ক নিরীক্ষকের দায়িত্বসমূহ শীর্ষক অংশে উক্ত বিধিসমূহের আওতায় আমাদের দায়িত্বসমূহ বর্ণিত হয়েছে। পেশাদার এ্যাকাউন্ট্যান্টস এর জন্য প্রণীত এ্যাকাউন্ট্যান্টস কোড অব ইথিকস (আইইএসবিএ কোড) সংক্রান্ত ইন্টারন্যাশনাল ইথিকস স্ট্যান্ডার্ডস বোর্ড অনুযায়ী আমরা গ্রুপ হতে স্বাধীন এবং আইইএসবিএ কোড অনুযায়ী আমরা অন্যান্য নৈতিক দায়িত্বসমূহ পালন করেছি। আমরা বিশ্বাস করি যে, আমরা নিরীক্ষা সংক্রান্ত যেসব তথ্য প্রমাণাদি লাভ করেছি তা আমাদের মতামতের ভিত্তি তৈরির জন্য পর্যাপ্ত ও যথাযথ।

গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদি

গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদি হল ঐ সকল বিষয় যেগুলো আমাদের পেশাদার বিচার-বিবেচনায় বর্তমান বছরের কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহের নিরীক্ষা কার্যক্রমে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। উক্ত বিষয়সমূহ সার্বিকভাবে কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহের এবং তার ভিত্তিতে আমাদের মতামত তৈরির ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় এবং উক্ত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে আমরা কোন পৃথক মতামত প্রদান করি না।

অন্যান্য তথ্যাদি

অন্যান্য তথ্যাদির ব্যাপারে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ দায়বদ্ধ। উক্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশের পর আমাদের নিকট বার্ষিক প্রতিবেদন পৌছাবে বলে আশা করা হয়।

কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহ সংক্রান্ত আমাদের মতামতের আওতায় অন্যান্য তথ্যাদি বিবেচনা করা হয় না এবং উক্ত বিষয়ে আমরা কোনরূপ নিশ্চয়তামূলক উপসংহার ব্যক্ত করি না।

কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহের নিরীক্ষার প্রেক্ষিতে উপরোল্লিখিত অন্যান্য তথ্যাদি প্রাপ্তি সাপেক্ষে এগুলো পড়ে দেখা এবং এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহ অথবা নিরীক্ষা হতে প্রাপ্ত আমাদের ধারণার সাথে অন্যান্য তথ্যাদির বড় ধরনের কোন অসঙ্গতি রয়েছে কিনা অথবা এসব তথ্য অন্যকোন ভাবে গুরুতরভাবে ভূল উপস্থাপিত হয়েছে কিনা তা বিবেচনা করা হল আমাদের দায়িত্ব।

কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহের ব্যাপারে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দায়িত্বসমূহ

ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যানশিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (আইএফআরএস) অনুযায়ী উক্ত কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত ও এই বিবরণীসমূহের সুষ্ঠু উপস্থাপনার পাশাপাশি অসততা গুরুতর মিথ্যা বিবরণ হতে মুক্ত বা ভুলের কারণে সৃষ্ট কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতের অনুকূল এমন অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ যা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন, তা বজায় রাখার দায়িত্ব ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের উপর বর্তায়।

কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহের নিরীক্ষা সংক্রান্ত নিরীক্ষকের দায়িত্বসমূহ

সার্বিকভাবে কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহ অসততা বা ভুলের কারণে সৃষ্ট গুরুতর অসত্য বিবরণ হতে মুক্ত কিনা সে ব্যাপারে যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়তা প্রাপ্তির পাশাপাশি আমাদের মতামত তুলে ধরে এমন একটি নিরীক্ষকের প্রতিবেদন উপস্থাপন করা আমাদের উদ্দেশ্য। যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়তা একটি উচ্চ পর্যায়ের নিশ্চয়তা, কিন্তু এটি এই মর্মে কোন নিশ্চয়তা প্রদান করে না যে, নিরীক্ষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক বিধিসমূহ (আইএসএ) কোন গুরুতর অসত্য বিবরণ থাকলে তা সবসময় চিহ্নিত করবে। অসত্য বিবরণীসমূহ অসততা বা ভুল হতে উদ্ভুত হতে পারে এবং এসব বিবরণ তখনই গুরুতর হিসেবে বিবেচিত হয় যখন একক বা সমষ্টিগতভাবে এসব কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীর উপর ভিত্তি করে ব্যবহারকারীগণ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তকে এগুলো প্রভাবিত করবে বলে ধারণা করা হয়।

নিরীক্ষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক বিধিসমূহ (আইএসএ) অনুযায়ী পরিচালিত নিরীক্ষার অংশ হিসেবে আমরা পুরো নিরীক্ষা ব্যাপী পেশাদার বিচার বিবেচনা কাজে লাগানোর পাশাপাশি পেশাদার অনিশ্চিত ধারণা বজায় রেখেছি। পাশাপাশি আমরা:

- কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহে অসততা বা ভুল হতে সৃষ্ট গুরুতর অসত্য বিবরণের উপস্থিতিজনিত ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত ও মূল্যায়ন করার পাশাপাশি উক্ত ঝুঁকিসমূহ মোকাবিলার লক্ষ্যে বিভিন্ন নিরীক্ষা প্রক্রিয়া পরিকল্পনা ও সম্পাদন করি এবং আমাদের মতামতের ভিত্তি তৈরির অনুকূল পর্যাপ্ত ও যথাযথ নিরীক্ষা প্রমাণাদি সংগ্রহ করি। ভুলের কারণে সৃষ্ট অসত্য বিবরণ অপেক্ষা অসততাজনিত গুরুতর অসত্য বিবরণ চিহ্নিত না করার ঝুঁকি বেশি, কারণ অসততার পেছনে থাকতে পারে গোপন প্রতারণা, ইচ্ছাকৃত কোন তথ্য বাদ দেয়া, ভুল তথ্য উপস্থাপন করা অথবা অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ উপেক্ষা করা।
- পরিস্থিতি বিচারে যথাযথ নিরীক্ষা প্রক্রিয়াসমূহ নির্ধারণ করার লক্ষ্যে নিরীক্ষা সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা অর্জন করি।

- বাস্তবায়িত এ্যাকাউন্টিং নীতিমালার পাশাপাশি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত এ্যাকউন্টিং সম্পর্কিত আনুমানিক হিসাবাদি ও তৎসংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করি।
- এ্যাকাউন্টিং-এর সাপেক্ষে চলমান প্রতিষ্ঠান গোয়িং কনসার্ন সংক্রান্ত ভিত্তিকে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কাজে লাগানোর যথার্থতার পাশাপাশি, গোয়িং কনসার্ন হিসেবে কোম্পানির সামর্থ্য অব্যাহত থাকার বিষয়ে বড় ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে এমন বিভিন্ন ঘটনা বা অবস্থার সম্পর্কিত কোন গুরুতর অনিশ্চয়তা রয়েছে কিনা তা বিবেচনায় রেখে প্রাপ্ত নিরীক্ষা বিষয়ক তথ্য-প্রমাণাদির ভিত্তিতে এ সংক্রান্ত উপসংহারে পৌঁছে থাকি। যদি আমরা এই উপসংহারে পৌঁছি যে, বড় ধরনের অনিশ্চয়তা রয়েছে, সেক্ষেত্রে আর্থিক বিবরণীতে এ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশের বিষয়টি আমাদের নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হয়, অথবা যদি এ ধরনের তথ্য প্রকাশ অপর্যাপ্ত হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের মতামত পরিবর্তন করতে হয়। আমাদের নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশের তারিখ অবধিপ্রাপ্ত নিরীক্ষা বিষয়ক তথ্য প্রমাণাদির ভিত্তিতে আমাদের উপসংহার রচিত হয়। অবশ্য, ভবিষ্যত ঘটনাবলী বা অবস্থাসমূহের প্রভাবে কোম্পানি 'গোয়িং কনসার্ন' হিসেবে অব্যাহত থাকার পথ রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে।
- তথ্য প্রকাশ এবং আর্থিক বিবরণীসমূহ এমনভাবে অদৃশ্যমান অথচ গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজেকশন ও ঘটনাসমূহ তুলে ধরে যাতে একটি সুষ্ঠু উপস্থাপনা নিশ্চিত করা যায় সে বিষয়টি বিবেচনায় আনা সহ আর্থিক বিবরণীসমূহের সার্বিক উপস্থাপনা, কাঠামো ও বিষয়বস্তু মূল্যায়ন করে থাকি।

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় কোন ধরনের ঘাটতিসহ অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে নিরীক্ষার পরিকল্পিত পরিধি ও সময় এবং নিরীক্ষায় প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদির বিষয়ে পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের সাথে এসংক্রান্ত বিষয়েও যোগাযোগ করি।

আমাদের কাজের স্বাধীনতা সংক্রান্ত নৈতিক শর্তাবলী যে আমরা পরিপালন করেছি সে সম্পর্কিত একটি বিবৃতি আমরা পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের নিকট উপস্থাপন করি। এছাড়া আমাদের দায়িত্ব পালনের স্বাধীনতার উপর প্রভাব রাখে বলে যুক্তিসঙ্গতভাবে মনে হতে পারে এমনসব সম্পর্ক ও অন্যান্য বিষয়াদি এবং সেখানে প্রয়োজ্য, এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি উক্ত বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।

পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের নিকট উপস্থাপিত বিষয়গুলো হতে আমরা ঐসব বিষয় নির্ধারণ করি যেগুলো আলোচ্য বছরের কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহের নিরীক্ষার জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিধায় গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষা বিষয় হিসেবে বিবেচ্য। আমরা আমাদের নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উক্ত বিষয়সমূহ বর্ণনা করি, যদি না সংশ্লিষ্ট কোন আইন বা বিধি মোতাবেক এ বিষয়ে তথ্য প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা বজায় থাকে এবং অত্যন্ত বিরল পরিস্থিতিতে যখন আমরা এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, উক্ত বিষয়টি আমাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা সমীচিন নয়, কারণ এই ধরনে তথ্য প্রকাশের কারণ জনস্বার্থের জন্য সুফল অপেক্ষা বিরূপ ফলাফল বেশি হবে বলে মনে করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে।

আমরা আলোচ্য নিরীক্ষাধীন বছরে এই ধরনের কোন নিরীক্ষা বিষয়ক গুরুতর সমস্যার মুখোমুখি হয়নি বিধায় প্রতিবেদনে এ সংক্রান্ত কোন কিছুর উল্লেখ নেই।

প্রযোজ্য অন্যান্য আইন ও বিধি মোতাবেক প্রতিবেদন

কোম্পানি আইন ১৯৯৪, ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডস অন অডিটিং নীতি অনুযায়ী আমরা আরো উল্লেখ করছি যে:

(ক) আমাদের সর্বোচ্চ জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী আমাদের নিরীক্ষাকার্যের জন্যে যে সমস্ত তথ্যাদি ও ব্যাখ্যাসমূহ আবশ্যক ছিল, আমরা সেগুলো পুরোপুরি পেয়েছি এবং সেগুলোর সত্যতা যাচাই করে দেখেছি।

(খ) আমাদের মতে, আইন অনুযায়ী যে সমস্ত প্রয়োজনীয় হিসাবরক্ষণ কার্যে ব্যবহৃত বই কোম্পানির থাকা আবশ্যক, আমাদের পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, সেগুলোর সবই গ্রুপের রয়েছে।

(গ) কনসলিডেটেড আর্থিক অবস্থার বিবরণ এবং কনসলিডেটেড লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণগুলো হিসাব বই এর সাথে সংযুক্তি নোট ১ থেকে ৪৩ চুক্তিতে প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে; এবং

(ঘ) যে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, তা গ্রুপের ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে।

ঢাকা, ৪ঠা মার্চ, ২০১৯

হোদা ভাসি চৌধুরী এন্ড কোং
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি স্বতন্ত্র অডিটর প্রতিবেদন

আর্থিক বিবরণীসমূহ নিরীক্ষা প্রতিবেদন

মতামত

আমরা লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেডের (তৎপরবর্তীতে 'কোম্পানি' বলে উল্লিখিত) কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট আর্থিক বিবরণীসমূহের নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছি; ২০১৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর অবধি কোম্পানির আর্থিক অবস্থার বিবরণ, লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণ, ইক্যুইটিতে পরিবর্তনের বিবরণ এবং তৎসময় সমাপ্ত বছরে নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণ এবং উল্লেখযোগ্য এ্যাকাউন্টিং নীতিমালাসমূহের পাশাপাশি ব্যাখ্যাসূচক অন্যান্য তথ্যাদি নিয়ে উক্ত বিবরণী আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে।

আমাদের মতামত অনুযায়ী, উক্ত আর্থিক বিবরণীসমূহে ২০১৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর অবধি কোম্পানির আর্থিক অবস্থা এবং আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিবেদন প্রদান বিধিসমূহের (আইএফআরএস) পাশাপাশি প্রযোজ্য অন্যান্য আইন ও বিধিসমূহের আলোকে তৎসময়ান্তে সমাপ্ত বছরের আর্থিক সাফল্য ও নগদ অর্থ প্রবাহ সংক্রান্ত তথ্য সকল বাস্তবিক বিচারে সুষ্ঠুভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

মতামতের ভিত্তি

আমরা আন্তর্জাতিক নিরীক্ষা বিধিসমূহ (আইএসএ) অনুযায়ী আমাদের নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করেছি। আমাদের প্রতিবেদনের আর্থিক বিবরণীসমূহের নিরীক্ষা বিষয়ক নিরীক্ষকের দায়িত্বসমূহ শীর্ষক অংশে উক্ত বিধিসমূহের আওতায় আমাদের দায়িত্বসমূহ বর্ণিত হয়েছে। পেশাদার এ্যাকাউন্ট্যান্টস এর জন্য প্রণীত এ্যাকাউন্ট্যান্টস কোড অব ইথিকস (আইইএসবিএ কোড) সংক্রান্ত ইন্টারন্যাশনাল ইথিকস স্ট্যান্ডার্ডস বোর্ড অনুযায়ী আমরা কোম্পানি হতে স্বাধীন এবং আইইএসবিএ কোড অনুযায়ী আমরা অন্যান্য নৈতিক দায়িত্বসমূহ পালন করেছি। আমরা বিশ্বাস করি যে, আমরা নিরীক্ষা সংক্রান্ত যেসব তথ্য প্রমাণাদি লাভ করেছি তা আমাদের মতামতের ভিত্তি তৈরির জন্য পর্যাপ্ত ও যথাযথ।

গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদি

গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদি হল ঐ সকল বিষয় যেগুলো আমাদের পেশাদার বিচার-বিবেচনায় বর্তমান বছরের আর্থিক বিবরণীসমূহের নিরীক্ষা কার্যক্রমে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। উক্ত বিষয়সমূহ সার্বিকভাবে আর্থিক বিবরণীসমূহের এবং তার ভিত্তিতে আমাদের মতামত তৈরির ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয় এবং উক্ত বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে আমরা কোন পৃথক মতামত প্রদান করি না।

অন্যান্য তথ্যাদি

অন্যান্য তথ্যাদির ব্যাপারে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ দায়বদ্ধ। উক্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশের পর আমাদের নিকট বার্ষিক প্রতিবেদন পৌছাবে বলে আশা করা হয়।

আর্থিক বিবরণীসমূহ সংক্রান্ত আমাদের মতামতের আওতায় অন্যান্য তথ্যাদি বিবেচনা করা হয় না এবং উক্ত বিষয়ে আমরা কোনরূপ নিশ্চয়তামূলক উপসংহার ব্যক্ত করি না।

আর্থিক বিবরণীসমূহের নিরীক্ষার প্রেক্ষিতে উপরোল্লিখিত অন্যান্য তথ্যাদি প্রাপ্তি সাপেক্ষে এগুলো পড়ে দেখা এবং এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আর্থিক বিবরণীসমূহ অথবা নিরীক্ষা হতে প্রাপ্ত আমাদের ধারণার সাথে অন্যান্য তথ্যাদির বড় ধরনের কোন অসঙ্গতি রয়েছে কিনা অথবা এসব তথ্য অন্য কোন ভাবে গুরুতরভাবে ভূল উপস্থাপিত হয়েছে কিনা তা বিবেচনা করা হল আমাদের দায়িত্ব।

আর্থিক বিবরণীসমূহের ব্যাপারে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের দায়িত্বসমূহ

ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যানশিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (আইএফআরএস) অনুযায়ী উক্ত আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত ও এই বিবরণীসমূহের সুষ্ঠু উপস্থাপনার পাশাপাশি অসততা গুরুতর মিথ্যা বিবরণ হতে মুক্ত বা ভুলের কারণে সৃষ্ট আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতের অনুকূল এমন অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ যা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় বলে মনে করেন, তা বজায় রাখার দায়িত্ব ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের উপর বর্তায়।

আর্থিক বিবরণীসমূহের নিরীক্ষা সংক্রান্ত নিরীক্ষকের দায়িত্বসমূহ

সার্বিকভাবে আর্থিক বিবরণীসমূহ অসততা বা ভুলের কারণে সৃষ্ট গুরুতর অসত্য বিবরণ হতে মুক্ত কিনা সে ব্যাপারে যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়তা প্রাপ্তির পাশাপাশি আমাদের মতামত তুলে ধরে এমন একটি নিরীক্ষকের প্রতিবেদন উপস্থাপন করা আমাদের উদ্দেশ্য। যুক্তিসঙ্গত নিশ্চয়তা একটি উচ্চ পর্যায়ের নিশ্চয়তা, কিন্তু এটি এই মর্মে কোন নিশ্চয়তা প্রদান করে না যে, নিরীক্ষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক বিধিসমূহ (আইএসএ) কোন গুরুতর অসত্য বিবরণ থাকলে তা সবসময় চিহ্নিত করবে। অসত্য বিবরণীসমূহ অসততা বা ভুল হতে উদ্ভুত হতে পারে এবং এসব বিবরণ তখনই গুরুতর হিসেবে বিবেচিত হয় যখন একক বা সমষ্টিগতভাবে এসব আর্থিক বিবরণীর উপর ভিত্তি করে ব্যবহারকারীগণ কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন অর্থনৈতিক সিদ্ধান্তকে এগুলো প্রভাবিত করবে বলে ধারণা করা হয়।

নিরীক্ষা বিষয়ক আন্তর্জাতিক বিধিসমূহ (আইএসএ) অনুযায়ী পরিচালিত নিরীক্ষার অংশ হিসেবে আমরা পুরো নিরীক্ষাব্যাপী পেশাদার বিচার বিবেচনা কাজে লাগানোর পাশাপাশি পেশাদার অনিশ্চিত ধারণা বজায় রেখেছি। পাশাপাশি আমরা:

- আর্থিক বিবরণীসমূহে অসততা বা ভুল হতে সৃষ্ট গুরুতর অসত্য বিবরণের উপস্থিতিজনিত ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত ও মূল্যায়ন করার পাশাপাশি উক্ত ঝুঁকিসমূহ মোকাবিলার লক্ষ্যে বিভিন্ন নিরীক্ষা প্রক্রিয়া পরিকল্পনা ও সম্পাদন করি এবং আমাদের মতামতের ভিত্তি তৈরির অনুকূল পর্যাপ্ত ও যথাযথ নিরীক্ষা প্রমাণাদি সংগ্রহ করি। ভুলের কারণে সৃষ্ট অসত্য বিবরণ অপেক্ষা অসততাজনিত গুরুতর অসত্য বিবরণ চিহ্নিত না করার ঝুঁকি বেশি, কারণ অসততার পেছনে থাকতে পারে গোপন প্রতারণা, ইচ্ছাকৃত কোন তথ্য বাদ দেয়া, ভুল তথ্য উপস্থাপন করা অথবা অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ উপেক্ষা করা।
- পরিস্থিতি বিচারে যথাযথ নিরীক্ষা প্রক্রিয়াসমূহ নির্ধারণ করার লক্ষ্যে নিরীক্ষা সংক্রান্ত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে সম্যক ধারণা অর্জন করি।

- বাস্তবায়িত এ্যাকাউন্টিং নীতিমালার পাশাপাশি ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উপস্থাপিত এ্যাকউন্টিং সম্পর্কিত আনুমানিক হিসাবাদি ও তৎসংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশের যৌক্তিকতা মূল্যায়ন করি।
- এ্যাকাউন্টিং-এর সাপেক্ষে চলমান প্রতিষ্ঠান গোয়িং কনসার্ন সংক্রান্ত ভিত্তিকে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কাজে লাগানোর যথার্থতার পাশাপাশি, গোয়িং কনসার্ন হিসেবে কোম্পানির সামর্থ্য অব্যাহত থাকার বিষয়ে বড় ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে এমন বিভিন্ন ঘটনা বা অবস্থার সম্পর্কিত কোন গুরুতর অনিশ্চয়তা রয়েছে কিনা তা বিবেচনায় রেখে প্রাপ্ত নিরীক্ষা বিষয়ক তথ্য-প্রমাণাদির ভিত্তিতে এ সংক্রান্ত উপসংহারে পৌছে থাকি। যদি আমরা এই উপসংহারে পৌছি যে, বড় ধরনের অনিশ্চয়তা রয়েছে, সেক্ষেত্রে আর্থিক বিবরণীতে এ সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশের বিষয়টি আমাদের নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উল্লেখ করতে হয়, অথবা যদি এ ধরনের তথ্য প্রকাশ অপর্যাপ্ত হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের মতামত পরিবর্তন করতে হয়। আমাদের নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রকাশের তারিখ অবধিপ্রাপ্ত নিরীক্ষা বিষয়ক তথ্য প্রমাণাদির ভিত্তিতে আমাদের উপসংহার রচিত হয়। অবশ্য, ভবিষ্যত ঘটনাবলী বা অবস্থাসমূহের প্রভাবে কোম্পানি 'গোয়িং কনসার্ন' হিসেবে অব্যাহত থাকার পথ রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে।
- তথ্য প্রকাশ এবং আর্থিক বিবরণীসমূহ এমনভাবে অদৃশ্যমান অথচ গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজেকশন ও ঘটনাসমূহ তুলে ধরে যাতে একটি সুষ্ঠু উপস্থাপনা নিশ্চিত করা যায় সে বিষয়টি বিবেচনায় আনা সহ আর্থিক বিবরণীসমূহের সার্বিক উপস্থাপনা, কাঠামো ও বিষয়বস্তু মূল্যায়ন করে থাকি।

অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় কোন ধরনের ঘাটতিসহ অন্যান্য বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে নিরীক্ষার পরিকল্পিত পরিধি ও সময় এবং নিরীক্ষায় প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদির বিষয়ে পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের সাথে এ সংক্রান্ত বিষয়েও যোগাযোগ করি।

আমাদের কাজের স্বাধীনতা সংক্রান্ত নৈতিক শর্তাবলী যে আমরা পরিপালন করেছি সে সম্পর্কিত একটি বিবৃতি আমরা পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের নিকট উপস্থাপন করি। এছাড়া আমাদের দায়িত্ব পালনের স্বাধীনতার উপর প্রভাব রাখে বলে যুক্তিসঙ্গতভাবে মনে হতে পারে এমনসব সম্পর্ক ও অন্যান্য বিষয়াদি এবং সেখানে প্রয়োজ্য, এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি উক্ত বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।

পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গের নিকট উপস্থাপিত বিষয়গুলো হতে আমরা ঐসব বিষয় নির্ধারণ করি যেগুলো আলোচ্য বছরের আর্থিক বিবরণীসমূহের নিরীক্ষার জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিধায় গুরুত্বপূর্ণ নিরীক্ষা বিষয় হিসেবে বিবেচ্য। আমরা আমাদের নিরীক্ষা প্রতিবেদনে উক্ত বিষয়সমূহ বর্ণনা করি, যদি না সংশ্লিষ্ট কোন আইন বা বিধি মোতাবেক এ বিষয়ে তথ্য প্রকাশের উপর নিষেধাজ্ঞা বজায় থাকে এবং অত্যন্ত বিরল পরিস্থিতিতে যখন আমরা এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি যে, উক্ত বিষয়টি আমাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা সমীচিন নয়, কারণ এই ধরনের তথ্য প্রকাশের কারণ জনস্বার্থের জন্য সুফল অপেক্ষা বিরূপ ফলাফল বেশি হবে বলে মনে করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে।

আমরা আলোচ্য নিরীক্ষাধীন বছরে এই ধরনের কোন নিরীক্ষা বিষয়ক গুরুতর সমস্যার মুখোমুখি হয়নি বিধায় প্রতিবেদনে এ সংক্রান্ত কোন কিছুর উল্লেখ নেই।

প্রযোজ্য অন্যান্য আইন ও বিধি মোতাবেক প্রতিবেদন

কোম্পানি আইন ১৯৯৪, ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডস অন অডিটিং নীতি অনুযায়ী আমরা আরো উল্লেখ করছি যে:

(ক) আমাদের সর্বোচ্চ জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুযায়ী আমাদের নিরীক্ষাকার্যের জন্যে যে সমস্ত তথ্যাদি ও ব্যাখ্যাসমূহ আবশ্যক ছিল, আমরা সেগুলো পুরোপুরি পেয়েছি এবং সেগুলোর সত্যতা যাচাই করে দেখেছি।

(খ) আমাদের মতে, আইন অনুযায়ী যে সমস্ত প্রয়োজনীয় হিসাবরক্ষণ কার্যে ব্যবহৃত বই কোম্পানির থাকা আবশ্যক, আমাদের পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, সেগুলোর সবই গ্রুপের রয়েছে।

(গ) আর্থিক অবস্থার বিবরণ এবং লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণগুলো হিসাব বই এর সাথে সংযুক্তি নোট ১ থেকে ৪৩ চুক্তিতে প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে; এবং

(ঘ) যে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, তা কোম্পানির ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যেই করা হয়েছে।

ঢাকা, ৪ঠা মার্চ, ২০১৯

হোদা ভাসি চৌধুরী এন্ড কোং
চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

কনসলিডেটেড আর্থিক অবস্থার বিবরণ

		৩১শে ডিসেম্বর তারিখের	
		২০১৮	২০১৭
	টীকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
সম্পত্তিসমূহ			
যে সম্পত্তিসমূহ চলতি নহে		৩,৫৪৭,৯৭৪	৩,৩১৭,৮৩৭
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম	২১	৩,৪৪৫,৪৬২	৩,২১৮,৬৩৮
অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ	২২	১১,৭৫৫	১৮,৬৯৯
অগ্রিম, জমা এবং আগাম পরিশোধ	১৭	৯০,৭৫৭	৮০,৫০০
চলতি সম্পত্তিসমূহ		৩,৩০১,২৫৩	২,৬২৬,৯৭০
মজুদ সামগ্রী	১৫	৮৪২,৮৯৫	৬৮৩,৫৭৫
বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রাপ্যসমূহ	১৬	৬১৮,৯৬৯	৬০৮,৫০৫
অগ্রিম, জমা এবং আগাম পরিশোধ	১৭	২২৪,৪১৫	১৮০,৮৮৬
বিনিয়োগ	১৮	১০,৭৫৩	১০,৫৩৫
চলতি কর সম্পত্তিসমূহ	২৮(ক)	–	১১,১১৩
নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমূহ	১৯(ক)	১,৬০৪,২২১	১,৩৩২,৩৫৬
মোট সম্পত্তিসমূহ		৬,৮৪৯,২২৭	৫,৯৪৪,৮০৬
ইক্যুইটি ও দায়সমূহ			
শেয়ারহোল্ডারগণের ইক্যুইটি			
শেয়ার মূলধন	২৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩
ইক্যুইটির অন্যান্য উপাদান		১৬,০৬৯	৯,৯১৫
সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল/রক্ষিত আয়		৪,৩০৪,১৫১	৩,৫১৩,৫৫৯
কোম্পানির স্বত্বাধিকারীর অনুকূলে অর্জনযোগ্য ইক্যুইটি		৪,৪৭২,৪০৩	৩,৬৭৫,৬৫৭
নিয়ন্ত্রণ-বহির্ভূত সুদ	৩৯	০.৩৮	০.৭৩
শেয়ারহোল্ডারগণের মোট ইক্যুইটি		৪,৪৭২,৪০৪	৩,৬৭৫,৬৫৯
যে দায়সমূহ চলতি নহে		৭৩১,০২৮	৬৯৬,০১২
কর্মচারিদের কল্যাণ সুবিধাদি	২৪	১৫৫,৪৬৫	১৬১,৩৪২
বিলম্বিত কর দায়সমূহ	১৪.১	৩২৭,৩২৮	২৯৯,১৭১
অন্যান্য যে দায়সমূহ চলতি নহে	২৫	২৪৮,২৩৫	২৩৫,৪৯৯
চলতি দায়সমূহ		১,৬৪৫,৭৯৫	১,৫৭৩,১৩৬
বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রদেয়	২৬(ক)	১,৪১৩,৫১১	১,৪১১,৩২২
খরচ বাবদ বরাদ্দ	২৭(ক)	১৪৬,০১৭	১৬১,৮১৪
চলতি কর দায়সমূহ	২৮(ক)	৮৬,২৬৭	–
মোট ইক্যুইটি এবং দায়সমূহ		৬,৮৪৯,২২৭	৫,৯৪৪,৮০৬
শেয়ারপ্রতি নীট সম্পত্তি	২৯(ক)	২৯৩.৮৮	২৪১.৫৩

এই আর্থিক বিবৃতি যৌথভাবে সংযুক্ত নোটের সহিত পড়া বাঞ্ছনীয়।

ঢাকা, ৪ঠা মার্চ, ২০১৯

একই তারিখে আমাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী

আইয়ুব কাদরী	**মহসীন উদ্দীন আহমেদ**	**মো: আনিছুজ্জামান**	**আবু মোহাম্মদ নিছার**	**হোদা ভাসি চৌধুরী এন্ড কোং**
সভাপতি	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	চীফ ফিনান্সিয়াল অফিসার	কোম্পানি সচিব	চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

কনসলিডেটেড লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণ

		৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের	
		২০১৮	২০১৭
	টীকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
রেভিনিউ	৬	৫,৪৬০,১৯০	৪,৯৪১,৭৯৯
বিক্রিত পণ্যের খরচ	৭	(৩,১৭৭,০৯৭)	(২,৬৩২,২২৭)
মোট মুনাফা		২,২৮৩,০৯৩	২,৩০৯,৫৭২
অন্যান্য বাবদ আয়/(ক্ষতি)	৯	৩০,৫৩৯	(১৮,৮৪৭)
পরিচালনা ব্যয়	৮(ক)	(৯০৬,৮০৫)	(৯৩৩,৯৫৫)
পরিচালনাসমূহ হতে মুনাফা		১,৪০৬,৮২৭	১,৩৫৬,৭৭০
অর্থায়ন হতে নীট আয়	১০	২৯,৩৩৫	১৬,০০৯
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল গঠন-পূর্ব মুনাফা		১,৪৩৬,১৬২	১,৩৭২,৭৭৯
শ্রমিকদের মুনাফা অংশিদারিত্ব তহবিল	১২	(৭১,৮১৪)	(৬৮,৬৪৫)
কর পূর্ব মুনাফা		১,৩৬৪,৩৪৮	১,৩০৪,১৩৪
আয়কর বাবদ খরচ	১৪	(৩৬০,৭০০)	(৩৫১,৫২২)
মুনাফা		১,০০৩,৬৪৮	৯৫২,৬১২
অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়		৬,১৫৪	৯,৯১৫
মোট কমপ্রিহেনসিভ আয়		১,০০৯,৮০২	৯৬২,৫২৭
মুনাফা হতে অর্জন:			
কোম্পানির মালিকানা		১,০০৩,৬৪৮	৯৫২,৬১২
অনিয়ন্ত্রিত সুদসমুহ	৩৯	–	–
		১,০০৩,৬৪৮	৯৫২,৬১২
মোট কমপ্রিহেনসিভ আয় হতে অর্জন:			
কোম্পানির মালিকানা		১,০০৯,৮০২	৯৬২,৫২৭
অনিয়ন্ত্রিত সুদসমুহ	৩৯	–	–
		১,০০৯,৮০২	৯৬২,৫২৭
শেয়ারপ্রতি আয়:			
শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয় (টাকা ১০/=)	১১(ক)	৬৫.৯৫	৬২.৬০

এই আর্থিক বিবৃতি যৌথভাবে সংযুক্ত নোটের সহিত পড়া বাঞ্ছনীয়।

ঢাকা, ৪ঠা মার্চ, ২০১৯

একই তারিখে আমাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী

আইয়ুব কাদরী	**মহসীন উদ্দীন আহমেদ**	**মো: আনিছুজ্জামান**	**আবু মোহাম্মদ নিছার**	**হোদা ভাসি চৌধুরী এন্ড কোং**
সভাপতি	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	চীফ ফিনান্সিয়াল অফিসার	কোম্পানি সচিব	চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

কনসলিডেটেড ইক্যুইটি পরিবর্তনের বিবরণ

			কোম্পানির স্বত্তাধিকারীর অনুকূলে অর্জন			
	শেয়ার মূলধন	ইক্যুইটির অন্যান্য উপাদান	সংরক্ষিত তহবিল/ রক্ষিত আয়	মোট	অনিয়ন্ত্রিত সুদসমুহ	মোট ইক্যুইটি
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
১লা জানুয়ারি ২০১৭-এ উদ্বৃত্ত	১৫২,১৮৩	–	৩,০৩২,৭১৪	৩,১৮৪,৮৯৭	১.০৮	৩,১৮৪,৮৯৮
এ বছরের মুনাফা	–	–	৯৫২,৬১২	৯৫২,৬১২	(০.৩৫)	৯৫২,৬১২
এ বছরের অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়	–	৯,৯১৫	–	৯,৯১৫	–	৯,৯১৫
চূড়ান্ত লভ্যাংশ ২০১৬	–	–	(১৬৭,৪০১)	(১৬৭,৪০১)	–	(১৬৭,৪০১)
অন্তর্বর্তীকালিন লভ্যাংশ ২০১৭	–	–	(৩০৪,৩৬৬)	(৩০৪,৩৬৬)	–	(৩০৪,৩৬৬)
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৭-এর উদ্বৃত্ত	১৫২,১৮৩	৯,৯১৫	৩,৫১৩,৫৫৯	৩,৬৭৫,৬৫৭	০.৭৩	৩,৬৭৫,৬৫৮
১লা জানুয়ারি ২০১৮-এ উদ্বৃত্ত	১৫২,১৮৩	৯,৯১৫	৩,৫১৩,৫৫৯	৩,৬৭৫,৬৫৭	০.৭৩	৩,৬৭৫,৬৫৮
এ বছরের মুনাফা	–	–	১,০০৩,৬৪৮	১,০০৩,৬৪৮	(০.৩৫)	১,০০৩,৬৪৮
এ বছরের অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়	–	৬,১৫৪	–	৬,১৫৪	–	৬,১৫৪
চূড়ান্ত লভ্যাংশ ২০১৭	–	–	(২১৩,০৫৬)	(২১৩,০৫৬)	–	(২১৩,০৫৬)
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৮-এর উদ্বৃত্ত	১৫২,১৮৩	১৬,০৬৯	৪,৩০৪,১৫১	৪,৪৭২,৪০৩	০.৩৮	৪,৪৭২,৪০৪

এই আর্থিক বিবৃতি যৌথভাবে সংযুক্ত নোটের সহিত পড়া বাঞ্ছনীয়।

ঢাকা, ৪ঠা মার্চ, ২০১৯

আইয়ুব কাদরী	**মহসীন উদ্দীন আহমেদ**	**মো: আনিছুজ্জামান**	**আবু মোহাম্মদ নিছার**
সভাপতি	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	চীফ ফিনান্সিয়াল অফিসার	কোম্পানি সচিব

কনসলিডেটেড নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণ

	৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের	
	২০১৮	২০১৭
	টাকা '০০০	টাকা '০০০
ক. পরিচালনা কর্মকান্ড থেকে নগদ প্রবাহ		
গ্রাহকদের নিকট হতে নগদ প্রাপ্তি	৫,৩৯৪,৬৩৫	৪,৮২৮,২৪৮
অন্যান্য গ্রহণ	১৬,৩৪১	৪০,৯০৯
কর্মচারি ও সরবরাহকারিদের নগদ অর্থ প্রদান	(৪,০০৬,৩৭২)	(৩,৩০৯,৫৫৩)
পরিচালনা কর্মকান্ড থেকে নগদ উৎপন্ন	১,৪০৪,৬০৪	১,৫৫৯,৬০৪
আয়কর প্রদান	(২৩৪,০১৮)	(৪০১,১৩৪)
সুদ প্রদান	(৯৩৬)	(২০)
পরিচালনা কর্মকান্ড থেকে নীট তহবিল	১,১৬৯,৬৫০	১,১৫৮,৪৫০
খ. বিনিয়োগ কর্মকান্ড থেকে নগদ প্রবাহ		
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম একীভূত বাবদ প্রদান	(৫৫১,৬১৫)	(৯৬৯,০০৮)
একীভূত অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহের প্রদান	–	(৮৩৩)
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম বিক্রয়লব্ধ টাকা	৩৭,১০৫	১,১৭৬
স্থায়ী আমানত বাবদ বিনিয়োগ	(২১৮)	(২৩৬)
সুদ বাবদ আয়	২৭,৯৭১	১৭,৮১৩
বিনিয়োগ কর্মকান্ড থেকে নীট অর্থ ব্যবহৃত	(৪৮৬,৭৫৭)	(৯৫১,০৮৮)
গ. আর্থিক কর্মকান্ড থেকে নগদ প্রবাহ		
লভ্যাংশ প্রদান	(২১১,০২৭)	(৪৬৬,২২৯)
আর্থিক কর্মকান্ড থেকে নীট অর্থ ব্যবহৃত	(২১১,০২৭)	(৪৬৬,২২৯)
নীট বৃদ্ধি/(হ্রাস) নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমুহ (ক+খ+গ)	৪৭১,৮৬৬	(২৫৮,৮৬৭)
নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমুহ- ১ জানুয়ারি	১,১৩২,৩৫৬	১,৩৯১,২২৩
নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমুহ- ৩১শে ডিসেম্বর	১,৬০৪,২২১	১,১৩২,৩৫৬
শেয়ারপ্রতি পরিচালনা থেকে নগদ প্রবাহ (NOCFPS)	৭৬.৮৬	৭৬.১২

এই আর্থিক বিবৃতি যৌথভাবে সংযুক্ত নোটের সহিত পড়া বাঞ্ছনীয়।

ঢাকা, ৪ঠা মার্চ, ২০১৯

আইয়ুব কাদরী	**মহসীন উদ্দীন আহমেদ**	**মো: আনিছুজ্জামান**	**আবু মোহাম্মদ নিছার**
সভাপতি	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	চীফ ফিনান্সিয়াল অফিসার	কোম্পানি সচিব

আর্থিক অবস্থার বিবরণ

		৩১শে ডিসেম্বর তারিখের	
		২০১৮	২০১৭
	টীকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
সম্পত্তিসমূহ			
যে সম্পত্তিসমূহ চলতি নহে		৩,৫৪৮,০১৪	৩,৩১৭,৮৭৭
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম	২১	৩,৪৪৫,৪৬২	৩,২১৮,৬৩৮
অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ	২২	১১,৭৫৫	১৮,৬৯৯
সাবসিডিয়ারি বিনিয়োগ	২০	৪০	৪০
অগ্রিম, জমা এবং আগাম পরিশোধ	১৭	৯০,৭৫৭	৮০,৫০০
চলতি সম্পত্তিসমূহ		৩,৩০১,২৩৩	২,৬২৬,৯৫৫
মজুদ সামগ্রী	১৫	৮৪২,৮৯৫	৬৮৩,৫৭৫
বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রাপ্যসমূহ	১৬	৬১৮,৯৬৯	৬০৮,৫০৫
অগ্রিম, জমা এবং আগাম পরিশোধ	১৭	২২৪,৪১৫	১৮০,৮৮৬
বিনিয়োগ	১৮	১০,৭৫৩	১০,৫৩৫
চলতি কর সম্পত্তিসমূহ	২৮	–	১১,১১৮
নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমূহ	১৯	১,৬০৪,২০১	১,১৩২,৩৩৬
মোট সম্পত্তিসমূহ		৬,৮৪৯,২৪৭	৫,৯৪৪,৮৩২
ইক্যুইটি ও দায়সমূহ			
শেয়ারহোল্ডারগণের মোট ইক্যুইটি		৪,৪৭২,৬৯১	৩,৬৭৫,৮১৯
শেয়ার মূলধন	২৩	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩
ইক্যুইটির অন্যান্য উপাদান		১৬,০৬৯	৯,৯১৫
সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল স্থানান্তর/রক্ষিত আয়		৪,৩০৪,৪৩৯	৩,৫১৩,৭২১
যে দায়সমূহ চলতি নহে		৭৩১,০২৮	৬৯৬,০১২
কর্মচারিদের কল্যাণ সুবিধাদি	২৪	১৫৫,৪৬৫	১৬১,৩৪২
বিলম্বিত কর দায়সমূহ	১৪.১	৩২৭,৩২৮	২৯৯,১৭১
অন্যান্য যে দায়সমূহ চলতি নহে	২৫	২৪৮,২৩৫	২৩৫,৪৯৯
চলতি দায়সমূহ		১,৬৪৫,৫২৯	১,৫৭৩,০০১
বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রদেয়	২৬	১,৪১৩,৫৫০	১,৪১১,৪৮৭
খরচ বাবদ বরাদ্দ	২৭	১৪৫,৭১৭	১৬১,৫১৪
চলতি কর দায়সমূহ	২৮	৮৬,২৬২	–
মোট ইক্যুইটি এবং দায়সমূহ		৬,৮৪৯,২৪৭	৫,৯৪৪,৮৩২
শেয়ারপ্রতি নীট সম্পত্তি মূল্য (NAV)		২৯৩.৯০	২৪১.৫৪

এই আর্থিক বিবৃতি যৌথভাবে সংযুক্ত নোটের সহিত পড়া বাঞ্ছনীয়।

ঢাকা, ৪ঠা মার্চ, ২০১৯

একই তারিখে আমাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী

আইয়ুব কাদরী	**মহসীন উদ্দীন আহমেদ**	**মো: আনিছুজ্জামান**	**আবু মোহাম্মদ নিছার**	**হোদা ভাসি চৌধুরী এন্ড কোং**
সভাপতি	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	চীফ ফিনান্সিয়াল অফিসার	কোম্পানি সচিব	চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণ

		৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের	
		২০১৮	২০১৭
	টীকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
রেভিনিউ	৬	৫,৪৬০,১৯০	৪,৯৪১,৭৯৯
বিক্রিত পণ্যের খরচ	৭	(৩,১৭৭,০৯৭)	(২,৬৩২,২২৭)
মোট মুনাফা		২,২৮৩,০৯৩	২,৩০৯,৫৭২
অন্যান্য আয়	৯	৩০,৫৩৯	(১৮,৮৪৭)
পরিচালনা ব্যয়	৮	(৯০৬,৬৭৯)	(৯৩৩,৮২৯)
পরিচালনাসমূহ হতে মুনাফা		১,৪০৬,৯৫৩	১,৩৫৬,৮৯৬
অর্থায়ন হতে নীট আয়	১০	২৯,৩৩৫	১৬,০০৯
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল গঠন-পূর্ব মুনাফা		১,৪৩৬,২৮৮	১,৩৭২,৯০৫
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল	১২	(৭১,৮১৪)	(৬৮,৬৪৫)
কর বরাদ্দ পূর্ব মুনাফা		১,৩৬৪,৪৭৪	১,৩০৪,২৬০
আয়কর বাবদ খরচ	১৪	(৩৬০,৭০০)	(৩৫১,৫২২)
মুনাফা		১,০০৩,৭৭৪	৯৫২,৭৩৮
অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়		৬,১৫৪	৯,৯১৫
মোট কমপ্রিহেনসিভ আয়		১,০০৯,৯২৮	৯৬২,৬৫৩
শেয়ারপ্রতি আয়			
শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয় (টাকা ১০/=)	১১	৬৫.৯৬	৬২.৬০

এই আর্থিক বিবৃতি যৌথভাবে সংযুক্ত নোটের সহিত পড়া বাঞ্ছনীয়।

ঢাকা, ৪ঠা মার্চ, ২০১৯

একই তারিখে আমাদের প্রতিবেদন অনুযায়ী

আইয়ুব কাদরী	**মহসীন উদ্দীন আহমেদ**	**মো: আনিছুজ্জামান**	**আবু মোহাম্মদ নিছার**	**হোদা ভাসি চৌধুরী এন্ড কোং**
সভাপতি	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	চীফ ফিনান্সিয়াল অফিসার	কোম্পানি সচিব	চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টস

ইক্যুইটি পরিবর্তনের বিবরণ

	শেয়ার মূলধন	ইক্যুইটির অন্যান্য উপাদান	সংরক্ষিত তহবিল/ রক্ষিত আয়	মোট ইক্যুইটি
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
১লা জানুয়ারি ২০১৭-এ উদ্বৃত্ত	১৫২,১৮৩	–	৩,০৩২,৭৫০	৩,১৮৪,৯৩৩
অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়	–	৯,৯১৫	–	৯,৯১৫
এ বছরের মুনাফা	–	–	৯৫২,৭৩৮	৯৫২,৭৩৮
চূড়ান্ত লভ্যাংশ ২০১৬	–	–	(১৬৭,৪০১)	(১৬৭,৪০১)
অন্তর্বর্তীকালিন লভ্যাংশ ২০১৭	–	–	(৩০৪,৩৬৬)	(৩০৪,৩৬৬)
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৭-এর উদ্বৃত্ত	১৫২,১৮৩	৯,৯১৫	৩,৫১৩,৭২১	৩,৬৭৫,৮১৯
১লা জানুয়ারি ২০১৮-এ উদ্বৃত্ত	১৫২,১৮৩	৯,৯১৫	৩,৫১৩,৭২১	৩,৬৭৫,৮১৯
অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়	–	৬,১৫৪	–	৬,১৫৪
এ বছরের মুনাফা	–	–	১,০০৩,৭৭৪	১,০০৩,৭৭৪
চূড়ান্ত লভ্যাংশ ২০১৭	–	–	(২১৩,০৫৬)	(২১৩,০৫৬)
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৮-এর উদ্বৃত্ত	১৫২,১৮৩	১৬,০৬৯	৪,৩০৪,৪৩৯	৪,৪৭২,৬৯১

এই আর্থিক বিবৃতি যৌথভাবে সংযুক্ত নোটের সহিত পড়া বাঞ্ছনীয়।

ঢাকা, ৪ঠা মার্চ, ২০১৯

আইয়ুব কাদরী
সভাপতি

মহসীন উদ্দীন আহমেদ
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

মো: আনিছুজ্জামান
চীফ ফিনান্সিয়াল অফিসার

আবু মোহাম্মদ নিছার
কোম্পানি সচিব

নগদ অর্থ প্রবাহের বিবরণ

		৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের	
		২০১৮	২০১৭
	টীকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
ক. পরিচালনা কর্মকান্ড থেকে নগদ প্রবাহ			
গ্রাহকদের নিকট হতে নগদ প্রাপ্তি		৫,৩৯৪,৬৩৫	৪,৮২৮,২৪৮
অন্যান্য গ্রহণ		১৬,৩৪১	৪০,৯০৯
কর্মচারি ও সরবরাহকারিদের নগদ অর্থ প্রদান		(৪,০০৬,২৪৬)	(৩,৩০৯,৪২৭)
পরিচালনা কর্মকান্ড থেকে নগদ উৎপন্ন		১,৪০৪,৭৩০	১,৫৫৯,৭৩০
আয়কর প্রদান		(২৩৪,০১৮)	(৪০১,১৩৪)
সুদ প্রদান		(৯৩৬)	(২০)
পরিচালনা কর্মকান্ড থেকে নীট তহবিল		১,১৬৯,৭৭৬	১,১৫৮,৫৭৬
খ. বিনিয়োগ কর্মকান্ড থেকে নগদ প্রবাহ			
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম একীভুত বাবদ প্রদান		(৫৫১,৬১৫)	(৯৬৯,০০৮)
একীভুত অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহের প্রদান		–	(৮৩৩)
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম বিক্রয়লব্ধ টাকা		৩৭,১০৫	১,১৭৬
স্থায়ী আমানত বাবদ বিনিয়োগ		(২১৮)	(২৩৬)
সুদ বাবদ আয়		২৭,৯৭১	১৭,৮১৩
বিনিয়োগ কর্মকান্ড থেকে নীট অর্থ ব্যবহৃত		(৪৮৬,৭৫৭)	(৯৫১,০৮৮)
গ. আর্থিক কর্মকান্ড থেকে নগদ প্রবাহ			
সাবসিডিয়ারি কোম্পানিতে প্রদান		(১২৬)	(১২৬)
লভ্যাংশ প্রদান		(২১১,০২৭)	(৪৬৬,২২৯)
আর্থিক কর্মকান্ড থেকে নীট অর্থ ব্যবহৃত		(২১১,১৫৩)	(৪৬৬,৩৫৫)
নীট বৃদ্ধি/(হ্রাস) নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমুহ (ক+খ+গ)		৪৭১,৮৬৬	(২৫৮,৮৬৭)
নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমুহ-১ জানুয়ারি		১,১৩২,৩৩৬	১,৩৯১,২০৩
নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমুহ-৩১শে ডিসেম্বর		১,৬০৪,২০১	১,১৩২,৩৩৬
শেয়ারপ্রতি পরিচালনা থেকে নগদ প্রবাহ (NOCFPS)		৭৬.৮৭	৭৬.১৩

এই আর্থিক বিবৃতি যৌথভাবে সংযুক্ত নোটের সহিত পড়া বাঞ্ছনীয়।

ঢাকা, ৪ঠা মার্চ, ২০১৯

আইয়ুব কাদরী	**মহসীন উদ্দীন আহমেদ**	**মো: আনিছুজ্জামান**	**আবু মোহাম্মদ নিছার**
সভাপতি	ব্যবস্থাপনা পরিচালক	চীফ ফিনান্সিয়াল অফিসার	কোম্পানি সচিব

হিসাবের টীকাসমূহ

২০১৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের

১. প্রতিবেদন প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

১.১ কোম্পানির পরিচিতি

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড শেয়ার বাজারের তালিকাভুক্ত একটি কোম্পানি এবং কোম্পানিজ এ্যাক্ট ১৯১৩-এর (কোম্পানিজ এ্যাক্ট ১৯৯৪ এর পরিবর্ধন) আওতায় ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অন্তর্ভূক্ত হয়। কোম্পানিটি ১৯৭৬ সালে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (DSE) ও ১৯৯৬ সালে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (CSE) উভয়েরই শেয়ার বাজারের তালিকাভুক্ত একটি প্রতিষ্ঠান। এর নিবন্ধীকৃত কার্যালয়ের ঠিকানা হলো: ২৮৫ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ১২০৮, বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড এবং বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর সাবসিডিয়ারি কোম্পানি। সাবসিডিয়ারি কোম্পানিগুলো লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড-এর অধীনে পরিচালিত হয়ে থাকে। উভয় সাবসিডিয়ারি কোম্পানিদ্বয় নিষ্ক্রিয় অবস্থায় আছে।

কোম্পানি এবং এর সাবসিডিয়ারি (একত্রে 'গ্রুপ' বোঝানো হয়েছে) নিয়ে এই কনসলিডেটেড আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুত করা হয়েছে।

১.২ ব্যবসার প্রকৃতি

কোম্পানির কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে শিল্পজাত ও চিকিৎসা, গ্যাস, ওয়েল্ডিং সরঞ্জামাদি ও পণ্যসমূহ, এ্যানেসথেসিয়া ও সহায়ক সরঞ্জামাদি প্রস্তুত ও সরবরাহ করা। সিলিন্ডার ভাড়া ও গ্রাহকদের কর্মস্থলে ভ্যাকুয়াম ইনসুলেটেড ইভাপোরেটর স্থাপন কার্যক্রম হতেও কোম্পানি আয় করে থাকে।

২. অনুসৃত বিধির বিবরণ

এই আর্থিক বিবরণীসমূহ (কনসলিডেটেড আর্থিক অবস্থার বিবরণসহ) চলমান নীতি অনুসরণে হিসাবরক্ষণ কার্যের আন্তর্জাতিক আর্থিক মান অনুযায়ী প্রতিবেদনসমূহ (IFRS), এবং এই বিবরণী কোম্পানির আইন ১৯৯৪, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ নীতি ১৯৮৭ এবং বাংলাদেশর প্রযোজ্য অন্যান্য আইন মোতাবেক প্রস্তুত করা হয়েছে।

আলোচ্য বছরে আর্থিক প্রতিবেদন আইন ২০১৫ (FRA) বলবৎ করা হয়। এফআরএ-এর আওতায় আর্থিক প্রতিবেদন বিষয়ক পরিষদ (FRC) গঠন করতে হবে এবং তালিকাভুক্ত কোম্পানির মত জনস্বার্থ বিষয়ক সংস্থাসমূহের জন্য আর্থিক প্রতিবেদন বিষয়ক বিধিসমূহ জারী করতে হবে। যেহেতু এফআরসি এখনো গঠিত হয়নি এবং সেই সুবাদে এফআরএ অনুযায়ী কোন আর্থিক বিবরণী বিষয়ক বিধিসমূহ জারী করা হয়নি, সেজন্য আন্তর্জাতিক ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (IFRS) এবং কোম্পানি আইন ১৯৯৪ অনুযায়ী আর্থিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে হবে।

আর্থিক বিবরণীসমূহ ৪ঠা মার্চ, ২০১৯ তারিখে প্রকাশ করার জন্য কোম্পানি পরিচালকমন্ডলী ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

আলোচ্য বছরে গৃহীত পরিবর্তনসমূহসহ, যদি থাকে, কোম্পানির হিসাবরক্ষণ নীতিমালা সমূহের বিস্তারিত তথ্য টীকা ৪৩-এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৩. আর্থিক বিবরণীর উপস্থাপন এবং ব্যবহারিক মুদ্রা

এই আর্থিক বিবরণীসমূহ উপস্থাপন করা হয়েছে বাংলাদেশীয় মুদ্রায় (টাকা) যাহা কোম্পানির ব্যবহারিক ও উপস্থাপন উভয়ই মুদ্রায়। বর্ণিত ব্যতীত এই আর্থিক বিবরণীসমূহের সংখ্যাগুলি নিকটতম হাজার টাকার হিসাবের অংক দেখানো হয়েছে, যদি অন্য কোনরকম নির্দেশনা না থাকে।

৪. আনুমানিক বিবেচনাসমূহ ও হিসাবাদি ব্যবহার

আর্থিক বিবরণীসমূহ প্রস্তুতের লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে হিসাবরক্ষণ নীতিমালা প্রয়োগের পাশাপাশি সম্পদ, দায়, আয় ও ব্যয়সমূহের প্রতিবেদিত পরিমাণকে প্রভাবিত করে এমন ধরনের বিবেচনা আনুমানিক হিসাব ও ধারণাকে কাজে লাগাতে হয়। আনুমানিক হিসাবাদি এবং গুরুত্বপূর্ণ ধারণাসমূহ চলমান ভিত্তিতে পুনর্বিবেচনা করা হয়। ভবিষ্যতে হিসাবে পুনঃপরীক্ষা স্বীকৃত হবে।

(ক) বিচার-বিশ্লেষণ

আর্থিক বিবরণীসমূহে স্বীকৃত অর্থের পরিমাণের উপর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে এমন হিসাবরক্ষণ নীতিমালাসমূহ প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনুসৃত বিচার-বিশ্লেষণ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নলিখিত টীকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

টীকা নং-৩৮: কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ইজারাসমূহ – ইজারাদার হিসেবে ইজারাসমূহ

(খ) আনুমানিক ধারণা ও বিবেচনা অনিশ্চিত হিসাবাদি

আর্থিক বিবরণীসমূহে আনুমানিক ধারণা ও বিবেচনা অনিশ্চিত হিসাবাদি বড় ধরনের ঝুঁকি মেটেরিয়াল সমন্বয়ের বিশ্লেষণ তথ্য নিম্নলিখিত টীকায় ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে:

টীকা ১৪.১ বিলম্বিত করের দায়সমূহ
টীকা ১৬.১.১.১ বাণিজ্য প্রাপ্য বাবদ বরাদ্দ
টীকা ২১ সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম-এর ব্যবহারিক বাড়তি মূল্য
টীকা ২৪.১ গ্র্যাচুইটি বাবদ বরাদ্দ
টীকা ২৮ চলতি কর দায়সমূহ

৫. পরিচালনা খাতসমূহ

(ক) খাতসমূহের ভিত্তি

নিম্নে পরিচালনা প্রতিবেদন খাতসমূহের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া হল:

প্রতিবেদনযোগ্য খাতসমূহ	কার্যক্রমসমূহ
বাল্ক গ্যাসসমূহ	শিল্পজাত তরল গ্যাসসমূহ, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, আর্গন এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপাদন ও সরবরাহ
প্যাকেজ গ্যাস ও পণ্যসমূহ (পিজি এন্ড পি)	শিল্পজাত কমপ্রেসড প্যাকেজড গ্যাসসমূহ ও ওয়েল্ডিং মালামালসমূহ যার আওতায় রয়েছে কমপ্রেসড শিল্পজাত অক্সিজেন, ডিজলভড এ্যাসিটিলিন, নাইট্রোজেন, আর্গন, কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং ইলেক্ট্রোডসমূহ
হেলথকেয়ার	হেলথকেয়ার খাতসমূহে মেডিক্যাল গ্যাস যেমন, মেডিকেল অক্সিজেন ও নাইট্রাস অক্সাইড, সিলিন্ডারস ও এক্সেসরিজসমূহ সরবরাহ এবং মেডিক্যাল গ্যাস পাইপ লাইন সিস্টেম ও মেডিক্যাল সরঞ্জামাদি রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত সরবরাহ ও স্থাপন সম্পর্কিত সকল ধরনের সেবা

এই তিনটি প্রতিবেদনযোগ্য খাত হল কোম্পানির কৌশলগত ব্যবসায় ইউনিট এবং কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ও অভ্যন্তরীণ প্রতিবেদন প্রেরণ কাঠামোর ভিত্তিতে এই খাতসমূহের বিষয়ে পৃথকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রতিটি কৌশলগত ব্যবসায় ইউনিটের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ন্যূনতম তিন মাস অন্তর অন্তর অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে থাকে। কার্যক্রম পরিচালনা হতে আগত খাতভিত্তিক মুনাফার আলোকে সাফল্য বা দক্ষতা পরিমাপ করা হয়। এক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রতিবেদনসমূহে উক্ত মুনাফার বিষয়টি অর্ন্তভূক্ত করা হয়। খাতভিত্তিক আয় এবং কার্যক্রম পরিচালনা হতে আগত মুনাফা দক্ষতা বা সাফল্য পরিমাপের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় কারণ অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে, অন্যান্য যেসকল প্রতিষ্ঠান এসব শিল্প-কারখানার আওতায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে সেসব প্রতিষ্ঠান বিচারে নির্দিষ্ট কতক খাতের ফলাফল মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই ধরনের তথ্য সর্বাধিক যুক্তিসঙ্গত।

খ. প্রতিবেদনযোগ্য খাতসমূহ সংক্রান্ত তথ্যাদি

প্রতিটি প্রতিবেদনযোগ্য খাত সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। সাফল্য পরিমাপের উদ্দেশ্যে কার্যক্রম হতে আগত খাত সংক্রান্ত মুনাফা ব্যবহার করা হয়েছে, কারণ ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এই মর্মে বিশ্বাস করেন যে, একই শিল্প কারখানাসমূহে কার্যক্রম পরিচালনারত অন্যান্য সংস্থাসমূহের সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট খাতসমূহের ফলাফল মূল্যায়নের ক্ষেত্রে এই তথ্য সর্বাধিক যুক্তিসঙ্গত।

	প্রতিবেদনযোগ্য খাতসমূহ			টাকা '০০০
	বাল্ক গ্যাসসমূহ	পিজি এন্ড পি	হেলথকেয়ার	মোট
২০১৮				
রেভিনিউ	৫৭৭,৩৪৩	৪,১৮৯,৮১৮	৬৯৩,০২৯	৫,৪৬০,১৯০
পরিচালনা হতে মুনাফা	১০০,৯২৯	১,৩২৭,৫৮০	২৫৬,৩৩৫	১,৬৮৪,৮৪৪
২০১৭				
রেভিনিউ	৫২৯,১৬১	৩,৮৩২,৫৬৭	৫৮০,০৭১	৪,৯৪১,৭৯৯
পরিচালনা হতে মুনাফা	(২২,৮১৫)	১,৪৬১,৩৮৪	২২৪,১৬২	১,৬৬২,৭৩১

গ. প্রতিবেদনযোগ্য খাতসমূহ সংক্রান্ত তথ্য আইএফআরএস পরিমাপের আলোকে উপস্থাপন

		২০১৮	২০১৭
i. রেভিনিউ	টাকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
প্রতিবেদনযোগ্য খাতসমূহ হতে মোট রেভিনিউ	৫ (খ)	৫,৪৬০,১৯০	৪,৯৪১,৭৯৯
অন্যান্য খাতসমূহ হতে রেভিনিউ		–	–
আন্তঃ খাতসমূহের বাতিলকৃত রেভিনিউ		–	–
মোট রেভিনিউ		৫,৪৬০,১৯০	৪,৯৪১,৭৯৯
ii. কর পূর্ব মুনাফা			
প্রতিবেদনযোগ্য খাতসমূহ হতে মোট কর পূর্ব মুনাফা	৫ (খ)	১,৬৮৪,৮৪৪	১,৬৬২,৭৩১
অন্যান্য খাতসমূহ হতে মোট কর পূর্ব মুনাফা		–	–
আন্তঃ খাতসমূহের বাতিলকৃত মুনাফা		–	–
প্রতিবেদনযোগ্য খাতসমূহের মুনাফা সংশ্লিষ্ট নয়		(৩২০,৩৬৯)	(৩৫৮,৪৭১)
মোট কর পূর্ব মুনাফা		১,৩৬৪,৪৭৫	১,৩০৪,২৬০
iii. প্রতিবেদনযোগ্য খাতসমূহের মুনাফা সংশ্লিষ্ট নয়			
অন্যান্য আয় (ক্ষতি)	৯	৩০,৫৩৯	(১৮,৮৪৭)
কারিগরি সহায়তা ফি	৮	(৩২,১৭৮)	(২৯,৮২৯)
নীট অর্থায়ন হতে আয়	১০	২৯,৩৩৫	১৬,০০৯
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল গঠন	১২	(৭১,৮১৪)	(৬৮,৬৪৫)
অব্যবহৃত কর্পোরেট উপরি ব্যয়		(২৭৬,২৫১)	(২৫৭,১৫৯)
		(৩২০,৩৬৯)	(৩৫৮,৪৭১)

বর্তমান কোম্পানির আকার ও পরিচালনায় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের প্রতিদিনের বিবেচনায় সম্পত্তির অংশসমূহ এবং দায়-দায়িত্বসমূহ গণ্য হবে না। সম্পত্তির অংশসমূহ এবং দায়-দায়িত্বসমূহের ব্যাপারে কোন তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।

৬. রেভিনিউ

		২০১৮		২০১৭	
	মাপের একক	পরিমাণ	সংখ্যা	পরিমাণ	সংখ্যা
		'০০০	টাকা '০০০	'০০০	টাকা '০০০
এ, এস, ইউ গ্যাসেস	এম^3	২০,৯৩১	৯৪৮,৭৩০	১৮,৯৪১	৮৪৭,৮৬৮
ডিজলভ্ এসিটিলিন	এম^3	২০৫	১১৮,২১৬	২১৯	১২২,৩৩৩
ইলেকট্রোডস	এম টি	২৬	৩,৬৫৭,৩৫০	২৫	৩,৩৩৩,৭৪২
অন্যান্য			৭৩৫,৮৯৩		৬৩৭,৮৫৫
			৫,৪৬,১৯০		৪,৯৪১,৭৯৯

		২০১৮	২০১৭
	টাকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
৭. বিক্রিত পণ্যের খরচ			
প্রারম্ভিক মজুদ উৎপাদন পণ্যের		১২৪,১৪৬	১৩৮,১৫৯
পণ্যের উৎপাদন খরচ	৭.১	৩,১০৪,৫৩৭	২,৫২৩,৮২০
উৎপাদিত পণ্যের সমাপনী মজুদ		(১৫৭,৯৩৯)	(১২৪,১৪৬)
উৎপাদন পণ্যের বিক্রয় খরচ		৩,০৭০,৭৪৪	২,৫৩৭,৮৩৩
পণ্যের ক্রয়-বিক্রয়ের খরচ		১০৬,৩৫৩	৯৪,৩৯৪
		৩,১৭৭,০৯৭	২,৬৩২,২২৭

	টীকা	২০১৮ টাকা '০০০	২০১৭ টাকা '০০০
৭.১ পণ্যের উৎপাদন খরচ			
কাঁচামাল এবং মোড়কজাত মালামাল	৭.১.১	২,২৭৩,৯৭২	১,৮৫৬,১৭২
জ্বালানী ও বিদ্যুৎ		২৮৪,৬৭৫	২০৯,১০৩
		২,৫৫৮,৬৪৭	২,০৬৫,২৭৫
উৎপাদন উপরি খরচ:			
বেতন, মজুরি এবং ষ্টাফ ওয়েলফেয়ার		২০৪,৫৫২	১৯৫,৬১৮
অবচয়		১৯৪,৬৫৮	১৪০,৫০২
যন্ত্রপাতি মেরামত		৮৭,৫৪৯	১০৪,৮০৫
দালান মেরামত		৫,১১১	৯,১২২
রক্ষণাবেক্ষণ		৪,১৯৩	৪,০৪৮
বীমা খরচ		৩,৯৮৬	৪,২২৮
ভাড়া, অভিকর এবং কর		৪৬৬	৬০২
ভ্রমণ এবং যানবাহন খরচ		৮১৫	৭৫৭
প্রশিক্ষণ খরচ		১৫৫	৩৫২
যানবাহন চলাচল খরচ		৪,১৮৫	৪,৫৪২
টেলিফোন, টেলেক্স এবং ফ্যাক্স		৯৩৯	৮২৩
ছাপা, ডাক ও মনোহারী খরচ		৩,৪২৬	৩,৭৪৬
আইন ও পেশাদারী ফি		১,৫৭৪	৮৬১
মজুদ সামগ্রীর অবলোপন		২১,০০৪	২১,৮৩৪
পুরাতন মজুদ সামগ্রী বাবদ বরাদ্দ		৪,৫০৯	(৪৮,৪৮৮)
বিবিধ ফ্যাক্টরি খরচ		৮,৭৬৮	১৫,১৯৩
		৫৪৫,৮৯০	৪৫৮,৫৪৫
		৩,১০৪,৫৩৭	২,৫২৩,৮২০

৭.১.১ ব্যবহৃত কাঁচামাল ও মোড়কজাত সামগ্রী

		প্রারম্ভিক মজুদ		ক্রয়		সমাপনী মজুদ		ব্যবহার		ব্যবহারের শতকরা পরিমাণ
	একক পরিমাপ	পরিমাণ '০০০	মূল্য টাকা '০০০	পরিমাণ '০০০	মূল্য টাকা '০০০	পরিমাণ '০০০	মূল্য টাকা '০০০	পরিমাণ '০০০	মূল্য টাকা '০০০	
ক্যালসিয়াম কার্বাইড	মে.টন	৭৩	৫,০২১	৬৭৫	৫১,৭৩৬	৬৩	৪,৭৯১	৬৮৫	৫১,৯৬৬	২.২৯
ওয়্যার	মে.টন	৫২৮	২৭,৬৪২	২০,২৫৪	১,৩৬৮,৪৪৫	৩৪৪	২৩,১৪১	২০,৪৩৭	১,৩৭২,৯৪৬	৬০.৩৮
ব্লেনডেড পাউডার	মে.টন	১,৯৩৭	১৫১,৬২৭	৫,৭৫২	৫৭৬,২৮৪	১,৭৭১	১৭০,৪১৯	৫,৯১৮	৫৫৭,৪৯২	২৪.৫২
অন্যান্য*			১২১,৯৭৭		৩৩২,৪০২		১৬২,৮১১		২৯১,৫৬৮	১২.৮২
২০১৮			৩০৬,২৬৭		২,৩২৮,৮৬৭		৩৬১,১৬২		২,২৭৩,৯৭২	১০০.০০
২০১৭			৪০৬,২৯০		১,৭৫৬,১৪৯		৩০৬,২৬৭		১,৮৫৬,১৭২	১০০.০০

* অন্যান্যগুলোর মধ্যে রয়েছে স্থানীয় বাজার ও বিদেশ হতে ক্রীত বিভিন্ন ধরনের তরল দ্রব্যসমূহ, কেমিক্যাল, লুবরিকেন্ট এবং প্যাকিং সরঞ্জামাদি।

	টীকা	২০১৮ টাকা '০০০	২০১৭ টাকা '০০০
৮. পরিচালনা ব্যয়			
বেতন, মজুরি এবং ষ্টাফ ওয়েলফেয়ার		৩০৫,৪৪২	৩৩৫,৮৬১
অবচয়		৮৫,৪০৭	৭৯,১৪৯
অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহের এ্যামোরটাইজেসন		৬,৯৪৪	৮,৫৪৬
জ্বালানী ও বিদ্যুৎ		১,৫৮১	২,৫২০
দালান মেরামত		২,১২৬	২,২৮৪
রক্ষণাবেক্ষণ		৬,৫৭৭	৬,১৮২
বীমা		১১২	৬৫৬
বিতরণ		২৮৭,৬২৪	৩১২,৬৩৬
ভাড়া, অভিকর এবং কর		১৩,২৯২	১১,২৫৯
ভ্রমণ এবং যাতায়াত		৮,২৩৯	৮,৫০৯
প্রশিক্ষণ		৬২৩	৭৩৭
টেলিফোন, টেলেক্স এবং ফ্যাক্স		১০,৬৮৯	১১,৫৫৭
গ্লোবাল ইনফরমেশন সার্ভিস		৪৫,৩৭৬	৩৩,৮১৭

		২০১৮	২০১৭
	টীকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
আউটসোর্সিং সার্ভিস খরচ		১৩,০১৪	১০,৯৬৯
ছাপা, ডাক, মনোহারী এবং অফিস খরচ		৮,৩৪২	৪,৯৬৫
বিজ্ঞাপন এবং উন্নয়ন		১৪,৮৯৮	২০,৪২৪
বরাদ্দ/বাণিজ্য প্রাপ্য		১,৯৬৩	৯,০৯৭
অনাদায়ী দেনার অবলোপন		৯,৫১৩	১,৮৯৯
আইন এবং পেশাদারী খরচ		২৭,২৮৯	১৬,৩৯০
কারিগরি সহায়তা ফি		৩২,১৭৮	২৯,৮২৯
অডিট ফি	৮.১	৮৯০	৮৯০
ব্যাংক চার্জ		৬,৫১৬	৮,২৪৮
আপ্যায়ন		৬৮৪	৬৪৮
বিবিধ অফিস খরচ		১৭,৩৬০	১৬,৭৫৭
		৯০৬,৬৭৯	৯৩৩,৮২৯
৮(এ) কনসলিডেটেড পরিচালনা ব্যয়			
বেতন, মজুরি এবং ষ্টাফ ওয়েলফেয়ার		৩০৫,৪৪২	৩৩৫,৮৬১
অবচয়		৮৫,৪০৭	৭৯,১৪৯
অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহের এ্যামোরটাইজেসন		৬,৯৪৪	৮,৫৪৬
জ্বালানী ও বিদ্যুৎ		১,৫৮১	২,৫২০
দালান মেরামত		২,১২৬	২,২৮৪
অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণ		৬,৫৭৭	৬,১৮২
বীমা		১১২	৬৫৬
বিতরণ ব্যয়		২৮৭,৬২৪	৩১২,৬৩৬
ভাড়া, অভিকর এবং কর		১৩,২৯২	১১,২৫৯
ভ্রমণ এবং যাতায়াত		৮,২৩৯	৮,৫০৯
প্রশিক্ষণ ব্যয়		৬২৩	৭৩৭
টেলিফোন, টেলেক্স এবং ফ্যাক্স		১০,৬৮৯	১১,৫৫৭
গ্লোবাল ইনফরমেশন সার্ভিস		৪৫,৩৭৬	৩৩,৮১৭
আউটসোর্সিং সার্ভিস খরচ		১৩,০১৪	১০,৯৬৯
ছাপা, ডাক, মনোহারী এবং অফিস খরচ		৮,৩৪২	৪,৯৬৫
বিজ্ঞাপন এবং উন্নয়ন		১৪,৮৯৮	২০,৪২৪
বরাদ্দ/বাণিজ্য প্রাপ্য		১,৯৬৩	৯,০৯৭
অনাদায়ী দেনার অবলোপন		৯,৫১৩	১,৮৯৯
আইন এবং পেশাদারী খরচ		২৭,২৮৯	১৬,৪৮২
কারিগরি সহায়তা ফি		৩২,১৭৮	২৯,৮২৯
অডিট ফি		১,০১৬	৯২৪
ব্যাংক চার্জ		৬,৫১৬	৮,২৪৮
আপ্যায়ন		৬৮৪	৬৪৮
বিবিধ অফিস খরচ		১৭,৩৬০	১৬,৭৫৭
		৯০৬,৮০৫	৯৩৩,৯৫৫
৮.১ অডিট ফি			
স্ট্যাটুটরি অডিট		৬৯০	৬৯০
অন্যান্য অডিট		২০০	২০০
		৮৯০	৮৯০
৯. অন্যান্য আয়/(ক্ষতি)			
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম বিক্রয় বাবদ মুনাফা	৯.১	২৪,৩৯০	৯৪১
নীট বৈদেশিক বিনিময় মুনাফা/(ক্ষতি)		৬,১৪৯	(১৯,৭৮৮)
		৩০,৫৩৯	(১৮,৮৪৭)

		২০১৮	২০১৭
	টীকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম বিক্রয় বাবদ মুনাফা	৩১	৩৭,১০৫	১,১৭৬
বাদ: পরিবাহী মূল্য:			
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামের খরচ	৩১	৪৩১,৬৪০	৬,১১৯
বাদ: সঞ্চিত অবচয়	৩১	৪১৮,৯২৫	৫,৮৮৪
পরিবাহী মূল্য		১২,৭১৫	২৩৫
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম বিক্রয় বাবদ মুনাফা		২৪,৩৯০	৯৪১

১০. অর্থায়ন হতে নীট আয়

অর্থায়ন হতে আয়		৩০,২৭১	১৬,০২৯
আর্থিক ব্যয়		(৯৩৬)	(২০)
		২৯,৩৩৫	১৬,০০৯

১১. শেয়ারপ্রতি আয়

১১.১ শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয়

শেয়ারপ্রতি আয়ের হিসাব নিম্নে দেয়া হলো:			
সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের অর্জিত আয় (কর পরবর্তী নীট মুনাফা) (টাকা '০০০)		১,০০৩,৭৭৪	৯৫২,৭৩৮
এ বছরের বকেয়া সাধারণ শেয়ারের সংখ্যা ('০০০)		১৫,২১৮	১৫,২১৮
শেয়ারপ্রতি মৌলিক ডাইলিউটেড আয় (EPS) টাকা		৬৫.৯৬	৬২.৬০

১১.২ ডাইলিউটেড শেয়ারপ্রতি আয়

এ বছরের ডাইলিউশনের কোন উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনার সুযোগ না থাকার প্রেক্ষিতে শেয়ারপ্রতি কোন ডাইলিউটেড আয় হিসাবের প্রয়োজন নেই। শেয়ারপ্রতি মৌলিক এবং ডাইলিউটেড আয় একই রকম।

১১(এ) কনসলিডেটেড শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয়

সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের অর্জিত আয় (কর পরবর্তী নীট মুনাফা) (টাকা '০০০)		১,০০৩,৬৪৮	৯৫২,৬১২
এ বছরের বকেয়া সাধারণ শেয়ারের সংখ্যা ('০০০)		১৫,২১৮	১৫,২১৮
শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয় (EPS) - টাকা		৬৫.৯৫	৬২.৬০

১২. শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল গঠন (WPPF)

শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল গঠন	১২.১	৭১,৮১৪	৬৮,৬৪৫

১২.১ শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল গঠনের হিসাব

শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল গঠন পূর্ব মুনাফা		১,৪৩৬,২৮৮	১,৩৭২,৯০৫
তহবিলে গঠনের প্রযোজ্য হার		৫%	৫%
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল গঠনের পরিমাণ		৭১,৮১৪	৬৮,৬৪৫

১৩. পরিচালকদের পারিশ্রমিক

ফি		২৬০	১৯০
বেতন এবং সুবিধা বাবদ		১৬,৭৩৩	১৪,৭৪৫
বাড়ি খরচ		১,২০০	১,২০০
ভবিষ্যৎ তহবিলে চাঁদা		৭৫৩	৪৬৮
অবসর সুবিধাদি		৪৬৫	২৯৭
		১৯,৪১১	১৬,৯০০

বেতন, মজুরি এবং ষ্টাফ ওয়েলফেয়ার খরচের মধ্যে পরিচালকদের পারিশ্রমিক অন্তর্ভূক্ত আছে।

১৪. আয়কর বাবদ ব্যয়

লাভ ও লোকসান হিসাবে স্বীকৃত পরিমাণ			
চলতি কর বাবদ ব্যয়			
চলতি বছর		৩৩১,৩৯৮	১৭১,৪৩২
বিলম্বিত কর বাবদ (আয়)/ব্যয়			
অস্থায়ী পার্থক্যের উৎপত্তি/(পরিবর্তন)	১৪.১	২৯,৩০২	১৮০,০৯০
আয়কর বাবদ ব্যয়		৩৬০,৭০০	৩৫১,৫২২

১৪.১ বিলম্বিত করের উদ্বৃত্তের পরিবর্তন

	১ জানুয়ারি এর নীট উদ্বৃত্ত	লাভ লোকসান হিসাবে স্বীকৃত	কম্প্রিহেন্সিভ লাভ ও ক্ষতি হিসাবে স্বীকৃত	৩১শে ডিসেম্বর তারিখে সমাপ্ত বছরের	বিলম্বিত কর	বিলম্বিত কর
২০১৮	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	নীট	সম্পত্তিসমূহ	দায়সমূহ
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম	(৩৫৩,২০৬)	(৩১,৬৭৯)	–	(৩৮৪,৮৮৫)	–	(৩৮৪,৮৮৫)
অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ	৪,০১২	৯১০	–	৪,৯২২	৪,৯২২	–
মজুদ সামগ্রী	১০,৭২৮	১,৬১৮	–	১২,৩৪৬	১২,৩৪৬	–
বাণিজ্যিক প্রাপ্য	৭,২৮৩	–	–	৭,২৮৩	৭,২৮৩	–
কর্মচারিদের কল্যাণ সুবিধাদি	৩২,০১২	(১৫১)	–	৩১,৮৬১	৩১,৮৬১	–
ওসিআই (OCI) এর উপর বিলম্বিত কর	–	–	১,১৪৫	১,১৪৫	১,১৪৫	–
সম্পত্তিসমূহের নীট বিলম্বিত কর (দায়সমূহ)	(২৯৯,১৭১)	(২৯,৩০২)	১,১৪৫	(৩২৭,৩২৮)	৫৭,৫৫৭	(৩৮৪,৮৮৫)
২০১৭						
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম	(১৮৪,৫৩০)	(১৬৮,৬৭৬)	–	(৩৫৩,২০৬)	–	(৩৫৩,২০৬)
অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ	২,৮৪০	১,১৭২	–	৪,০১২	৪,০১২	–
মজুদ সামগ্রী	২২,৮৫০	(১২,১২২)	–	১০,৭২৮	১০,৭২৮	–
বাণিজ্যিক প্রাপ্য	৫,০০৮	২,২৭৫	–	৭,২৮৩	৭,২৮৩	–
কর্মচারিদের কল্যাণ সুবিধাদি	৩৪,৭৫১	(২,৭৩৯)	–	৩২,০১২	৩২,০১২	–
ওসিআই (OCI) এর উপর বিলম্বিত কর	৩,৩০৫	–	(৩,৩০৫)	–	–	–
সম্পত্তিসমূহের নীট বিলম্বিত কর (দায়সমূহ)	(১১৫,৭৭৬)	(১৮০,০৯০)	(৩,৩০৫)	(২৯৯,১৭১)	৫৪,০৩৫	(৩৫৩,২০৬)

		২০১৮	২০১৭
	টাকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
১৫. মজুদ সামগ্রী			
কাঁচামাল		৩৬১,১৬২	৩১১,৩০১
উৎপন্ন দ্রব্য মজুদ		৩৫৬,০৮৪	২৪৬,৪৯৮
চালান অধীন মালামাল		৩৪,৫৩২	২৪,৪০৮
রক্ষণাবেক্ষণের জন্য খুচরা যন্ত্রপাতি		১৫৭,৪১৯	১৬৩,১৬১
পুরাতন মজুদ সামগ্রী বাবদ বরাদ্দ	১৫.১	(৬৬,৩০২)	(৬১,৭৯৩)
		৮৪২,৮৯৫	৬৮৩,৫৭৫
১৫.১ পুরাতন মজুদ সামগ্রী বাবদ বরাদ্দ			
১ জানুয়ারির উদ্বৃত্ত		৬১,৭৯৩	১১০,২৮১
এ বছরের জন্য বরাদ্দ		৪,৫০৯	(৪৮,৪৮৮)
৩১শে ডিসেম্বররের উদ্বৃত্ত		৬৬,৩০২	৬১,৭৯৩

মজুদ সামগ্রী অসংখ্য আইটেমের এবং পরিমাপের বৈচিত্র্যময় এককসমূহ বিচারে আইটেমের বিপরীতে মজুদ সামগ্রীর পরিমাণ প্রকাশ করা দূরূহ ব্যাপার।

১৬. বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রাপ্য			
বাণিজ্য প্রাপ্য	১৬.১	৫৮২,০৮২	৫১৬,৫২৭
আন্তঃ কোম্পানি প্রাপ্য		৮,১২১	৫৩,৫১৬
সুদ প্রাপ্য		৪,৩৬৫	২,০৬৫
অন্যান্য প্রাপ্য		২৪,৪০১	৩৬,৩৯৭
		৬১৮,৯৬৯	৬০৮,৫০৫
১৬.১ বাণিজ্য প্রাপ্য			
গ্যাসসমূহ		১৯০,৩৯৭	২১৪,২২৯
ওয়েল্ডিং		৬৯,২০১	৫৯,০৭৫
হেলথকেয়ার		৩৪৪,৮৪৬	২৭২,৩৫২
		৬০৪,৪৪৪	৫৪৫,৬৫৬
বাণিজ্য প্রাপ্য বাবদ বরাদ্দ	১৬.১.১.১	(২২,৩৬২)	(২৯,১২৯)
		৫৮২,০৮২	৫১৬,৫২৭

	টীকা	২০১৮ টাকা '০০০	২০১৭ টাকা '০০০
১৬.১.১ বাণিজ্য প্রাপ্যসমূহের শ্রেণীবিন্যাস			
প্রতিবেদন প্রদানের তারিখে মোট বাণিজ্য প্রাপ্যসমূহের শ্রেণীবিন্যাস ছিল নিম্নরূপ:			
চালান ০-৩০ দিনের মধ্যে		৫০৩,৩২৫	৪৪৬,৩৯৮
চালান ৩১-৬০ দিনের মধ্যে		১৭,৬২৭	২১,৪৫২
চালান ৬১-৯০ দিনের মধ্যে		১৮,৮৪৬	১১,৭০৮
চালান ৯১-১৮০ দিনের মধ্যে		২৪,০২৮	১৭,৬৭৮
চালান ১৮১-৩৬৫ দিনের মধ্যে		১৮,৬৭০	৩২,১৫৪
চালান ৩৬৫ দিনের উর্ধ্বে		২১,৯৪৮	১৬,২৬৬
		৬০৪,৪৪৪	৫৪৫,৬৫৬
আলোচ্য বছরে সন্দেহজনক দেনাবাবদ বরাদ্দের সঞ্চালন ছিল নিম্নরূপ:			
প্রারম্ভিক স্থিতি		২৯,১২৯	২০,০৩২
এ বছরের খরচ/(অবমুক্ত)		(৬,৭৬৭)	৯,০৯৭
সমাপনী স্থিতি		২২,৩৬২	২৯,১২৯
১৬.১.১.১ বাণিজ্য প্রাপ্য বাবদ বরাদ্দ			
১লা জানুয়ারির উদ্বৃত্ত		২৯,১২৯	২০,০৩২
বরাদ্দ/(পরিবর্তন) বাণিজ্য প্রাপ্য		১,৯৬৩	৯,০৯৭
প্রারম্ভিক উদ্বৃত্তের সমন্বয় (IFRS-9)		(৮,৭৩০)	–
৩১শে ডিসেম্বররের উদ্বৃত্ত		২২,৩৬২	২৯,১২৯
১৭. অগ্রিম, জমা এবং আগাম পরিশোধ			
কর্মচারিদেরকে প্রদত্ত ঋণ ও অগ্রিম		৬৮,৯৯৩	৬১,১৯৬
সরবরাহকারীদেরকে প্রদত্ত অগ্রিম		৪২৭	১,০৫৬
জমা এবং আগাম পরিশোধ		১৫৪,০৫১	৯৩,৪৭০
চলতি হিসাবে মূল্য সংযোজন কর		৯১,৭০১	১০৫,৬৬৪
		৩১৫,১৭২	২৬১,৩৮৬
চলতি নহে		৯০,৭৫৭	৮০,৫০০
চলতি		২২৪,৪১৫	১৮০,৮৮৬
		৩১৫,১৭২	২৬১,৩৮৬
এই অর্থসমূহ অঙ্গীকারবদ্ধ নয়, কিন্তু ভাল বলে বিবেচিত।			
১৮. বিনিয়োগ			
বিনিয়োগকৃত স্থায়ী আমানতের উপর প্রাপ্তি		১০,৭৫৩	১০,৫৩৫
১৯. নগদ ও নগদ সমতুল্যসমূহ			
নগদ তহবিল		৩৫৭	২,৭৫৭
ব্যাংকে গচ্ছিত		৪০৩,১৮৮	৪৫৮,৮৮৯
ব্যাংকে স্থায়ী গচ্ছিত		১,২০০,৬৫৬	৬৭০,৬৯০
		১,৬০৪,২০১	১,১৩২,৩৩৬
১৯.১ নীট নগদ প্রবাহের পরিচালনা সমন্বয়সাধন			
কর পূর্ব নীট মুনাফা		১,৩৬৪,৪৭৪	১,৩০৪,২৬০
যোগ: নগদ অর্থের পরিবর্তনের সহিত আইটেমসমূহ জড়িত নহে			
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামের অবচয়		২৮০,০৬৫	২১৯,৬৫১
অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহের এ্যামোরটাইজেসন		৬,৯৪৪	৮,৫৪৬
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামের বিক্রয়ের উপর লাভ		(২৪,৩৯০)	(৯৪১)
আর্থিক ব্যয়		৯৩৬	২০
সুদ বাবদ আয়		(৩০,২৭১)	(১৬,০২৯)
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল		৭১,৮১৪	৬৮,৬৪৫
গ্র্যাচুইটি বাবদ বরাদ্দ		১৯,০২৩	৯,৫৫৬
		৩২৪,১২০	২৮৯,৪৪৮

	২০১৮	২০১৭
	টাকা '০০০	টাকা '০০০
ক. চলতি মূলধন সুবিধার পরিবর্তনের পূর্বে পরিচালনা কর্মকান্ড হতে নগদ উৎপন্ন	১,৬৮৮,৫৯৪	১,৫৯৩,৭০৮
চলতি মূলধন সুবিধা পরিবর্তন:		
মজুদ সামগ্রী (বৃদ্ধি)/হ্রাস	(১৫৯,৩২০)	৪৫,০৪৭
বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রাপ্যসমূহের (বৃদ্ধি)/হ্রাস	৫৬৬	(১২২,৪৬৫)
অগ্রিম, জমা এবং আগাম পরিশোধসমূহের (বৃদ্ধি)/হ্রাস	(৫৩,৭৮৬)	৩০,১৮৫
অন্যান্য যে দায়সমুহ চলিত নহে-এর বৃদ্ধি	১২,৭৩৬	১৯,৬৩৮
কর্মচারিদের অন্যান্য কল্যাণ সুবিধাদির (হ্রাস)/বৃদ্ধি	(৫,২৭১)	২৮,৫৪০
বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রদেয়-এর বৃদ্ধি	২৮,৪৫১	২৪,০২৪
ব্যয় বরাদ্দ (হ্রাস)/বৃদ্ধি	(১৮,৯৬৬)	১৯,৪৮৯
খ. চলতি মূলধন সুবিধার মোট পরিবর্তন	(১৯৫,৫৯১)	৪৪,৪৫৮
গ. পরিচালনা কর্মকান্ড হতে নগদ উৎপন্ন (ক+খ)	১,৪৯৩,০০৪	১,৬৩৮,১৬৬
বাদ:		
আয়কর প্রদান	(২৩৪,০১৮)	(৪০১,১৩৪)
সুদ প্রদান	(৯৩৬)	(২০)
শ্রমিকদের মুনাফা অংশিদারিত্ব তহবিল প্রদান	(৬৮,৬৪৫)	(৬২,৬৭৫)
গ্র্যাচুইটি প্রদান	(১৯,৬২৯)	(১৫,৭৬১)
ঘ.	(৩২৩,২২৮)	(৪৭৯,৫৯০)
পরিচালনা কর্মকান্ড হতে নীট নগদ অর্থ প্রবাহ (গ+ঘ)	১,১৬৯,৭৭৬	১,১৫৮,৫৭৬

১৯(ক) কনসলিডেটেড নগদ ও নগদ সমতুল্যসমূহ		
লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড	১,৬০৪,২০১	১,১৩২,৩৩৬
বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড	–	–
বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড	২০	২০
	১,৬০৪,২২১	১,১৩২,৩৫৬

১৯(ক). ১. নীট নগদ প্রবাহের পরিচালনা সমন্বয়সাধন (Consolidated)		
কর পূর্ব নীট মুনাফা	১,৩৬৪,৪৭৪	১,৩০৪,২৬০
যোগ: নগদ অর্থের পরিবর্তনের সহিত আইটেমসমূহ জড়িত নহে		
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামের অবচয়	২৮০,০৬৫	২১৯,৬৫১
অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহের এ্যামোরটাইজেসন	৬,৯৪৪	৮,৫৪৬
সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামের বিক্রয়ের উপর লাভ	(২৪,৩৯০)	(৯৪১)
আর্থিক ব্যয়	৯৩৬	২০
সুদ বাবদ আয়	(৩০,২৭১)	(১৬,০২৯)
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল	৭১,৮১৪	৬৮,৬৪৫
গ্র্যাচুইটি বাবদ বরাদ্দ	১৯,০২৩	৯,৫৫৬
	৩২৪,১২০	২৮৯,৪৪৮

ক. চলতি মূলধন সুবিধার পরিবর্তনের পূর্বে পরিচালনা কর্মকান্ড হতে নগদ উৎপন্ন	১,৬৮৮,৫৯৪	১,৫৯৩,৭০৮
চলতি মূলধন সুবিধা পরিবর্তন:		
মজুদ সামগ্রী (বৃদ্ধি)/হ্রাস	(১৫৯,৩২০)	৪৫,০৪৭
বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রাপ্যসমূহের (বৃদ্ধি)/হ্রাস	৫৬৬	(১২২,৪৬৫)
অগ্রিম, জমা এবং আগাম পরিশোধসমূহের (বৃদ্ধি)/হ্রাস	(৫৩,৭৮৬)	৩০,১৮৫
অন্যান্য যে দায়সমুহ চলিত নহে-এর বৃদ্ধি	১২,৭৩৬	১৯,৬৩৮
কর্মচারিদের অন্যান্য কল্যাণ সুবিধাদির (হ্রাস)/বৃদ্ধি	(৫,২৭১)	২৮,৫৪০
বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রদেয়-এর বৃদ্ধি	২৮,৩২৫	২৩,৮৯৮
ব্যয় বরাদ্দ (হ্রাস)/বৃদ্ধি	(১৮,৯৬৬)	১৯,৪৮৯
খ. চলতি মূলধন সুবিধার মোট পরিবর্তন	(১৯৫,৭১৭)	৪৪,৩৩২
গ. পরিচালনা কর্মকান্ড হতে নগদ উৎপন্ন (ক+খ)	১,৪৯২,৮৭৮	১,৬৩৮,০৪০
বাদ:		
আয়কর প্রদান	(২৩৪,০১৮)	(৪০১,১৩৪)
সুদ প্রদান	(৯৩৬)	(২০)
শ্রমিকদের মুনাফা অংশিদারিত্ব তহবিল প্রদান	(৬৮,৬৪৫)	(৬২,৬৭৫)
গ্র্যাচুইটি প্রদান	(১৯,৬২৯)	(১৫,৭৬১)
ঘ.	(৩২৩,২২৮)	(৪৭৯,৫৯০)
পরিচালনা কর্মকান্ড হতে নীট নগদ অর্থ প্রবাহ (গ+ঘ)	১,১৬৯,৬৫০	১,১৫৮,৪৫০

	২০১৮	২০১৭
	টাকা '০০০	টাকা '০০০
২০. সাবসিডিয়ারি কোম্পানিতে বিনিয়োগ		
বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড	২০	২০
বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড	২০	২০
	৪০	৪০

এই হিসাবে বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেডের ১৯৯টি সাধারণ শেয়ার (মোট ২০০টি সাধারণ ইস্যুকৃত শেয়ার) প্রতিটি ১০০/= টাকা এবং বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেডের ১৯৯৯টি সাধারণ শেয়ার (মোট ২০০০টি সাধারণ ইস্যুকৃত শেয়ার) প্রতিটি ১০/= টাকা করে কোম্পানির নামে প্রতীয়মান হয়েছে। এই সাবসিডিয়ারি কোম্পানিগুলো ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৮ সমাপ্ত বছরে যথাক্রমে টা: ৬৩,২৫০ এবং ৬৩,২৫০ লোকসান করে।

২১. সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম

পরিবাহী মূল্যের সমন্বয় সাধন

বিবরণ	লাখেরাজ ভূমি	লাখেরাজ দালান	ইজারাকৃত ভূমির দালান	প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি ও সিলিন্ডারস্	মোটর গাড়ী	আসবাবপত্র এবং সাজসরঞ্জাম	কম্পিউটার হার্ডওয়্যার	নির্মাণাধীন মূলধনী ব্যয়	মোট
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
(ক) ক্রয়মূল্য									
১লা জানুয়ারি ২০১৮ এর উদ্বৃত্ত	৭৫,০৮০	৬৯৯,১৫৬	১০৮,০২৭	৪,২৮৬,৫৬৯	১৬৩,২৩৪	৯২,৬৮৫	৫৯,৯৯৪	১১৪,১৬৬	৫,৫৯৮,৯১১
সংযোজন	–	১৯,১৩০	–	১৮৫,৭৫১	৪,১২৮	৫,০৯২	৯,৬৭২	৫১৯,৬০৩	৭৪৩,৩৭৬
বিক্রয়/হস্তান্তর	–	(৬৭৯)	(১,৬০১)	(৩৯৯,৭০১)	(১২,৫৬৮)	(৮,০২৩)	(৯,০৬৭)	(২২৩,৭৭৩)	(৬৫৫,৪১২)
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৮ এর উদ্বৃত্ত	৭৫,০৮০	৭১৭,৬০৭	১০৬,৪২৬	৪,০৭২,৬১৯	১৫৪,৭৯৪	৮৯,৭৫৪	৬০,৫৯৯	৪০৯,৯৯৬	৫,৬৮৬,৮৭৫
১লা জানুয়ারি ২০১৭ এর উদ্বৃত্ত	৩৯,৪০৩	৩৪৯,৮৮৮	১০৮,০২৭	২,৮১৯,৯৩৭	১৫৫,৮৩৯	৮১,৫২৮	৪৭,১৩৭	১,১০৮,৬৮৩	৪,৭১০,৪৪২
সংযোজন	৩৫,৬৭৭	৩৪৯,২৬৮	–	১,৪৬৭,৩৫০	১২,৭৯৬	১১,১৫৭	১২,৮৫৭	৮৯৪,৫৮৮	২,৭৮৩,৬৯৩
বিক্রয়/হস্তান্তর	–	–	–	(৭১৮)	(৫,৪০১)	–	–	(১,৮৮৯,১০৫)	(১,৮৯৫,২২৪)
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৭ এর উদ্বৃত্ত	৭৫,০৮০	৬৯৯,১৫৬	১০৮,০২৭	৪,২৮৬,৫৬৯	১৬৩,২৩৪	৯২,৬৮৫	৫৯,৯৯৪	১১৪,১৬৬	৫,৫৯৮,৯১১
(খ) সঞ্চিত অবচয়									
১লা জানুয়ারি ২০১৭ এর উদ্বৃত্ত	–	১০৬,৩৯৭	৬৩,৪৪৭	২,০১২,২৪৫	৯১,৯৯৬	৬৮,৯৬৫	৩৭,২২৩	–	২,৩৮০,২৭৩
এ বছরের খরচ	–	২৩,৩৮০	১,৯৪৯	২১৮,৪৫৫	২১,৯৯৪	৪,৬৪৫	৯,৬৪২	–	২৮০,০৬৫
এ বছরের বিক্রয়/হস্তান্তর	–	(৬৭৯)	(৭৮১)	(৩৯৬,৪৮৩)	(৫,০২৭)	(৭,১৭৪)	(৮,৭৮০)	–	(৪১৮,৯২৪)
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৭ এর উদ্বৃত্ত	–	১২৯,০৯৯	৬৪,৬১৪	১,৮৩৪,২১৬	১০৮,৯৬৩	৬৬,৪৩৫	৩৮,০৮৫	–	২,২৪১,৪১৩
১লা জানুয়ারি ২০১৭ এর উদ্বৃত্ত	–	৮৮,৩৬৩	৬১,৪৬৩	১,৮৫০,৬৫২	৭১,২১৭	৬৪,৬২০	৩০,১৯২	–	২,১৬৬,৫০৭
এ বছরের খরচ	–	১৮,০৩৪	১,৯৮৪	১৬২,০৭৭	২৬,১৮০	৪,৩৪৫	৭,০৩১	–	২১৯,৬৫১
এ বছরের বিক্রয়/হস্তান্তর	–	–	–	(৪৮৪)	(৫,৪০১)	–	–	–	(৫,৮৮৫)
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৮ এর উদ্বৃত্ত	–	১০৬,৩৯৭	৬৩,৪৪৭	২,০১২,২৪৫	৯১,৯৯৬	৬৮,৯৬৫	৩৭,২২৩	–	২,৩৮০,২৭৩
পরিবাহী মূল্য (ক-খ)									
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৮ এর উদ্বৃত্ত	৭৫,০৮০	৫৮৮,৫০৯	৪১,৮১১	২,২৩৮,৪০৩	৪৫,৮৩১	২৩,৩১৮	২২,৫১৪	৪০৯,৯৯৬	৩,৪৪৫,৪৬২
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৭ এর উদ্বৃত্ত	৭৫,০৮০	৫৯২,৭৫৯	৪৪,৫৮০	২,২৭৪,৩২৪	৭১,২৩৮	২৩,৭২০	২২,৭৭১	১১৪,১৬৬	৩,২১৮,৬৩৮

	২০১৮	২০১৭
	টাকা '০০০	টাকা '০০০
২১.১ এ বছরের অবচয় বরাদ্দ		
বিক্রিত পণ্যের খরচ	১৯৪,৬৫৮	১৪০,৫০২
পরিচালনা ব্যয়	৮৫,৪০৭	৭৯,১৪৯
	২৮০,০৬৫	২১৯,৬৫১

২২. অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ

	সফট্ওয়্যার	নির্মাণাধীন মূলধনী ব্যয়	মোট
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
ক. মূল্য			
১ জানুয়ারি ২০১৮ এর উদ্বৃত্ত	৬৮,১০০	–	৬৮,১০০
সংযোজন	–	–	–
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৮ এর উদ্বৃত্ত	৬৮,১০০	–	৬৮,১০০
১ জানুয়ারি ২০১৭ এর উদ্বৃত্ত	৬৭,২৬৭	–	৬৭,২৬৭
সংযোজন	৮৩৩	৮৩৩	১,৬৬৬
হস্তান্তর	–	(৮৩৩)	(৮৩৩)
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৭ এর উদ্বৃত্ত	৬৮,১০০	–	৬৮,১০০

	সফট্ওয়্যার	নির্মাণাধীন মূলধনী ব্যয়	মোট
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
খ. সঞ্চিত অ্যামোরটাইজেশন			
১ জানুয়ারি ২০১৮ এর উদ্বৃত্ত	৪৯,৪০১	–	৪৯,৪০১
অ্যামোরটাইজেশন	৬,৯৪৪	–	৬,৯৪৪
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৮ এর উদ্বৃত্ত	৫৬,৩৪৫	–	৫৬,৩৪৫
১ জানুয়ারি ২০১৭ এর উদ্বৃত্ত	৪০,৮৫৫	–	৪০,৮৫৫
অ্যামোরটাইজেশন	৮,৫৪৬	–	৮,৫৪৬
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৭ এর উদ্বৃত্ত	৪৯,৪০১	–	৪৯,৪০১
পরিবাহী মূল্য (ক-খ)			
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৮	১১,৭৫৫	–	১১,৭৫৫

২৩. কোম্পানির স্বত্ত্বাধিকারীর অনুকূলে অর্জনযোগ্য/শেয়ার মূলধন			
অনুমোদিত:			
প্রতিটি ১০/= টাকা হিসাবে ২,০০,০০,০০০ টি সাধারণ শেয়ার		২০০,০০০	২০০,০০০
ইস্যুকৃত, বিক্রয়কৃত এবং মূল্য পরিশোধিত:			
৩,৬১৬,৯০২ টি সাধারণ শেয়ার প্রতিটি ১০/= টাকা হিসাবে নগদ বাবদ ইস্যু		৩৬,১৬৯	৩৬,১৬৯
৯,৯৯,৪৯৮ টি সাধারণ শেয়ার প্রতিটি ১০/= টাকা হিসাবে নগদ অর্থ ছাড়া ইস্যু করা হয়েছে		৯,৯৯৫	৯,৯৯৫
১০,৬০১,৮৮০ টি সাধারণ শেয়ার প্রতিটি ১০/= টাকা হিসাবে বোনাস হিসাবে ইস্যু করা হয়েছে		১০৬,০১৯	১০৬,০১৯
		১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩

শেয়ারহোল্ডিংস-এর শতকরা হিসাব	শতকরা হার		টাকা '০০০	
	২০১৮	২০১৭	২০১৮	২০১৭
দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড	৬০.০	৬০.০	৯১,৩১০	৯১,৩১০
বাংলাদেশ বিনিয়োগ সংস্থা (আই,সি,বি)	১৪.৮	১৪.৫	২২,৫১৯	২২,১২০
লংকাবাংলা সিকিউরিটিজ লি:	১.৭	১.৭*	২,৫৪৪	২,৫৪৪
সাধারণ বীমা কর্পোরেশন (এসবিসি)	১.৩	১.৩*	২,০৪৭	২,০৪৭
অন্যান্য শেয়ারহোল্ডারগণ	২২.২	২২.৫*	৩৩,৭৬৩	৩৪,১৬২
	১০০	১০০	১৫২,১৮৩	১৫২,১৮৩

* বাংলাদেশ ফান্ড ও লংকাবাংলা সিকিউরিটিজ লি:-এর শেয়ারহোল্ডিং পরিবর্তনের সমন্বয় সাধন।

হোল্ডিং অনুযায়ী শেয়ারহোল্ডারদের শ্রেণী বিভাগ:	হোল্ডারদের সংখ্যা		মোট শতকরা হোল্ডিংস	
হোল্ডিংস	২০১৮	২০১৭	২০১৮	২০১৭
৫০০ শেয়ারের কম	৬,৪৩৫	৬,১৮৩	৩.৩	৩.৩
৫০০ থেকে ৫,০০০ শেয়ার	৪৮৬	৫২৬	৪.৫	৪.৯
৫,০০১ থেকে ১০,০০০ শেয়ার	৪০	৫০	১.৮	২.৪
১০,০০১ থেকে ২০,০০০ শেয়ার	৩৩	৩৮	৩.২	৩.৭
২০,০০১ থেকে ৩০,০০০ শেয়ার	২২	১১	৩.৫	১.৮
৩০,০০১ থেকে ৪০,০০০ শেয়ার	৫	৬	১.১	১.৩
৪০,০০১ থেকে ৫০,০০০ শেয়ার	২	৫	০.৬	১.৫
৫০,০০১ থেকে ১,০০,০০০ শেয়ার	৭	৩	৩.৩	১.২
১,০০,০০১ থেকে ১০,০০,০০০ শেয়ার	৫	৭	১১.৭	১২.৯
১০,০০,০০০ শেয়ারের উপরে	২	২	৬৭.০	৬৭.০
	৭,০৩৭	৬,৮৩১	১০০	১০০

		২০১৮	২০১৭
	টীকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
২৪. কর্মচারি কল্যাণ সুবিধাদি			
গ্র্যাচুইটি স্কীম	২৪.১	১২৭,৪৪৩	১২৮,০৪৯
কর্মচারিদের অন্যান্য কল্যাণ সুবিধাদি		২৮,০২২	৩৩,২৯৩
		১৫৫,৪৬৫	১৬১,৩৪২

		২০১৮	২০১৭
	টীকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
২৪. কর্মচারি কল্যাণ সুবিধাদি			
১ জানুয়ারি-এর উদ্বৃত্ত		১২৮,০৪৯	১৩৪,২৫৪
এ বছরের বরাদ্দ		১৯,০২৩	৯,৫৫৬
		১৪৭,০৭২	১৪৩,৮১০
এ বছরের প্রদান		(১৯,৬২৯)	(১৫,৭৬১)
৩১শে ডিসেম্বর-এর উদ্বৃত্ত		১২৭,৪৪৩	১২৮,০৪৯
২৫. অন্যান্য যে দায়সমূহ চলতি নহে			
সিলিন্ডার বাবদ জমা		২৪৮,২৩৫	২৩৫,৪৯৯
গ্রাহকদের নিকট হতে সিলিন্ডার বাবদ সিকিউরিটি জমা একটি চলমান ধরনের দায়।			
২৬. বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রদান			
বাণিজ্য প্রদান		৮১,৫৪৯	৯৮,৬১৪
আন্তঃ কোম্পানি প্রদান		৪৮৬,৪০৩	৪২৩,৪৩৪
মূলধনী বিষয়ে প্রদান		২১,১৮৪	৫৩,১৯৬
গ্রাহকদের নিকট হতে অগ্রীম		৫৮,৪০৬	৭৩,৫৭৪
অপরিশোধিত লভ্যাংশ		৮২,৩৪৯	৮০,৩২০
সাবসিডিয়ারি কোম্পানির সহিত চলতি হিসাব	২৬.১	৩৯	১৬৫
অন্যান্য		৬৮৩,৬২০	৬৮২,১৮৪
		১,৪১৩,৫৫০	১,৪১১,৪৮৭

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এর পরিচালনা পর্ষদ গত ২৭ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে ঢাকার তেজগাছ্ জমির অংশবিশেষ: ২.৩১ একর বিক্রয়ের অনুমোদন দেন। জমির মূল্য বাবদ অর্থ গৃহীত হয়েছে এবং জমি সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি হস্তান্তর প্রক্রিয়াধীন আছে।

২৬.১ সাবসিডিয়ারি কোম্পানির সহিত চলতি হিসাব			
বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড		৩১৭	৩৮০
বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড		(২৭৮)	(২১৫)
		৩৯	১৬৫
২৬(ক) কনসলিডেটেড বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রদান			
বাণিজ্য প্রদান		৮১,৫৪৯	৯৮,৬১৪
আন্তঃ কোম্পানি প্রদান		৪৮৬,৪০৩	৪২৩,৪৩৪
মূলধনী বিষয়ে প্রদান		২১,১৮৪	৫৩,১৯৬
গ্রাহকদের নিকট হতে অগ্রীম		৫৮,৪০৬	৭৩,৫৭৪
অপরিশোধিত লভ্যাংশ		৮২,৩৪৯	৮০,৩২০
অন্যান্য		৬৮৩,৬২০	৬৮২,১৮৪
		১,৪১৩,৫১১	১,৪১১,৩২২
২৭. ব্যয় বাবদ বরাদ্দ			
দেয় খরচ		৪১,৫৯১	৫৬,৫৫৮
কর্মচারি কল্যাণ দেয় খরচ		৩২,২৯৮	৩৬,২৯৭
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল	২৭.১	৭১,৮২৮	৬৮,৬৫৯
		১৪৫,৭১৭	১৬১,৫১৪
২৭(ক) কনসলিডেটেড ব্যয় বাবদ বরাদ্দ			
দেয় খরচ		৪১,৮৯১	৫৬,৮৫৮
কর্মচারি কল্যাণ দেয় খরচ		৩২,২৯৮	৩৬,২৯৭
শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল	২৭.১	৭১,৮২৮	৬৮,৬৫৯
		১৪৬,০১৭	১৬১,৮১৪

	টীকা	২০১৮ টাকা '০০০	২০১৭ টাকা '০০০
২৪. কর্মচারি কল্যাণ সুবিধাদি			
১লা জানুয়ারি এর উদ্বৃত্ত		৬৮,৬৫৯	৬২,৬৮৯
এ বছরের বরাদ্দ		৭১,৮১৪	৬৮,৬৪৫
		১৪০,৪৭৩	১৩১,৩৩৪
এ বছরের প্রদান		(৬৮,৬৪৫)	(৬২,৬৭৫)
৩১শে ডিসেম্বর এর উদ্বৃত্ত		৭১,৮২৮	৬৮,৬৫৯
২৮. চলতি কর দায়সমূহ			
কর বাবদ বরাদ্দ	২৮.১	৫১৮,০৮১	৫০৬,১৪১
আগাম আয়কর	২৮.২	(৪৩১,৮১৯)	(৫১৭,২৫৯)
		৮৬,২৬২	(১১,১১৮)
২৮(ক). কনসলিডেটেড চলতি কর দায়সমূহ			
কর বাবদ বরাদ্দ		৫১৮,০৮৬	৫০৬,১৪৬
আগাম আয়কর	২৮.২	(৪৩১,৮১৯)	(৫১৭,২৫৯)
		৮৬,২৬৭	(১১,১১৩)
২৮.১ কর বাবদ বরাদ্দ			
১লা জানুয়ারি এর উদ্বৃত্ত		৫০৬,১৪১	৩৩৪,৭০৯
কর বাবদ খরচ			
চলতি বছর	১৪	৩৩১,৩৯৮	১৭১,৪৩২
২০১৭-২০১৮ সালের আয়কর সমন্বয়		(৩১৯,৪৫৮)	–
৩১শে ডিসেম্বর এর উদ্বৃত্ত		৫১৮,০৮১	৫০৬,১৪১
২৮.২ অগ্রীম আয়কর			
১লা জানুয়ারি এর উদ্বৃত্ত		৫১৭,২৫৯	১১৬,১২৫
৬৪ ও ৭৪ ধারার অধীন অর্থ প্রদান		৪৬,১৭৭	২৫০,২৮২
উৎসে কর কর্তন		১৮৭,৮৪১	১৫০,৮৫২
২০১৭-২০১৮ সালের আয়কর সমন্বয়		(৩১৯,৪৫৮)	–
৩১শে ডিসেম্বর এর উদ্বৃত্ত		৪৩১,৮১৯	৫১৭,২৫৯
২৯. নীট সম্পত্তি মূল্য (NAV)			
মোট সম্পত্তিসমূহ		৬,৮৪৯,২৪৭	৫,৯৪৪,৮৩২
চলতি নহে যে দায়সমূহ		(৭৩১,০২৮)	(৬৯৬,০১২)
চলতি দায়সমূহ		(১,৬৪৫,৫২৯)	(১,৫৭৩,০০১)
		৪,৪৭২,৬৯০	৩,৬৭৫,৮১৯
প্রতিটি ১০/= টাকা হারে ৩১শে ডিসেম্বর-এ মোট সাধারণ শেয়ার মূল্য		১৫,২১৮	১৫,২১৮
৩১শে ডিসেম্বর-এ নীট সম্পদ মূল্য		২৯৩.৯০	২৪১.৫৪
২৯(ক). নীট সম্পত্তি মূল্য (NAV) - **একত্রীকৃত**			
মোট সম্পত্তিসমূহ		৬,৮৪৯,২২৭	৫,৯৪৪,৮০৬
চলতি নহে যে দায়সমূহ		(৭৩১,০২৮)	(৬৯৬,০১২)
চলতি দায়সমূহ		(১,৬৪৫,৭৯৫)	(১,৫৭৩,১৩৬)
		৪,৪৭২,৪০৪	৩,৬৭৫,৬৫৮
প্রতিটি ১০/= টাকা হারে ৩১শে ডিসেম্বর-এ মোট সাধারণ শেয়ার মূল্য		১৫,২১৮	১৫,২১৮
৩১শে ডিসেম্বর-এ নীট সম্পত্তি মূল্য (২০১৭-এ প্রকাশিত)		২৯৩.৮৮	২৪১.৫৩
৩০. মূলধনী ব্যয়ের জন্য অঙ্গীকার			
চুক্তিবদ্ধ কিন্তু হিসাবে প্রতীয়মান হয় নাই		২১৪,৯৪৯	৬৩,৫০০

৩১. সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামের বিক্রয়ের মুনাফার তালিকা

	মূল্য	সঞ্চিত অবচয়	পরিবাহী মূল্য	বিক্রয় মূল্য
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
যানবাহন	১২,৫৬৮	৫,০২৭	৭,৫৪১	৭,৭২৭
প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামাদি	৩৯০,৭৪৯	৩৮৯,৯৬৬	৭৮৩	২৫,৯৭৯
দালান	২,২৮০	১,৪৬০	৮২০	–
কম্পিউটার	৯,০৬৭	৮,৭৮০	২৮৭	৭৩৯
আসবাবপত্র এবং সরঞ্জামাদি	৮,০২৩	৭,১৭৪	৮৪৯	৫১৩
সিলিন্ডারস: বিক্রয়কৃত	৪,৭৩৪	৩,৫০০	১,২৩৪	২,১৪৭
সিলিন্ডারস: বাতিলকৃত	৪,২১৯	৩,০১৮	১,২০১	–
২০১৮	৪৩১,৬৪০	৪১৮,৯২৫	১২,৭১৫	৩৭,১০৫
২০১৭	৬,১১৯	৫,৮৮৪	২৩৫	১,১৭৬

৩২. কর্মচারির সংখ্যা

সর্বমোট টাকা ৩৬,০০০ বা ততোধিক ভাতা গ্রহণ করে সে সকল কর্মচারি যারা সারা বছর বা আংশিক বছর নিযুক্ত ছিল ৩০৫ জন (২০১৭: ৩১৭)।

৩৩. উৎপাদন ক্ষমতা

প্রধান পণ্যসামগ্রী	মাপের একক	এ বছরের জন্য ক্ষমতা	এ বছরের জন্য উৎপাদন	মন্তব্য
এএসইউ গ্যাসেস	'০০০এম^3	৪৩,১০০	২০,৫৪২	প্লান্ট অচলাবস্থাসহ অন্যান্য কারণে উৎপাদন কম ছিল
ডিজল্ভ এসিটিলিন	'০০০এম^3	১,১৫০	১৮৮	বিগত ৩ মাস প্লান্ট স্থানান্তরের কারণে উৎপাদন ছিল না
ইলেক্ট্রোডস্	এম টি	৩১	২৬	ভবিষ্যত চাহিদা মেটানোর জন্য অতিরিক্ত ক্ষমতা

৩৪. বৈদেশিক মুদ্রা প্রেরণ

		২০১৮		২০১৭
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড, ইউ. কে-কে লভ্যাংশ প্রদান (জিবিপি)	১,০১১	১১৫,০৫০	২,৪১৮	২৫৪,৭৫৪
লিন্ডে গ্যাস এশিয়া-কে সার্ভিস চার্জ আরওএইচকিউ, ফিলিপাইন (ইউএসডি)	১২৯	১০,৭৭১	১২৮	১০,৪৭৭
গ্যাস এনালাইসিস, আটলান্টিক এনালাইটিকেল ল্যাব ইনক (ইউএসডি)	৬	৪৬৩	৩	২৬৯
নিউ দিল্লি ল্যাব প্রাইভেট লিমিটেড, ইন্ডিয়া (ইউএসডি)	–	–	৬	৪৪৭
লিন্ডে ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড, ইন্ডিয়া (ইউরো)	৩	৩২১	–	–
লিন্ডে ইন্ডিয়া লিমিটেড, ইন্ডিয়া (ইউএসডি)	১২০	১০,০৭৪	–	–
লিন্ডে ট্রেজারি এশিয়া প্যাসিফিক পিটিই লিমিটেড, সিঙ্গাপুর (এসজিডি)	৪	২১৯	৯	৫০৭
ডিলয়েট, জার্মানি (ইউরো)	–	–	২	১৭২
প্রাইস ওয়াটার হাউজ কুপারস্, জার্মানি (ইউরো)	–	–	১	৯৩
ইউ এল এজি ইউএসএ (ইউএসডি)	৬.৮	৫৭২.৮	–	–
প্রাকজ্যায়ার (থাইল্যান্ড) কোং লিঃ (ইউএসডি)	৬	৫১১	–	–
দি বিওসি গ্রুপ, উইকে-কে প্রদান বাবদ টি এ এফ (জিবিপি)	–	–	২০৯	২২,১৭৬
মোট	১,২৮৫	১৩৭,৯৮১	২,৭৭৫	২৮৮,৮৯৫

দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড একজন অনাবাসিক শেয়ারহোল্ডার। উক্ত কোম্পানি ২০১৮ সালের অর্থ বছরে ছিল ৯,১৩০,৯৬৮ টি সাধারণ শেয়ারের অধিকারী। ২০১৭ সালের লভ্যাংশ বাবদ দি বিওসি গ্রুপ লিমিটেড-কে এইচ ১,০১১ হাজার অন্তর্বর্তীকালীন লভ্যাংশ হিসাবে প্রদান করা হয় (২০১৭ এইচ ১,৫৫৪ হাজার)।

৩৫. বৈদেশিক মুদ্রায় গ্রহণ

গ্রাহকের/ভেন্ডরের নাম	গ্রহণের ধরন		২০১৮		২০১৭
		'০০০ এফসি	টাকা' ০০০	'০০০ এফসি	টাকা' ০০০
ইউনিগ্লোরী সাইকেল কম্পোনেন্টস্ লি: (ইউএসডি)	রপ্তানী হিসেবে গণ্য	১২০	৯,৯২৫	৬৫	৫,১৫১
ইউনিগ্লোরী সাইকেল ইন্ডাস্ট্রিজ লি: (ইউএসডি)	রপ্তানী হিসেবে গণ্য	১৮১	১৪,৯৮০	৬৯	৫,৪৭০
ষ্টেরিস কর্পোরেশন, ইউএসএ (ইউএসডি)	বিক্রয় কমিশন	৮	৬৪৫	১০	৮০৫
লিন্ডে মালয়েশিয়া এসডিএন বিএইচডি (ইউএসডি)	সার্ভিস চার্জ	–	–	৩	২০২
লিন্ডে গ্যাস সিঙ্গাপুর (ইউএসডি)	সার্ভিস চার্জ	–	–	১	৯৬
লিন্ডে গ্যাস এশিয়া পিটিই লিমিটেড (ইউএসডি)	আইএস চার্জ	৭৬৯	৬৩,৬৪৫	৭৮	৬,১৯৮
এপিআর এ্যানার্জি (ইউএসডি)	পণ্য রপ্তানী	২৯	২৩,৫৭৯	–	–
জেডটিই কর্পোরেশন (ইউএসডি)	সার্ভিস চার্জ	১,০০৯	৯৬,১০৯	–	–
কর্ণফুলী শিপ বিল্ডার্স (ইউএসডি)	রপ্তানী হিসেবে গণ্য	৪৬	৩,৮১০	–	–
মোট		২,১৬১	২১২,৬৯৩	২২৬	১৭,৯২২

	২০১৮	২০১৭
	টাকা '০০০	টাকা '০০০
৩৬. সি আই এফ ভিত্তিতে আমদানী মূল্য		
কাঁচামাল	২,০৬৪,২৩১	১,৬০২,০০১
খুচরা যন্ত্রাংশ ও অন্যান্য মেশিনপত্র	১০৩,৭০৩	৭৬,৬২৬
মূলধনী মালামাল	৩০৮,৭৩৬	৭৫৯,৩৬০
	২,৪৭৬,৬৭০	২,৪৩৭,৯৮৭
৩৭. ভবিষ্যত (Contingent) দায়সমূহ		
এই দায়সমূহের আওতায় রয়েছে, তৃতীয় পক্ষসমূহকে প্রদত্ত ব্যাংক গ্যারান্টিসমূহ, শিপিং গ্যারান্টিসমূহ, অন্যান্য গ্যারান্টি, জনসেবা খাতে গ্যারান্টিসমূহ, পারফরমেন্স বন্ড, সিকিউরিটি বন্ড, আমদানী বিল, আমদানী হতে প্রাপ্য অর্থ এবং ব্যাংকের গ্রহণযোগ্যতা সংক্রান্ত দলিল।	৬৯,৪৭০	১২২,৬৮৯
বকেয়া ঋণপত্রসমূহ	৬৪৭,১৮৭	৭২৪,৫৯৮
কর (ভ্যাট) হিসাবে চাহিদাকে চ্যালেঞ্জ করে কোম্পানি কর্তৃক বাংলাদেশ সরকার এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে আনীত রিট পিটিশন, ২০১৫ সালের নং ২২২৬ যা শুনানির অপেক্ষায় রয়েছে।	১২,৯৯৬	১২,৯৯৬
৩৭.১ ক্রেডিট সুবিধাদি - ৩১শে ডিসেম্বর		
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক লি:	১,২০০,০০০	১,৬০০,০০০
দি হংকং সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড	৬১০,২৫০	৪৮১,২০০
	১,৮১০,২৫০	২,০৮১,২০০
দি হংকং সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড-এর সাথে চুক্তি (ঋণ সুবিধা)		
লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এবং দি হংকং সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লিমিটেড-এর মধ্যে ৩১শে অক্টোবর ২০১৭ নতুন চুক্তি অনুযায়ী কোম্পানি ঋণ সুবিধা পেয়ে আসছে। নিম্নরূপ শর্তাবলী হল:		
সুবিধা সীমাবদ্ধতা: ইউরো ৬.০০ মিলিয়ন (ছয় মিলিয়ন) সমপরিমাণ স্থানীয় মুদ্রা।		
উদ্দেশ্য: চলতি মূলধন সুবিধা		
ওভারড্রাফ্ট সুদের হার: ৮.০০%		
নিরাপত্তা: ডিমান্ড প্রমিজরি নোট, টাকা ৬১০.২৫ মিলিয়ন টাকার অনুকূলে ধারাবাহিকতা পত্র এবং লিন্ডে এজি কর্তৃক প্রেরিত লেটার অব কমফোর্ট।		
স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক বাংলাদেশ-এর সাথে চুক্তি (ঋণ সুবিধা)		
লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড এবং স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক বাংলাদেশ-এর মধ্যে ২২ নভেম্বর ২০১৮ তে যথাক্রমে চুক্তি অনুযায়ী কোম্পানি ঋণ সুবিধা পেয়ে আসছে। নিম্নরূপ শর্তাবলী হল:		
সুবিধা সীমাবদ্ধতা: টাকা ১,২০০ মিলিয়ন (টাকা এক হাজার দুইশত মিলিয়ন)		
উদ্দেশ্য: চলতি মূলধন		
ওভারড্রাফ্ট সুদের হার: ৯.০০%		
নিরাপত্তা: ডিমান্ড প্রমিজরি নোট, টাকা ১,২০০ মিলিয়ন টাকার অনুকূলে ধারাবাহিকতা পত্র।		
৩৮. পরিচালনা সংক্রান্ত ইজারা-ইজারাদার হিসাবে ইজারা		
বাতিলযোগ্য নয় এমন পরিচালনা সংক্রান্ত ইজারার ভাড়া নিম্নলিখিতভাবে প্রদেয়		
এক বছরের উর্ধ্বে নহে	৫,৯৪২	৭,৯২২
দুই থেকে পাঁচ বছরের মধ্যে	৯,৪৩৪	২০,৭০৫
পাঁচ বছরের উর্ধ্বে	৩,৩০৮	৭,৬৩৭
	১৮,৬৮৪	৩৬,২৬৪
কোম্পানি বেশ কিছু বিক্রয়কেন্দ্র ও অফিস ইজারা হিসাবে ভাড়া নিয়েছে। এগুলো সাধারণত ৪-১৫ বছরের জন্য ইজারাকৃত এবং মেয়াদকাল শেষ হবার পর এই ইজারা নবায়ন করা যাবে।		

৩৯. অনিয়ন্ত্রিত সুদ (NCI)

গ্রুপ সাবসিডিয়ারির অধীনস্ত প্রতিটির তথ্য সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

	বিওসি	বিওএল	আন্তঃ গ্রুপ বিলোপ	মোট	টাকা '০০০
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৮					
NCI শতকরা হার	০.০৫%	০.৫০%	–	–	–
যে সম্পত্তিসমূহ চলতি নহে	–	–	–	–	–
চলতি সম্পত্তিসমূহ	২০,০০০	৩১৬,৮৪৮	–	–	–
যে দায়সমূহ চলতি নহে	–	–	–	–	–
চলতি দায়সমূহ	(৩৭৯,৫০০)	(২০৪,০০০)	–	–	–
নীট সম্পত্তিসমূহ	(৩৫৯,৫০০)	১১২,৮৪৮	–	–	–
NCI এর অর্জনযোগ্য নীট সম্পত্তিসমূহ	(১৮০)	৫৬৪	–	৩৮৪	০.৩৮
রেভিনিউ	–	–	–	–	–
ক্ষতি	(৬৩,২৫০)	(৬৩,২৫০)	–	(১২৬,৫০০)	(১২৬.৫০)

	বিওসি	বিওএল	আন্তঃ গ্রুপ বিলোপ	মোট	টাকা '০০০
ওসিআই (OCI)	–	–	–	–	–
মোট কমপ্রিহেনসিভ আয়	(৬৩,২৫০)	(৬৩,২৫০)	–	–	–
NCI তে ক্ষতির বন্টন	(৩২)	(৩১৬)	–	(৩৪৮)	–
NCI তে OCI বন্টন			–	–	–
পরিচালনা কর্মকান্ড হতে নগদ প্রবাহ	–	–	–	–	–
বিনিয়োগ কর্মকান্ড হতে নগদ প্রবাহ	–	–	–	–	–
আর্থিক কর্মকান্ড হতে নগদ প্রবাহ	–	–	–	–	–
নীট বৃদ্ধি (হ্রাস) নগদ ও নগদ সমতুল্য	–	–	–	–	–
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৭					
NCI শতকরা হার	০.০৫%	০.৫০%	–	–	–
যে সম্পত্তিসমূহ চলতি নহে	–	–			
চলতি সম্পত্তিসমূহ	২০,০০০	৩৮০,০৯৮	–	–	–
যে দায়সমূহ চলতি নহে	–	–	–	–	–
চলতি দায়সমূহ	(৩১৬,২৫০)	(২০৪,০০০)	–	–	–
নীট সম্পত্তিসমূহ	(২৯৬,২৫০)	১৭৬,০৯৮	–	–	–
NCI এর অর্জনযোগ্য নীট সম্পত্তিসমূহ	(১৪৮)	৮৮০	–	৭৩২	০.৭৩
রেভিনিউ	–	–	–	–	–
ক্ষতি	(৬৩,২৫০)	(৬৩,২৫০)	–	–	–
ওসিআই (OCI)	–	–	–	–	–
মোট কমপ্রিহেনসিভ আয়	(৬৩,২৫০)	(৬৩,২৫০)	–	–	–
NCI তে ক্ষতির বন্টন	(৩২)	(৩১৬)	–	(৩৪৮)	–
NCI তে OCI বন্টন	–	–	–	–	–
পরিচালনা কর্মকান্ড হতে নগদ প্রবাহ	–	–	–	–	–
বিনিয়োগ কর্মকান্ড হতে নগদ প্রবাহ	–	–	–	–	–
আর্থিক কর্মকান্ড হতে নগদ প্রবাহ	–	–	–	–	–
নীট বৃদ্ধি (হ্রাস) নগদ ও নগদ সমতুল্য	–	–	–	–	–

৪০. প্রতিবেদন তারিখের পরবর্তী ইভেন্টসমূহ

৪ঠা মার্চ ২০১৯ সালের ২৪৭তম বোর্ড সভাতে পরিচালকমন্ডলী সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় অনুমোদন সাপেক্ষে আলোচ্য বছরে শেয়ারপ্রতি ৩৭.৫০ টাকা (৩৭৫%) চুড়ান্ত লভ্যাংশ ঘোষণা করা হয়েছে, যার ফলে এ বাবদ ৫৭০,৬৮৬ মিলিয়ন টাকা পরিশোধ করতে হবে।

৪১. সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের লেনদেন

৪১.১ প্যারেন্ট ও নিয়ন্ত্রিত পক্ষের লেনদেন

যুক্তরাজ্যের দ্য বিওসি গ্রুপ লিমিটেড কোম্পানির ৬০% শেয়ারের অধিকারী যাহার সম্পূর্ণ মূলধনের অধিকারী জার্মান কোম্পানি লিন্ডে এজি (Linde AG)। এর ফলে কোম্পানি পরিচালনা লিন্ডে এজি কর্তৃক পুরোপুরি নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

		২০১৮	২০১৭
	টীকা	টাকা '০০০	টাকা '০০০
৪১.২ মূল ব্যাবস্থাপনা কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে লেনদেন			
মূল ব্যাবস্থাপনা কর্মকর্তাবৃন্দ:			
পরিচালকবৃন্দের সম্মানী		১৯,৪১১	১৬,৯০০

৪১.৩ সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের লেনদেন

			৩১শে ডিসেম্বর		৩১শে ডিসেম্বর	
			২০১৮	২০১৭	২০১৮	২০১৭
পক্ষসমূহের নাম	সম্পর্কের প্রকৃতি	লেনদেনের প্রকৃতি		লেনদেনের বছর		অনাদায়ী উদ্বৃত্ত
আন্তঃ কোম্পানি প্রদেয়			টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
বিওসি গ্যাসেস, টেকনিক্যাল সাপ্লাই সেন্টার	ফেলো সাবসিডিয়ারি	সার্ভিস ফি	–	–	–	–
বিওসি গ্যাসেস, টেকনিক্যাল সাপ্লাই সেন্টার	ফেলো সাবসিডিয়ারি	পণ্য ক্রয়	–	৯০২	২৯০	–
বিওসি গ্রুপ লিমিটেড	হোল্ডিং কোম্পানি	কারিগরী সহায়তা ফি	৩২,১৭৮	২৯,৮২৯	১৭৪,৬৭৬	১৪২,৪৯৮
বিওসি গ্রুপ লিমিটেড	হোল্ডিং কোম্পানি	লভ্যাংশ	১১৫,০৫০	২৫৪,৭৫৪	–	–
লিন্ডে এজি, লিন্ডে গ্যাস হেডকোয়ার্টারস	আলটিমেট হোল্ডিং কোম্পানি	গ্লোবাল আই এস ফি	৪২,২১৫	৩৩,৫৫৮	১৭২,৩৪১	১৩০,১২৬
লিন্ডে গ্যাস এশিয়া-পিটিই লিমিটেড	ফেলো সাবসিডিয়ারি	ক্রয় খরচ পুনঃযোগান	৩১২	–	১,৩৩০	১,০১৮
লিন্ডে গ্যাস এশিয়া-পিটিই লিমিটেড- ROHQ	ফেলো সাবসিডিয়ারি	সার্ভিস ফি	১০,৭৪৬	১১,৫৮৯	১০,৯০২	১১,০২৬
লিন্ডে গ্যাস সিংগাপুর পিটিই লিমিটেড	ফেলো সাবসিডিয়ারি	পণ্য ক্রয়	২০,৩৮০	৩,৩৬১	(৬২৪)	–
লিন্ডে ইন্ডিয়া লিমিটেড	ফেলো সাবসিডিয়ারি	পণ্য এবং সম্পত্তি ক্রয়	৭৮,৯২৮	৮১৫,৬৪১	১০৩,৮০১	১৩১,২৬৬
লিন্ডে মালয়েশিয়া এসডিএন বিএইচডি	ফেলো সাবসিডিয়ারি	পণ্য এবং সম্পত্তি ক্রয়	১০,৭৭৬	১৮,৫৭৮	১৯,৪৭১	৮,২০৬
লিন্ডে ট্রেজারী এশিয়া প্যাসিফিক পিটিএ লিমিটেড	ফেলো সাবসিডিয়ারি	সার্ভিস ফি	৭৪৪	২৫৪	৪১৬	–
থাই ইন্ডাষ্ট্রিয়াল গ্যাসেস পিএলসি	ফেলো সাবসিডিয়ারি	ক্রয় খরচ পুনঃযোগান	–	–	১০৫	–
লিন্ডে ইঞ্জিনিয়ারিং ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড	ফেলো সাবসিডিয়ারি	সার্ভিস ফি	১,২১৪	–	–	–
লিন্ডে আরওসি এসডিএন বিএইচডি	ফেলো সাবসিডিয়ারি	সার্ভিস ফি	৩,৬৯৫	–	৩,৬৯৫	–
বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড	সাবসিডিয়ারি	ব্যয় পরিশোধ	৬৩	৬৩	৩১৭	৩৮০
আন্তঃ কোম্পানি প্রদেয়						
লিন্ডে গ্যাস সিংগাপুর পিটিই লিমিটেড	ফেলো সাবসিডিয়ারি	ব্যয় পুনরুদ্ধার		–	–	–
লিন্ডে গ্যাস এশিয়া-পিটিই লিমিটেড- ROHQ	ফেলো সাবসিডিয়ারি	ব্যয় পুনরুদ্ধার	–	২৯	২০৩	২০৫
লিন্ডে গ্যাস এশিয়া-পিটিই লিমিটেড	ফেলো সাবসিডিয়ারি	ব্যয় পুনরুদ্ধার	১৯,৭০১	১২,২০১	৫,৫৭৭	৪৯,৫২১
লিন্ডে কোরিয়া কোম্পানি লিমিটেড	ফেলো সাবসিডিয়ারি	ব্যয় পুনরুদ্ধার	–	–	৪৫৪	৪৫৪
লিন্ডে মালয়েশিয়া এসডিএন বিএইচডি	ফেলো সাবসিডিয়ারি	ব্যয় পুনরুদ্ধার	–	–	–	–
বিওসি ইন্ডিয়া লিমিটেড	ফেলো সাবসিডিয়ারি	ব্যয় পুনরুদ্ধার	–	–	৮৮	৮৮
লিন্ডে পাকিস্তান লিমিটেড	ফেলো সাবসিডিয়ারি	ব্যয় পুনরুদ্ধার	–	–	–	–
লিন্ডে ইকুয়েডর S.A.	ফেলো সাবসিডিয়ারি	পণ্য বিক্রয়	১,৩৬০	১,৩৬০	–	১,৩৬০
লিন্ডে এজি, লিন্ডে গ্যাস HQ	আলটিমেট হোল্ডিং কোম্পানি	ব্যয় পুনরুদ্ধার	১২৩	–	১,৭৯৮	১,৮৮৭
বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড	সাবসিডিয়ারি	ব্যয় পরিশোধ	৬৩	৬৩	২৭৮	২১৫

৪২. পরিমাপের ভিত্তি

কোম্পানির আর্থিক বিবরণীসমূহ ঐতিহাসিক ব্যয়ভিত্তির উপর নির্ভর করে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হল ফরোয়ার্ড কন্ট্রাক্ট যার ক্ষেত্রে পরিমাপের ভিত্তি হল ন্যায়সঙ্গত মূল্য।

৪৩. গুরুত্বপূর্ণ হিসাবরক্ষণ নীতিমালা

আর্থিক বিবরণীসমূহে উপস্থাপিত সকল সময়ের ক্ষেত্রে নিম্নে প্রদত্ত হিসাবরক্ষণ নীতিমালাসমূহ সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

ভাল উপস্থাপনার জন্য এবং যেখানে যা প্রয়োজন, সেই অনুযায়ী নির্দিষ্ট তুলনামূলক আয়ের বিবরণীতে নতুন করে শ্রেণীবদ্ধভাবে আর্থিক বিবরণী এবং লাভ-লোকসান এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণীতে দেখানো হয়েছে।

উল্লেখযোগ্য হিসাবরক্ষণ নীতিমালা সূচক যার সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ নিম্নলিখিত পাতায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে:

(ক) বৈদেশিক মুদ্রা
(খ) সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম
(গ) অস্থায়ী (intangible) সম্পত্তিসমূহ
(ঘ) ইজারাকৃত সম্পত্তি
(ঙ) আর্থিক দলিলাদিসমূহ
(চ) মজুদ সামগ্রী
(ছ) ইমপেয়ারমেন্ট (impairment)
(জ) বরাদ্দসমূহ
(ঝ) সম্ভাব্য ব্যয়
(ঞ) আয়কর
(ট) শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল (WPPF)
(ঠ) কর্মচারিদের কল্যাণ সুবিধাদি
(ড) আয় বিষয়ক স্বীকৃতি
(ঢ) ফাইন্যান্স আয় ও খরচসমূহ
(ণ) আর্থিক বিবরণীসমূহের কনসলিডেশন
(ত) শেয়ারপ্রতি আয়
(থ) সংরক্ষিত তহবিল/রক্ষিত আয়
(দ) প্রতিবেদন তারিখের পরবর্তী ইভেন্টসমূহ
(ধ) সাধারণ

(ক) বৈদেশিক মুদ্রা

বৈদেশিক মুদ্রাকে টাকায় রূপান্তর করা হয় লেনদেনের দিনের হার অনুযায়ী। আর্থিক সম্পদ এবং দেনাগুলো পুনঃপরিবর্তিত হয় প্রতিবেদনের তারিখের ঐতিহাসিক মুদ্রার হার অনুযায়ী। আর্থিক বিনিময়ের হার ব্যবহার করে অর্থসংশ্লিষ্ট নয় এমন সম্পদ ও দায়সমূহের ব্যাপারে প্রতিবেদন প্রদান করা হয়। মুদ্রার রূপান্তরের পার্থক্যকে লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ বিবরণ হিসাব-এ আয় অথবা ব্যয় হিসাবে দেখানো হয়।

(খ) সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জাম

স্বীকৃতি ও পরিমাপ

লাখেরাজ ভূমি, লাখেরাজ দালান এবং ইজারাকৃত দালান ব্যতিরেকে সম্পত্তি, প্ল্যান্ট, ও সরঞ্জাম পুঞ্জিভূত অবচয় ও অকার্যকারিতাপ্রসূত (impairment) পুঞ্জীভূত ক্ষয়ক্ষতি বাবদ ব্যয়, যদি থাকে, তা বাদ দিয়ে পরিমাপ করা হয়। লাখেরাজ ভূমি পুনঃমূল্যায়িত পরিমাণ হিসাবে পরিমাপ করা হয়। লাখেরাজ দালান এবং ইজারাকৃত দালানসমূহ পুঞ্জীভূত অবচয় ব্যতিরেকে

পুনঃমূল্যায়িত পরিমাণ হিসেবে পরিমাপ করা হয়। লাখেরাজ ভবনসমূহ এবং ইজারাকৃত ভবনসমূহ অপেক্ষাকৃত কম পুঞ্জীভূত অবচয়িত ব্যয় হিসেবে পরিমাপ করা হয়। বিগত কয়েক বছরে পুনঃমূল্যায়ন মডেল ভ্রান্তভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল। মূল কোম্পানির হিসাবরক্ষণ নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করার লক্ষ্যে ব্যয় সংক্রান্ত মডেল অনুসরণ করা হয়েছে। পুনঃমূল্যায়ন মডেলের পরিবর্তে ব্যয় সংক্রান্ত মডেল অনুসরণের প্রভাব এক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয় নয়। কোন সম্পত্তি, প্ল্যান্ট ও সরঞ্জাম বাবদ ব্যয় বলতে বোঝায় এর ক্রয়মূল্য, আমদানি শুল্ক ও অফেরতযোগ্য করসমূহ (ট্রেড ডিসকাউন্ট ও রিবেটসমূহ বাদ দেয়ার পর) এবং সম্পত্তিসমূহকে প্রত্যাশিতভাবে পরিচালনা করার লক্ষ্যে যে ধরনের লোকেশন ও অবস্থা আবশ্যক সে ধরনের লোকেশন ও অবস্থায় সম্পত্তিটি আনয়ন বাবদ প্রত্যক্ষ যে কোন ব্যয়।

ঋণ গ্রহণ বাবদ ব্যয়

লিন্ডে গ্রুপ নীতিমালা অনুযায়ী কোম্পানির সম্পদ ইক্যুইটি বা নগদ অর্থ প্রবাহ দ্বারা অর্থায়িত হলেও কার্যকরী সম্পদের জন্য মূলধন হিসেবে ব্যবহার করার লক্ষ্যে ঋণ গ্রহণ বাবদ ব্যয় নির্ধারণ করার জন্য কোম্পানি গ্রুপ কর্তৃক নির্ধারিত ঋণ গ্রহণের হার অনুসরণ করে থাকে।

পরবর্তীকালীন ব্যয়সমূহ

যদি এমন হয় যে, কোন সম্পত্তি, প্ল্যান্ট বা সরঞ্জামাদির কোন অংশের ভবিষ্যত অর্থনৈতিক সুবিধা কোম্পানি পাবে এবং এর ব্যয় নির্ভরযোগ্য উপায়ে পরিমাপ করা যাবে, সেক্ষেত্রে উক্ত সম্পত্তি, প্ল্যান্ট বা সরঞ্জামাদির প্রতিস্থাপনীয় বা উন্নয়ন অংশটি বাবদ ব্যয় এর চলতি মূল্যের মধ্যে গণ্য করা হবে। কোন সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামাদির দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ব্যয় লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণ বিষয়ক হিসাবাদির মধ্যে গণ্য করা হয়।

অবচয়

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড সকল সম্পত্তি, প্ল্যান্ট ও সরঞ্জামের জন্য প্রযোজ্য সেবা অবচয় বিষয়ক কনভেনশনে (service depreciation convention) উল্লিখিত মাস ব্যবহার করে। এই কনভেনশন ব্যবহার করার মাধ্যমে যে মাসে সম্পত্তিটি সেবা প্রদানের জন্য চালু করা হয় সেই মাস থেকে অবচয় শুরু হয়; এক্ষেত্রে মাসের কোন দিবসে সম্পত্তিটি সেবা প্রদানের জন্য চালু করা হয়েছে তা গণ্য করা হয় না। সকল ক্রয়কৃত আইটেমকে সেবা প্রদানের জন্য চালু করতে হবে এবং যে মাসে এগুলোকে ব্যবহার করা শুরু হয় সে মাস হতে এদের অবচয় হিসাব করতে হবে। কোন আইটেম বিক্রয় করা হলে, যে মাসে বিক্রয় করা হয়েছে তার অব্যবহিত পূর্বের মাস অবধি অবচয় মূল্য আরোপ করা হয়।

লাখেরাজ জমি অথবা নির্মাণাধীন মূলধনী ব্যয় এর উপর অবচয় নির্ধারণ করা হয়নি। অন্যান্য সকল সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামের ক্ষেত্রে সুষম ভিত্তিতে অবচয় নির্ধারণ করা হয়েছে। সম্পত্তি, প্ল্যান্ট এবং সরঞ্জামের শ্রেণী অনুযায়ী অবচয়ের হার বাস্তবিক গননার ভিত্তিতে বিভিন্ন ভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। বাস্তবিক গণনার ভিত্তিতে নিম্নে অবচয় নির্ধারণ করা হয়েছে যাহা:

	বছর
লাখেরাজ দালান	২৫–৪০
প্ল্যান্ট, যন্ত্রপাতি এবং সিলিন্ডার (স্টোরেসট্যাংক এবং ভ্যাকুয়াম ইনসুলেটেড ইভাপোরেটরসহ)	১০–২০
মোটরগাড়ি	৫
আসবাবপত্র এবং সাজসরঞ্জাম	৫–১০
কম্পিউটার হার্ডওয়্যার	৩–৫

৪০ বছর কম সময়ের জন্য ইজারাকৃত ভূমির ভবনের মূল্য ইজারা বা ভূমি লীজের সময়ব্যাপী অবচয় হয়ে থাকে। অবচয় পদ্ধতি, ব্যবহারিক বাড়তি মূল্য প্রতিটি প্রতিবেদনের তারিখে পর্যালোচনা করা হয়।

বিক্রয়ের উপর লাভ বা লোকসান

বিক্রয়ের উপর লাভ বা লোকসান নির্ণিত হয়ে থাকে পরিবাহী মূল্য ও বিক্রয়লব্ধ অর্থের তুলনামূলক নীট হিসাবের ভিত্তিতে।

(গ) অস্থায়ী (intangible) সম্পত্তিসমূহ

স্বীকৃতি এবং পরিমাপ

অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ দেনা পরিশোধ বাবদ পুঞ্জীভূত অর্থ সঞ্চয় ও পুঞ্জীভূত অকার্যকারিতা প্রসূত (impairment) ক্ষয়ক্ষতি, যদি থাকে, তা ব্যতিরেকে ব্যয় হিসেবে পরিমাপ করা হয়। যখন IAS 38: অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ শীর্ষক মানদন্ড অনুযায়ী স্বীকৃতির সকল শর্তাবলী পূরণ করা হয়, তখন অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহের স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। অস্থায়ী সম্পত্তিসমূহ বাবদ ব্যয় বলতে বোঝায় এর ক্রয়মূল্য, আমদানি শুল্ক ও অফেরতযোগ্য করসমূহ এবং এই সম্পত্তির প্রত্যাশিত ব্যবহারের লক্ষ্যে সম্পত্তিটি প্রস্তুত করা বাবদ যেকোন প্রত্যক্ষ ব্যয়।

পরবর্তীকালীন ব্যয়

পরবর্তী ব্যয়ের সুবিধা গ্রহণ করা যায় কেবল তখনই যখন এমন সম্ভাবনা থাকে যে, উক্ত অংশে নিহিত ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক সুফলসমূহ কোম্পানির অনুকূলে আসবে এবং এর ব্যয় নির্ভরযোগ্যভাবে পরিমাপ করা যাবে। ব্যয় আরোপিত হওয়ার পর অন্যান্য সকল ব্যয় লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণী হিসাবে খাতায় দেখানো হয়।

দেনা পরিশোধ বাবদ অর্থ সঞ্চয় (amortisation)

এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যান (ERP) সফটওয়্যার এবং অন্যান্য সফটওয়্যারসমূহ বাবদ অর্থ পরিশোধের হার সরাসরি পদ্ধতিতে ছিল যথাক্রমে ১২.৫০% এবং ২৫% ব্যবহারের মাস হতে। দেনা পরিশোধ বাবদ অর্থ সঞ্চয় দেখানো হয়েছে লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণী হিসাবে।

(ঘ) ইজারাকৃত সম্পত্তি

যেসব লীজের সুবাদে কোম্পানি সকল ধরনের ঝুঁকি মালিকানাস্বত্বের অধিকারী হয়, সেসব লীজ বা ইজারা আর্থিক ইজারার শ্রেণীভূক্ত। প্রাথমিক স্বীকৃতির পর ইজারাকৃত সম্পত্তিটি এর ন্যায্য মূল্য অপেক্ষা কম মূল্য এবং ইজারা বাবদ পরিশোধনীয় অর্থের বর্তমান মূল্য বিবেচনা করে পরিমাপ করা হয়। প্রাথমিক স্বীকৃতির পরে উক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হিসাবরক্ষণ নীতিমালা অনুযায়ী সম্পত্তিটির হিসাব করা হয়।

অন্যান্য ইজারাগুলো হলো কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ইজারা এবং এদেরকে কোন সম্পত্তি, প্ল্যান্ট বা সরঞ্জাম হিসেবে গণ্য করা হয় না। কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত ইজারার আওতায় গৃহীত অগ্রিম টাকার অর্থ অগ্রিম পরিশোধ হিসেবে দেখানো হয়।

(ঙ) আর্থিক দলিলাদিসমূহ

কোনো আর্থিক দলিল হলো সেই চুক্তি, যে চুক্তির বলে কোনো প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সম্পদ ও আর্থিক দায় বা ইক্যুইটি অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সম্পদ ও আর্থিক দায় বা ইক্যুইটিতে পরিণত হয়।

আর্থিক সম্পদ

যে তারিখে কোম্পানির পাওনা (receivables) ও জমার (deposits) উৎপত্তি ঘটে কোম্পানি প্রাথমিকভাবে সেগুলোকে সে তারিখে পাওনা ও জমা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। অন্যান্য সকল আর্থিক সম্পদের ক্ষেত্রে, কোম্পানি যে তারিখে সেগুলোর লেনদেন সংক্রান্ত চুক্তির বিধানাবলীর পক্ষ হয় সে তারিখে প্রাথমিকভাবে সেগুলো আর্থিক সম্পদ হিসেবে স্বীকৃত হয়।

পক্ষান্তরে, কোম্পানি কোনো আর্থিক সম্পদের উপর থেকে সেই তারিখে আর্থিক সম্পদের স্বীকৃতি প্রত্যাহার করে নেয় যে তারিখে চুক্তি থেকে উদ্ভূত কোম্পানির অধিকারের অথবা চুক্তির অধীনে থাকা সম্পদ থেকে কোম্পানির নগদ অর্থ প্রবাহ পাওয়ার সম্ভাবনার পরিসমাপ্তি ঘটে; কিংবা কোম্পানি কোনো লেনদেনে কোনো আর্থিক সম্পদ থেকে চুক্তিজনিত নগদ অর্থ প্রবাহ পাওয়ার অধিকার হস্তান্তর করে, যে লেনদেনে আর্থিক সম্পদসমূহের মালিকানাজনিত সকল ঝুঁকি ও প্রতিদান (rewards) প্রকৃত প্রস্তাবে হস্তান্তরিত হয়ে যায়।

আর্থিক সম্পদের অন্তর্ভূক্ত নগদ অর্থ ও নগদ অর্থের সমতূল্য এবং বাণিজ্য প্রাপ্য:

(i) নগদ অর্থ ও নগদ অর্থের সমতুল্য

নগদ অর্থ ও নগদ অর্থের সমতুল্যসমূহের অন্তর্গত হলো, কোম্পানির তহবিলে থাকা নগদ অর্থ, ব্যাংকে থাকা নগদ অর্থ এবং মেয়াদ পূর্ণ হতে ৩-৬ মাস বা তার কম সময় বাকী থাকা স্থায়ী আমানতসমূহ, যা কোনো প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই কোম্পানির ব্যবহারের জন্য পাওয়া যাবে।

(ii) বাণিজ্য এবং অন্যান্য প্রাপ্য
গ্রাহককে মালামাল সরবরাহ করা বা সেবা প্রদান করা বাবদ তার নিকট থেকে কোম্পানির যে অর্থ পাওনা হয় তাই ব্যবসায়িক ও অন্যান্য পাওনা (trade and other receivables)। সরবরাহকৃত মালামাল বা প্রদত্ত সেবার জন্য যে ব্যয়মূল্যকে মালামাল বা সেবার বিনিময়ে ন্যায্য মূল্যমান হিসেবে বিবেচনা করা হয় সেই ব্যয়মূল্যকে প্রাথমিকভাবে ব্যবসায়িক ও অন্যান্য পাওনা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। প্রাথমিক স্বীকৃতির পর, এই ব্যয়মূল্য থেকে সরবরাহকৃত মালামাল বা প্রদত্ত সেবা থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অংশ বাদ যাওয়ার কারণে গ্রাহকের নিকট থেকে যে পরিমাণ অর্থ কম পাওয়া যাবে তা বাদ দিয়ে সরবরাহকৃত মালামাল বা প্রদত্ত সেবার যে অর্থমূল্য নির্ধারিত হবে তা-ই ব্যবসায়িক ও অন্যান্য পাওনা হিসেবে কোম্পানির পাওনা হবে।

(iii) বিনিয়োগ
বিনিয়োগ বলতে ৩ মাসের অধিক সময়কালের জন্য ফিক্সড ডিপোজিট ম্যাচুরিটিকে বোঝায়। এক্ষেত্রে কোম্পানি কোন প্রতিবন্ধকতা ব্যাতিরেকে এই ডিপোজিট ব্যবহার করতে পারবে। কোম্পানি এফডিআর বিনিয়োগকে ম্যাচুরিটি পর্যন্ত ধরে রাখার ইতিবাচক আগ্রহ এবং সামর্থ্য রাখে এবং এ ধরনের আর্থিক সম্পদসমূহ ম্যাচুরিটির জন্য সংরক্ষিত হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়। এই ধরনের সম্পদসমূহ প্রাথমিকভাবে ন্যায্য মূল্যের পাশাপাশি যেকোন ধরনের প্রত্যক্ষ গণনাযোগ্য লেনদেন সংক্রান্ত ব্যয়ের আলোকে স্বীকৃত হয়। প্রাথমিক স্বীকৃতির পরবর্তী ধাপে এইসব সম্পদসমূহকে কার্যকর ইন্টারসেট পদ্ধতি ব্যবহার করে বন্ধকী ব্যয় হিসেবে পরিমাপ করা হয়।

(iv) সাবসিডিয়ারিতে বিনিয়োগ
সাবসিডিয়ারিতে বিনিয়োগ বলতে বাংলাদেশ অক্সিজেন লিমিটেড এবং বিওসি বাংলাদেশ লিমিটেড-এর ইক্যুইটির অনুকূলে বিনিয়োগ বোঝায়।

আর্থিক দায়
অতীতে সংঘটিত কোনো ঘটনার ফলে যখন কোম্পানির জন্য কোনো চুক্তিজনিত দায় নিশ্চিতরূপে প্রতীয়মান হয় এবং যার নিষ্পত্তির ফলস্বরূপ কোম্পানি থেকে অন্যের কাছে অর্থনৈতিক সুফল প্রদানকারী সম্পদ হস্তান্তরের নিশ্চিত সম্ভাবনা সৃষ্টি হয় তখনই কোম্পানির জন্য একটি আর্থিক দায় সৃষ্টি হয়েছে বলে স্বীকৃত হয়। যে লেনদেন তারিখে কোম্পানি দায় সংক্রান্ত চুক্তির বিধানাবলীর পক্ষ হয় সে তারিখেই দায় সৃষ্টি হয়েছে বলে কোম্পানি প্রাথমিক ভাবে স্বীকার করে নেয়।

যখন কোম্পানি তার চুক্তির আওতাধীন দায়সমূহ পরিহার বা বাতিল করে বা এ সংক্রান্ত দায় বহনের মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, তখন কোম্পানি আর্থিক দায়সমূহ পূরণ করতে অস্বীকৃতি জানায়। বাণিজ্য প্রাপক, খরচ বাবদ প্রাপক এবং প্রদেয় খরচ, বিবিধ প্রাপক এবং অন্যান্য যে দায়সমূহ চলতি নয় এমন আর্থিক দায়সমূহের অন্তর্ভূক্ত।

(চ) মজুদ সামগ্রী
ব্যয় ও আনুমানিক হিসাবকৃত নীট মুনাফাযোগ্য মূল্যের অপেক্ষাকৃত কম হিসেবে পণ্যের মজুদসমূহ পরিমাপ করা হয় (পরিবাহী পণ্য বাদে)। পণ্যের মজুদসমূহের ব্যয় পরিমাপ করা হয় ওজনভিত্তিক গড় ব্যয় ফর্মুলা ব্যবহার করে এবং পণ্যের মজুদের ব্যয়ের মধ্যে রয়েছে মজুদ সংগ্রহ বাবদ ব্যয়, উৎপাদন বা রূপান্তর বাবদ ব্যয় এবং বিদ্যমান লোকেশন ও অবস্থায় এগুলোকে আনয়ন বাবদ অন্যান্য ব্যয়।

পণ্যের মজুদসমূহ কাঁচামাল, প্রস্তুতকৃত (finished) পণ্যাদি, পরিবাহী পণ্য এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজে আবশ্যক বাড়তি যন্ত্রাংশ নিয়ে গঠিত।

(ছ) ইমপেয়ারমেন্ট (impairment)
পণ্যাদি ও আসবাবের মজুত ব্যতিরেকে কোম্পানির সম্পত্তিসমূহের মূল্যের ক্ষেত্রে ইমপেয়ারমেন্ট-এর কোন লক্ষণ রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য প্রত্যেক প্রতিবেদন প্রদানের তারিখে এগুলো পর্যালোচনা করা হয়। যদি এ ধরনের আলামত পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিসমূহের পুনরুদ্ধারের উপযোগী ইমপেয়ারমেন্ট-এর আনুমানিক হিসাব বের করা হয়। যদি কোন সম্পত্তির বা এর নগদ অর্থ বৃদ্ধিকারী ইউনিটের চলতি মূল্য উক্ত সম্পত্তির পুনরুদ্ধারযোগ্য মূল্য অপেক্ষা বেশী হয় তা ইমপেয়ারমেন্ট লোকসান হিসেবে ধরা হয়। ইমপেয়ারমেন্ট লোকসান যদি হয়, সেগুলো লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণী হিসাবে দেখানো হয়।

(জ) বরাদ্দসমূহ
অতীত ইভেন্টের ফলাফলের কারণে কোম্পানির কোনো আইনগত বা গঠনমূলক বাধ্যবাধকতা থাকায় আর্থিক অবস্থার বিবরণে একটি বরাদ্দ ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে, সেক্ষেত্রে সম্ভাবনা রয়েছে যে, এই বাধ্যবাধকতার নিষ্পত্তির জন্য আর্থিক সুফলের একটি বহিঃপ্রবাহ প্রয়োজন এবং বাধ্যবাধকতার পরিমাণের একটি নির্ভরযোগ্য আনুমানিক হিসাব করা যেতে পারে।

(ঝ) সম্ভাব্য ব্যয়
দাবী, মামলা ইত্যাদি থেকে উদ্ভূত সম্ভাব্য ব্যয় রেকর্ড রাখা হয়, যখন এমন সম্ভাবনা থাকে যে এতে একটি দায় আরোপিত হয়েছে এবং এর পরিমাণ যৌক্তিকভাবে পরিমাপ করা যেতে পারে।

(ঞ) আয়কর
বর্তমান এবং বিলম্বিত করের সাথে আয়করের খরচ বিন্যস্ত করা হয়েছে । আয়করের খরচ লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণী হিসাবে দেখানো হয়েছে এবং আয়করের খরচ ব্যতীত অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয় সম্পর্কিত হিসাবে অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয় স্বীকৃত।

বর্তমান কর
আলোচ্য বছরের জন্য করযোগ্য আয়ের উপর যে প্রত্যাশিত কর প্রদান করতে হয় সেই করই হলো বর্তমান কর, যা প্রতিবেদনের তারিখে আইন কর্তৃক অনুমোদিত বা প্রকৃত অর্থে আইনসিদ্ধ কর হার অনুযায়ী প্রদেয়। কোম্পানিটি "পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি" হিসেবে যোগ্যতর বিবেচিত। আয়করের হার চলতি বছরে ২৫% হারে বরাদ্দ করা হয়েছে। ২০১৮ সালের অর্থ অধ্যাদেশ অনুযায়ী এই কর বরাদ্দের হার নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রযোজ্য কর আইন অনুযায়ী কোম্পানিকে কোন নির্দিষ্ট বছরে সকল উৎস হতে প্রাপ্ত কোম্পানির মোট আয়ের পরিমাণের ০.৬ শতাংশ হারে প্রদেয় ন্যূনতম কর সাপেক্ষে কোম্পানির জন্য প্রযোজ্য হারে কর প্রদান করতে হবে। যেহেতু আলোচ্য বছরে কোন উৎস হতে সাবসিডিয়ারি কোম্পানির কোন আয় ছিল না, সেক্ষেত্রে সাবসিডিয়ারির জন্য কোন কর প্রদান করা হয়নি।

বিলম্বিত কর
আর্থিক প্রতিবেদন তৈরির জন্য সম্পদ এবং দায়সমূহের চলতি পরিমাণ এবং শুল্কায়নের জন্য ব্যবহৃত পরিমাণের মধ্যে সাময়িক পার্থক্য তৈরি করার মাধ্যমে IAS-১২: আয়করের, পদ্ধতি ব্যবহার করে বিলম্বিত কর বিবেচনা করা হয়। বিলম্বিত কর করের হারসমূহের আলোকে পরিমাপ করা হয়, যা সাময়িক পার্থক্যসমূহ বিপরীতভাবে প্রতিভাত হওয়ার প্রেক্ষিতে প্রয়োগ করার প্রত্যাশা করা হয়; এক্ষেত্রে যে সমস্ত আইন প্রণীত হয়েছে বা প্রতিবেদন প্রদানের তারিখ দ্বারা বাস্তবিকভাবে প্রণীত হয়েছে সে সমস্ত আইনের উপর ভিত্তি করে বিলম্বিত কর পরিমাপ করা হয়। বিলম্বিত করারোপিত সম্পদ এবং দায়সমূহের সমতা বিধান করা হয় যদি চলতি করারোপিত দায় ও সম্পদসমূহের সমতা বিধান করার লক্ষ্যে আইনগতভাবে প্রয়োগযোগ্য অধিকার থাকে এবং যদি সেগুলো একই ধরনের কর প্রদানযোগ্য প্রতিষ্ঠানে একই কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আরোপিত আয়করসমূহের সাথে সম্পর্কিত থাকে।

একটি বিলম্বিত করারোপিত সম্পত্তি ঐ সীমা অবধি স্বীকৃত হয় যাতে, এমন সম্ভাবনা থাকে যে, ভবিষ্যতে যে করযোগ্য মুনাফাসমূহ পাওয়া যাবে তার বিপরীতে কর্তনযোগ্য সাময়িক পার্থক্য কাজে লাগানো যেতে পারে। বিলম্বিত করারোপিত সম্পত্তিসমূহ প্রত্যেক প্রতিবেদন প্রদানের তারিখে পুনর্বিবেচনা করা হয় এবং এগুলো এমন সীমা অবধি হ্রাস করা হয় যার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর বিষয়ক মুনাফা আর বাস্তবায়ন করার সম্ভাবনা থাকবে না।

(ট) শ্রমিকদের মুনাফা অংশীদারিত্ব তহবিল (WPPF)
শ্রমিকদের মুনাফা অংশগ্রহণমূলক তহবিল বা WPPF বাবদ এই ধরনের ব্যয় আরোপ করার পূর্বে কোম্পানি এর মুনাফার ৫% যোগান দেয়।

(ঠ) কর্মচারিদের কল্যাণ সুবিধাদি

কোম্পানি-এর যোগ্য স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারির জন্য নির্ধারিত অংশগ্রহণমূলক প্ল্যান (defined contribution plan) এবং নির্ধারিত কল্যাণ প্ল্যান (defined benefit plan) উভয়ই পরিচালনা করেন। যেখানে প্রযোজ্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR) কর্তৃক অনুমোদিত স্ব স্ব দলিলসমূহে বর্ণিত শর্তাবলী অনুযায়ী যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়।

নির্ধারিত অংশগ্রহণমূলক প্ল্যান (provident fund বা ভবিষ্যৎ তহবিল)

নির্ধারিত অংশগ্রহণমূলক প্ল্যান হলো কর্মসংস্থান প্রদানোত্তর একটি বেনিফিট বা কল্যাণ প্ল্যান যার আওতায় কোম্পানি এর সকল স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারির জন্য বেনিফিট বা কল্যানের ব্যবস্থা করে। স্বীকৃত কর্মকর্তা-কর্মচারিদের ভবিষ্যৎ তহবিল নির্ধারিত অংশগ্রহণমূলক প্ল্যান হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। কারণ, এটি এই উদ্দেশ্য পূরণের জন্য নির্ধারিত স্বীকৃতিমূলক ক্রাইটেরিয়া বা মানদন্ডসমূহ পূরণ করে। সকল স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারি তাদের মূল বেতনের ১৩.৫% ভবিষ্যৎ তহবিলে প্রদান করেন এবং কোম্পানিও সমপরিমাণ অর্থ প্রদানের মাধ্যমে এই তহবিল গঠনে অংশগ্রহণ করে।

যখন কোম্পানিতে কর্মরত ব্যক্তি অংশগ্রহণমূলক তহবিলের বিনিময়ে সেবা প্রদান করে থাকেন, তখন কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারিত অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা তহবিলে অর্থ প্রদান ব্যয় হিসেবে গণ্য করা হয়। এক্ষেত্রে কোম্পানি তহবিলে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করতে সম্মত সে ব্যাপারে আইন এবং গঠনমূলক বাধ্যবাধকতার ভূমিকা সীমিত।

নির্ধারিত কল্যাণ প্ল্যানসমুহ

(i) গ্রাচ্যুইটি স্কীম

কোম্পানির এর স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য একটি তহবিল বহির্ভূত গ্র্যাচুইটি স্কীম পরিচালনা করে থাকে। এই স্কীমের আওতায় একজন কর্মকর্তা/কর্মচারী তার চাকুরির মেয়াদ এবং সর্বশেষ গৃহীত মূল বেতনের আলোকে সুবিধা পাওয়ার যোগ্য হন। এক্ষেত্রে কোম্পানি সকল যোগ্য কর্মকর্তা-কর্মচারির জন্য প্রতিবেদন প্রদানের তারিখ হতে সর্বাধিক সুবিধা সম্বলিত গ্র্যাচুইটি হিসাব করে থাকে। ২০১৬ সালের পরে এই স্কীমের অনুকূলে কোন একচ্যুয়ারিয়াল মূল্যায়ন করা হয়নি। ২০১৭ সালে ২০১৬ সালের একচ্যুয়ারিয়াল মূল্যায়নের সুপারিশের উপর ভিত্তি করে গ্র্যাচুইটি স্কীমের ব্যবস্থা করা হয়। যেহেতু গ্র্যাচুইটি পেমেন্টের ক্ষেত্রে কোন গুরুত্বপূর্ণ অনিশ্চয়তা বা আনুমানিক হিসাবাদির বিষয় নেই, সেজন্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ এই মর্মে বিবেচনা করেন যে যদি এক্ষেত্রে একচ্যুয়ারিয়ারিয়াল মূল্যায়ন করা হত সেক্ষেত্রে ফলাফলগত কোন পার্থক্য থাকলেও তা IAS-19 কর্মচারী কল্যাণ সুবিধা অনুযায়ী পরিমাণ এবং সম্পর্কিত ডিসক্লোজারের আলোকে তেমন গুরুতর হত না।

(ii) স্বল্প-মেয়াদী কর্মচারিদের কল্যাণ সুবিধাদি

স্বল্প মেয়াদী কর্মচারি কল্যাণ সুবিধা সংক্রান্ত দায়সমূহকে আনডিসকাউন্টেড ভিত্তিতে পরিমাপ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট সেবা বাবদ ব্যয় হিসেবে দেখানো হয়। সারা বছরে কর্মচারিদের যে ছুটি জমা হয় তা তাদের ভোগ করার বিধান থাকলেও তারা তা গ্রহণ করেন না। প্রত্যেক কর্মচারিদের সর্বশেষ প্রাপ্ত মূল বেতন ও অব্যবহৃত ছুটির ভিত্তিতে এ ভাতার ব্যবস্থা করা হয়।

(ড) আয় বিষয়ক স্বীকৃতি পণ্যসমূহ বিক্রয় হতে প্রাপ্ত আয়

(i) বিক্রিত পণ্যসমূহ

গৃহীত বা গৃহীতব্য বিবেচনার নিরপেক্ষ মূল্য, রিটার্ণ ও ভাতা ও বাণিজ্য বিষয়ক ডিসকাউন্টসমূহের মোট পরিমাণ অনুযায়ী পণ্যাদির বিক্রয় হতে আয় পরিমাপ করা হয়। আয় স্বীকৃত হয় যখন ক্রেতার নিকট মালিকানা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি এবং প্রাপ্তিসমূহ স্থানান্তরিত হয়, বিবেচনাসমূহ পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা থাকে, পণ্যের সংশ্লিষ্ট ব্যয় ও সম্ভাব্য রিটার্ণ নির্ভরযোগ্যভাবে আনুমানিক হিসাব করা যায়, পণ্যের ক্ষেত্রে কোন অব্যাহত ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সম্পৃক্ততা থাকে না এবং আয়ের পরিমাণ নির্ভরযোগ্যভাবে পরিমাপ করা যায়। সাধারণত পণ্য তালিকার পাশাপাশি পণ্যের সরবরাহের সময় এগুলো সাধিত হয়।

(ii) বিক্রয় সরবরাহ হতে নগদ প্রাপ্তি

যখন বিক্রেতা কর্তৃক পণ্য ডেলিভারি দেয়া হয় এবং নগদ অর্থ গ্রহণ করা হয়, তখন আয় স্বীকৃত হয়।

সেবাসমূহ

প্রদত্ত সেবাসমূহ হতে প্রাপ্ত আয় প্রতিবেদন প্রদানের তারিখে লেনদেন সমাপ্ত হওয়ার পর্যায় অনুপাতে লাভ ও ক্ষতি এবং নির্দেশক হিসাবে স্বীকৃত হয়। সিলিন্ডার এবং ভিআইই ভাড়া এক্রুয়াল ভিত্তিতে ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হয়।

কমিশন

যখন কোন লেনদেনের ক্ষেত্রে কোম্পানি প্রিন্সিপাল না হয়ে বরং একটি এজেন্ট হিসেবে কাজ করে, তখন কোম্পানি কর্তৃক গৃহীতব্য কমিশনের নীট পরিমাণ হিসেবে আয় স্বীকৃত হয়।

(ঢ) ফাইন্যান্স আয় ও খরচসমূহ

ফাইন্যান্স বিষয়ক আয় বলতে স্হায়ী জমা বাবদ তহবিল হতে প্রাপ্ত সুদ বাবদ আয় বোঝায়। সুদ বাবদ আয় ক্রমবর্ধিষ্ণু হিসাবের ভিত্তিতে স্বীকৃত হয়।

ফাইন্যান্স বিষয়ক ব্যয় বলতে ওভার ড্রাফটজনিত সুদ বাবদ ব্যয় এবং ব্যাংক চার্জসমূহ বোঝায়। ফাইন্যান্স বিষয়ক সকল ব্যয় লাভ ও ক্ষতি এবং অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয়ের বিবরণী বিষয়ক হিসাবে স্বীকৃত হয়।

(ণ) আর্থিক বিবরণীসমূহের কনসলিডেশন

(i) সাবসিডিয়ারি কোম্পানিতে বিনিয়োগ

সাবসিডিয়ারি বলতে ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে বোঝায় যেগুলো গ্রুপ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। যখন কোন প্রতিষ্ঠানের সাথে গ্রুপের সম্পৃক্তির ফলে উক্ত প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনযোগ্য আয় অর্জন করে বা অর্জন করার অধিকার পায় এবং গ্রুপ যখন উক্ত সাবসিডিয়ারির উপর ক্ষমতা প্রয়োগ করে এর অর্জিত আয়কে প্রভাবিত করার সামর্থ্য রাখে তখন উক্ত সাবসিডিয়ারির উপর গ্রুপের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হয়। সাবসিডিয়ারির আর্থিক বিবরণী সমন্বিত আর্থিক বিবরণীসমূহে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে যে তারিখ হতে নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয়েছে সেই তারিখ হতে যে তারিখে নিয়ন্ত্রণের সমাপ্তি ঘটেছে সেই তারিখ অবধি উক্ত আর্থিক বিবরণী অন্তর্ভুক্ত থাকে।

(ii) নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত সুদসমূহ

এনসিআই যেই তারিখে আত্মীকরণ হয়েছে সেই তারিখে আত্মীকরণকারী প্রতিষ্ঠানের শনাক্তকরণযোগ্য নীট সম্পত্তিসমূহে তাদের আনুপাতিক শেয়ারের আলোকে পরিমাপিত হয়।

একটি সাবসিডিয়ারিতে গ্রুপের সুদের ক্ষেত্রে সংঘটিত পরিবর্তন যার ফলে নিয়ন্ত্রণ হারানোর মত ঘটনা ঘটে না সেসব ক্ষেত্রে উক্ত পরিবর্তনসমূহ ইক্যুইটি বিষয়ক লেনদেন হিসেবে গণ্য করা হয়।

(iii) নিয়ন্ত্রণ হারানো

যখন কোন গ্রুপ এর সাবসিডিয়ারির উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, তখন গ্রুপ সাবসিডিয়ারির সম্পদসমূহ ও দায়সমূহ ও সংশ্লিষ্ট কোন এনসিআই এবং ইক্যুইটির অন্যান্য উপাদানসমূহকে স্বীকৃতি প্রদান করে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভুত প্রাপ্তি অথবা ক্ষতি মুনাফা অথবা ক্ষতি হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। যখন নিয়ন্ত্রণের পরিসমাপ্তি ঘটে তখন সাবেক সাবসিডিয়ারিতে থেকে যাওয়া যেকোন সুদকে ন্যায্যমূল্যে পরিমাপ করা হয়।

(iv) সমন্বিতকরণ পরবর্তী লেনদেন বিলোপ

আন্তঃগ্রুপ ব্যালেন্সসমূহ ও লেনদেনসমূহ এবং আন্তঃগ্রুপ লেনদেনসমূহ হতে উদ্ভুত নগদ অর্থ নয় এমন যেকোন ধরনের আয় বা ব্যয়সমূহকে বিলোপ করা হয়েছে। ইক্যুইটি হিসাবের আলোকে লগ্নীকৃত প্রতিষ্ঠানের সাথে লেনদেন হতে উদ্ভুত নগদ অর্থ নয় এমন প্রাপ্তিসমূহকে বিনিয়োগের বিপরীতে বিলোপ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে লগ্নীকৃত প্রতিষ্ঠানে রয়ে যাওয়া গ্রুপের সুদ বিষয়ক আয়ের সীমানা পর্যন্ত বিবেচনা করা হয়েছে। নগদ অর্থ নয় এমন প্রাপ্তিসমূহের মত করে নগদ অর্থ নয় এমন ক্ষতিসমূহ বিলোপ করা হয়েছে তবে এক্ষেত্রে ততটুকু পর্যন্ত বিলোপ করা হয়েছে যাতে প্রতিষ্ঠান অকার্যকর হওয়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ না পায়।

(ত) শেয়ারপ্রতি আয়

কোম্পানি তার সাধারণ শেয়ারের জন্য শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয়-এর (EPS) ডাটা উপস্থাপন করেছে।

শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয়

সাধারণ শেয়ারহোল্ডাদের অর্জিত আয় বা লোকসান (কর পরবর্তী নীট মুনাফা) এবং এ বছরের বকেয়া ওয়েটেড এভারেজ সাধারণ শেয়ারের সংখ্যার সহিত বিভাজনের মাধ্যমে শেয়ারপ্রতি মৌলিক আয় (EPS) নির্ধারিত হয়।

(থ) সংরক্ষিত তহবিল/রক্ষিত আয়

চিরাচরিতভাবে কোম্পানি এর মুনাফার পুরো অংশ সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল/সংরক্ষিত আয় খাতে স্থানান্তর করে থাকে। এই তহবিল যেকোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে (উদাহরণঃ লভ্যাংশ বিতরনের ক্ষেত্রে, ইত্যাদি)।

(দ) প্রতিবেদন তারিখের পরবর্তী ইভেন্টসমূহ

প্রতিবেদন তারিখের পরবর্তী ইভেন্টসমূহ, যা প্রতিবেদন তারিখে কোম্পানির অবস্থা সম্বন্ধে বাড়তি তথ্য প্রদান করে, সেই ইভেন্টসমূহ আর্থিক বিবরণীসমূহে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রতিবেদন তারিখের পরবর্তী ম্যাটেরিয়াল ইভেন্টসমূহ, যেগুলো এ্যাডজাস্টিং ইভেন্ট নয়, সেগুলি প্রকাশ করা হয়েছে যা টীকা ৪০-এ দেখানো হয়েছে।

ধ) সাধারণ

বর্তমান বছরের উপস্থাপনা নিশ্চিত করার জন্য পূর্ববর্তী বছরের পরিসংখ্যানগুলি পুনঃস্থাপন/পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে।

৪৪. আর্থিক দলিলাদি-ন্যায্য মূল্য এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

৪৪.১ হিসাবরক্ষণ সংক্রান্ত শ্রেণি বিন্যাস এবং ন্যায্য মূল্যসমূহ

নিম্নোক্ত সারণীতে আর্থিক সম্পত্তি ও দায়সমূহের পরিবাহী মূল্য দেখানো হয়েছে। পরিবাহী মূল্যের ভিত্তিতে ন্যায্য মূল্যে যুক্তিসঙ্গত আসন্ন মান অনুযায়ী আর্থিক সম্পত্তি ও দায়সমূহের মধ্যে ন্যায্য মূল্যের তথ্য অর্ন্তভূক্ত করা হয়নি।

পরিবাহী মূল্যের গণনা:

		পরিবাহী মূল্য							
	টীকা	লেনদেনের জন্য গৃহীত	ন্যায্য মূল্যে অভিহিত	লোকসান বাঁচানো দলিল	পরিপক্কতায় অভিহিত	ঋণ ও প্রাপ্য সমূহ	বিক্রীর জন্য সহজলভ্য	অন্যান্য আর্থিক দায়সমূহ	মোট পরিমাণ
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৮			টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
আর্থিক সম্পদ ন্যায্য মূল্যে পরিমাপ হয়নি									
বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রাপ্যসমূহ	১৬	–	–	–	–	৬১৮,৯৬৯	–	–	৬১৮,৯৬৯
বিনিয়োগ	১৮	–	–	–	১০,৭৫৩	–	–	–	১০,৭৫৩
নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমূহ	১৯	–	–	–	–	১,৬০৪,২০১	–	–	১,৬০৪,২০১
সাবসিডিয়ারি বিনিয়োগ	২০	–	–	–	–	–	৪০	–	৪০
		–	–	–	১০,৭৫৩	২,২২৩,১৭০	৪০	–	২,২৩৩,৯৬৩
		–	–	–	–	–	–	–	–
আর্থিক সম্পদ ন্যায্য মূল্যে পরিমাপ হয়নি									
বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রদেয়*	২৬	–	–	–	–	–	–	১,৩৫৫,১৪৪	১,৩৫৫,১৪৪
অন্যান্য যে দায়সমূহ চলতি নহে	২৫	–	–	–	–	–	–	২৪৮,২৩৫	২৪৮,২৩৫
		–	–	–	–	–	–	১,৬০৩,৩৭৯	১,৬০৩,৩৭৯
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৭									
আর্থিক সম্পদ ন্যায্য মূল্যে পরিমাপ হয়নি									
বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রাপ্যসমূহ	১৬	–	–	–	–	৬০৮,৫০৫	–	–	৬০৮,৫০৫
বিনিয়োগ	১৮	–	–	–	১০,৫৩৫	–	–	–	১০,৫৩৫
নগদ এবং নগদ সমতুল্যসমূহ	১৯	–	–	–	–	১,১৩২,৩৩৬	–	–	১,১৩২,৩৩৬
সাবসিডিয়ারি বিনিয়োগ	২০	–	–	–	–	–	৪০	–	৪০
		–	–	–	–	১,৭৪০,৮৪১	৪০	–	১,৭৫১,৪১৬
আর্থিক সম্পদ ন্যায্য মূল্যে পরিমাপ হয়নি									
বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রদেয়*	২৬	–	–	–	–	–	–	১,৩৩৭,৯১৩	১,৩৩৭,৯১৩
অন্যান্য যে দায়সমূহ চলতি নহে	২৫	–	–	–	–	–	–	২৩৫,৪৯৯	২৩৫,৪৯৯
		–	–	–	–	–	–	১,৫৭৩,৪১২	১,৫৭৩,৪১২

* গ্রাহকদের নিকট হতে অগ্রীম আর্থিক দায় নহে (২০১৮ সালে ৫৮,৪০৬ হাজার টাকা এবং ২০১৭ সালে ৭৩,৫৭৪ হাজার টাকা)।

কোম্পানি বাণিজ্য এবং অন্যান্য প্রাপ্তি, নগদ এবং নগদ সমতুল্য, সাবসিডিয়ারিতে বিনিয়োগ, বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রদেয় এবং অন্যান্য দায়সমূহ যা চলতি নহে, উক্ত দায়গুলির জন্য আর্থিক দলিলাদির ন্যায্যমূল্য প্রকাশ করেনি। কারণ তাদের পরিবাহী মূল্য ন্যায্যমূল্যগুলির যুক্তিসঙ্গত আনুমানিক মূল্যায়ন।

৪৪.২. আর্থিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

কোম্পানির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রতিষ্ঠা ও দেখাশোনা করার সার্বিক দায়-দায়িত্ব কোম্পানির ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের উপর বর্তায়। কোম্পানির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা গঠন করা হয় যাতে কোম্পানির যেসব ঝুঁকির মুখোমুখি হয় সেগুলো শনাক্ত করা ও বিশ্লেষণ করা যায়, যথাযথ ঝুঁকির সীমা ও নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি নির্ধারণ করা যায় এবং ঝুঁকি পরিবীক্ষণ করা ও ঝুঁকির সীমা মেনে চলা যায়। বাজার পরিস্থিতি ও কোম্পানি কার্যক্রমের পরিবর্তন তুলে ধরার লক্ষ্যে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ও পদ্ধতিসমূহ নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা করা হয়। আর্থিক দলিলাদি ব্যবহার হেতু কোম্পানির নিম্নোক্ত ঝুঁকিসমূহের মুখে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে: • বাকীতে বিক্রির ঝুঁকি • তারল্য ঝুঁকি • বাজার ঝুঁকি।

এই টীকাতে যেসব তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে সেগুলো হলো: কোম্পানির উপরোক্ত প্রতিটি ঝুঁকির মুখে পড়া সংক্রান্ত তথ্য; ঝুঁকি পরিমাপ ও ব্যবস্থাপনার জন্য কোম্পানির যেসব উদ্দেশ্য, নীতি ও কর্ম-প্রক্রিয়া রয়েছে সেগুলো সম্পর্কিত তথ্য; এবং কোম্পানির মূলধন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত তথ্য।

৪৪.২.১ বাকীতে বিক্রির ঝুঁকি

বাকীতে বিক্রির ঝুঁকি হল এক ধরনের আর্থিক ঝুঁকি, যা কোন গ্রাহক বা অপরপক্ষ তার চুক্তিবদ্ধ বাধ্যবাধকতাগুলি পূরণ করতে ব্যর্থ হলে উৎপন্ন হয়।

প্রধানতঃ গ্রাহকদের বৈশিষ্ট্যসমূহ কোম্পানির বাকীতে বিক্রির ঝুঁকির শিকার হওয়ার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করে থাকে, যেসব বৈশিষ্ট্যের অন্তর্গত হলো শিল্পের default ঝুঁকি ও গ্রাহকের আর্থিক ক্ষমতা। এসব উপাদান কোম্পানির জন্য বাকীতে বিক্রির ঝুঁকি সৃষ্টিতে অবদান রাখতে পারে। কোনো বিশেষ ভৌগোলিক এলাকায় বাকীতে বিক্রির ঝুঁকির আধিক্য নেই।

কোম্পানির ডেটরস ম্যানেজমেন্ট রিভিউ কমিটি (Debtors Management Review Committee) একটি 'বাকীতে বিক্রির নীতি' (Credit Policy) প্রণয়ন করেছে। কোম্পানির মূল্য পরিশোধ ও সরবরাহ সংক্রান্ত শর্তাবলী (payment and delivery terms & conditions) প্রস্তাব করার পূর্বে বাকীতে বিক্রি সংক্রান্ত এই নীতির অধীনে প্রত্যেক নতুন গ্রাহককে তার বাকীতে ক্রয় যোগ্যতার (creditworthiness) নিরিখে ব্যক্তিগতভাবে বিশ্লেষণ করে দেখা হয়। প্রত্যেক গ্রাহকের জন্য credit limit বা বাকীতে বিক্রির সীমা নির্ধারণ করা হয়। কোনো গ্রাহকের জন্য বাকীতে বিক্রির সীমা দ্বারা কমিটির অনুমোদন চাওয়া ছাড়াই বাকীতে মুক্তভাবে সেই গ্রাহকের নিকট সর্বোচ্চ যে পরিমাণ পণ্য বিক্রি করা যেতে পারে তা নির্দেশ করা হয়। গ্রাহকদের জন্য বাকীতে বিক্রির সীমা লিন্ডে গ্রুপের এইচপিও (HPO) নীতি অনুযায়ী কোয়ার্টারলিভাবে পর্যালোচনা করা হয়। যেসব গ্রাহক কোম্পানি কর্তৃক নির্ধারিত Benchmark Creditworthiness বা বাকীতে বিক্রির সর্বোচ্চ সীমা অনুসরণে ব্যর্থ হয় সেসব গ্রাহক কোম্পানির সাথে কেবলমাত্র নগদ প্রদান/ অগ্রিম নগদ জমা ভিত্তিতে লেনদেন করতে পারে।

অনাদায়ী বকেয়া (doubtful debts) নিষ্পত্তির জন্য কোম্পানি একটি 'অনাদায়ী বকেয়া নিষ্পত্তি নীতি' (provision policy) প্রণয়ন করেছে। এই নীতির আলোকে trade receivables বা ব্যবসায়িক প্রাপকদের গ্যাস এবং ওয়েল্ডিং প্রাপকদের দেনা বাবদ কোম্পানির লোকসানের হিসাব পাওয়া যাবে। কোম্পানি ৯০ দিনের মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যবসায়িক প্রাপকদের ৫০% দেনা এবং ১৮০ দিনের মেয়াদোত্তীর্ণ ব্যবসায়িক প্রাপকদের ১০০% দেনার নিষ্পত্তির বিধান করেছে। হেলথকেয়ার ক্রেতাদের মোট ঋণ গ্রহীতার জন্য ক্ষতির হার বরাদ্দ করা হয়েছে।

২০১৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে কোম্পানির নগদ অর্থ ও নগদ অর্থের সমতুল্যের পরিমাণ ছিল ১,৬০৪,২০১ হাজার টাকা (২০১৭: ১,১৩২,৩৩৬ হাজার টাকা), যা, এসব সম্পদের বিপরীতে, কোম্পানির বাকীতে বিক্রির সর্বোচ্চ পরিমাণের সক্ষমতা নির্দেশ করে। কোম্পানির এই অর্থ ও অর্থের সমতুল্যসমূহ বিভিন্ন ব্যাংকে জমা রাখা আছে। এসব ব্যাংক ক্রেডিট রেটিং এজেন্সি অব বাংলাদেশ (সিআরএবি) এবং ক্রেডিট রেটিং ইনফর্মেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড (সিআরআইএসএল)-এর রেটিং অনুসারে AA3 থেকে AAA পর্যন্ত রেটিংপ্রাপ্ত ব্যাংক।

আর্থিক অবস্থা বিবরণীতে প্রত্যেক আর্থিক সম্পদের চলতি মূল্য দ্বারা বাকীতে বিক্রির ঝুঁকির সর্বোচ্চ সম্ভাবনা নির্দেশিত হয়েছে।

৪৪.২.২ লিকুইডিটি ঝুঁকি

কোম্পানির আর্থিক দায়সমূহ পরিশোধের সময় হওয়া সত্ত্বেও কোম্পানি সেগুলো পরিশোধে অসমর্থ হওয়ার ঝুঁকিতে পড়লে সেই ঝুঁকিকে তারল্য ঝুঁকি বলা হয়। কোম্পানির তারল্য (নগদ অর্থ ও নগদ অর্থের সমতুল্যসমূহ) ব্যবস্থাপনা কৌশল হলো, অগ্রহণযোগ্য লোকসান স্বীকার না করে কিংবা কোম্পানির সুনামকে ক্ষতির ঝুঁকিতে না ফেলে, স্বাভাবিক ও চাপযুক্ত উভয় অবস্থাতেই, পরিশোধের সময় হলেই যাতে কোম্পানি তার দায়সমূহ পরিশোধ করতে পারে সে জন্য যতদূর সম্ভব কোম্পানির কাছে সবসময় যথেষ্ট পরিমাণে তারল্য থাকা নিশ্চিত করা। সাধারণত, কোম্পানি যেরকম যথাযথ বিবেচনা করে সেরকম সময়কালের প্রত্যাশিত পরিচালন ব্যয় মিটানোর নিমিত্তে তার কাছে যথেষ্ট পরিমাণে নগদ অর্থ ও নগদ অর্থের সমতুল্য থাকা নিশ্চিত করে; তবে এই ব্যয়ের মধ্যে পূর্বে যুক্তিসঙ্গতভাবে অনুমান করা যায় না এমন চরম পরিস্থিতি যেমন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উদ্ভূত অতিরিক্ত ব্যয়ের জন্য অর্থ অন্তর্ভুক্ত থাকে না। তদুপরি, আবশ্যক পাওনা পরিশোধে কোম্পানির নিকট যথেষ্ট নগদ অর্থ না থাকার ক্ষেত্রে দায়সমূহের অর্থ পরিশোধ নিশ্চিত করতে লিন্ডে গ্রুপ তফশিলি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাথে স্বল্পমেয়াদী ঋণ গ্রহণ সুবিধা (Short Term Lines of Credit) বজায় রাখতে চায়।

নিম্নে আর্থিক দায়সমূহের চুক্তিভিত্তিক মেয়াদের পরিপূর্ণতাকে তুলে ধরা হল:

নিম্নে আর্থিক দায়সমূহের চুক্তিভিত্তিক মেয়াদের পরিপূর্ণতাকে তুলে ধরা হল:

			চুক্তিভিত্তিক নগদ অর্থ প্রবাহ				
	পরিবাহী মূল্য	মোট	৬ মাস বা তার কম	৬ হতে ১২ মাস	১ হতে ২ বছর	২ হতে ৫ বছর	৫ বছর এর উর্ধ্বে
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৮							
উৎপন্ন নয় এমন আর্থিক দায়সমূহ:							
বাণিজ্যিক প্রদেয়	৮১,৫৪৯	৮১,৫৪৯	৮১,৫৪৯	–	–	–	–
আন্তঃ কোম্পানি প্রদেয়	৪৮৬,৪০৩	৪৮৬,৪০৩	৪৮৬,৪০৩	–	–	–	–
মূলধনী বিষয়ে প্রদেয়	২১,১৮৪	২১,১৮৪	২১,১৮৪	–	–	–	–
	৫৮৯,১৩৬	৫৮৯,১৩৬	৫৮৯,১৩৬	–	–	–	–
উৎপন্ন আর্থিক দায়সমূহ	–	–	–	–	–	–	–
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৭							
উৎপন্ন নয় এমন আর্থিক দায়সমূহ:							
বাণিজ্যিক প্রদেয়	৯৮,৬১৪	৯৮,৬১৪	৯৮,৬১৪	–	–	–	–
আন্তঃ কোম্পানি প্রদেয়	৪২৩,৪৩৪	৪২৩,৪৩৪	৪২৩,৪৩৪	–	–	–	–
মূলধনী বিষয়ে প্রদেয়	৫৩,১৯৬	৫৩,১৯৬	৫৩,১৯৬	–	–	–	–
	৫৭৫,২৪৪	৫৭৫,২৪৪	৫৭৫,২৪৪	–	–	–	–
উৎপন্ন আর্থিক দায়সমূহ	–	–	–	–	–	–	–

৪৪.২.৩ বাজার ঝুঁকি

বাজার ঝুঁকি হল সে ধরনের ঝুঁকি যা বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হার, সুদের হার এবং পণ্যের মূল্যসমূহের যেকোন ধরনের পরিবর্তনের ফলে কোম্পানির আয় অথবা আর্থিক দলিলাদি সম্পর্কিত এর হোল্ডিংসমূহের মূল্যকে প্রভাবিত করে। বাজার ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উদ্দেশ্য পরিচালনা এবং গ্রহণযোগ্য পরিমিত মধ্যে বাজার ঝুঁকি প্রভাব নিয়ন্ত্রণ, যখন সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন হয়।

ক. মুদ্রা ঝুঁকি

যেসব আয় এবং ক্রয়সমূহ বৈদেশিক মুদ্রায় পরিবর্তন (ডিনোমিনেটেড) করা হয়, সেক্ষেত্রে কোম্পানি মুদ্রা ঝুঁকির মুখে পড়ে। কোম্পানির অধিকাংশ বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন আমেরিকান ডলার, ইউরো, এসজিডি এবং জিবিপি-তে পরিবর্তিত করে হিসাব করা হয় এবং কাঁচামাল ও বিদেশ হতে মুলধনী আইটেমসমূহ সংগ্রহ করার সাথে এই মুদ্রা বিনিময় সম্পর্কিত। কোম্পানিকে কিছু কিছু সেবা প্রদানের ক্ষেত্রেও বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন করতে হয়। রপ্তানি হতে এবং মালামাল ও সেবাসমূহের পূর্ব নির্ধারিত (Deemed) রপ্তানি হতে কোম্পানি বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে।

কোম্পানি এর মুদ্রা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে বৈদেশিক মুদ্রায় পরিবর্তনযোগ্য আসন্ন ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যাংকসমূহের সাথে আগাম চুক্তিতে উপনীত হয় যাতে কোম্পানি বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের ব্যাপারে এর সম্পৃক্ততা গ্রহণযোগ্য নিম্ন পর্যায়ে ধরে রাখার প্রয়াস চালাতে পারে।

নিম্নে বর্ণিত মুদ্রায় আর্থিক দায়সমূহের ক্ষেত্রে ৩১শে ডিসেম্বর অবধি কোম্পানির বৈদেশিক মুদ্রা ঝুঁকি:

i) মুদ্রা ঝুঁকি বিষয়ক হিসাব	'০০০ BDT	'০০০ USD	'০০০ EUR	'০০০ GBP	'০০০ INR	'০০০ PHP	'০০০ SGD	'০০০ THB
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৮								
সম্পত্তিসমূহের বৈদেশিক মুদ্রা মূল্য								
বাণিজ্য প্রাপ্য	৫৮২,০৮২	–	–	–	–	–	–	–
আন্তঃ কোম্পানি প্রাপ্য	৮,১২১	–	২০	–	–	৪৭	–	–
	৫৯০,২০৩	–	২০	–	–	৪৭	–	–
দায়সমূহের বৈদেশিক মুদ্রা মূল্য								
বাণিজ্য প্রদেয়	৮১,৫৪৯	–	–	–	–	–	–	–
আন্তঃ কোম্পানি প্রদেয়	(১৭৪,০১৭)	(১,৬১৩)	(১,৭৯৭)	(৩)	(৩,২৩২)	(৮৮)	(১৩)	(৪১)
	(৯২,৪৬৮)	(১,৬১৩)	(১,৭৯৭)	(৩)	(৩,২৩২)	(৮৮)	(১৩)	(৪১)
ঝুঁকির হিসাব	৪৯৭,৭৩৫	(১,৬১৩)	(১,৭৭৭)	(৩)	(৩,২৩২)	(৪১)	(১৩)	(৪১)

	'০০০ BDT	'০০০ USD	'০০০ EUR	'০০০ GBP	'০০০ INR	'০০০ PHP	'০০০ SGD	'০০০ THB
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৭								
সম্পত্তিসমূহের বৈদেশিক মুদ্রা মূল্য								
বাণিজ্য প্রাপ্য	৫১৬,৫২৭	–	–	–	–	–	–	–
আন্তঃ কোম্পানি প্রাপ্য	৫০,৭১৬	–	১৯	–	–	৪৭	–	–
	৫৬৭,২৪৩	–	১৯	–	–	৪৭	–	–
দায়সমূহের বৈদেশিক মুদ্রা মূল্য								
বাণিজ্য প্রদেয়	৯৮,৬১৪	–	–	–	–	–	–	–
আন্তঃ কোম্পানি প্রদেয়	(১৪৭,৩২৬)	(১,৭৬৭)	(১,৩১৬)	–	(১,৭৪৬)	(৮৮)	–	–
	(৪৮,৭১২)	(১,৭৬৭)	(১,৩১৬)	–	(১,৭৪৬)	(৮৮)	–	–
ঝুঁকির হিসাব	৫১৮,৫৩১	(১,৭৬৭)	(১,২৯৭)	–	(১,৭৪৬)	(৪১)	–	–

নিম্নে এ বছরের প্রয়োগকৃত মুদ্রার বিনিময় হার দেয়া হল:

বিনিময় হার	গড় হার		বছর শেষে স্পট হার	
	২০১৮	২০১৭	২০১৮	২০১৭
১ ইউ এস ডলার (ইউএস ডলার)	৮৩.৭৭	৮০.৯১	৮৩.৬১	৮২.৭৮
১ গ্রেট ব্রিটেন পাউন্ড (জিবিপি)	১১১.৮২	১০৪.৭০	১০৬.৬৮	১১১.৮৭
১ ইউরো (ইউআর)	৯৮.২২	৯১.২২	৯৫.৯০	৯৯.৩১
১ এসজিডি ডলার	৬২.১১	৫৮.২৩	৬১.৩৪	৬১.৮৯

ii) সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ

৩১ শে ডিসেম্বর সময়ের মধ্যে বৈদেশিক মুদ্রার যৌক্তিক পর্যায়ে (সম্ভাব্য ৫%) শক্তিশালী হওয়ার (বা দুর্বল হয়ে যাওয়ার) ফলে বিদেশী মুদ্রায় নির্ণয়কৃত আর্থিক দলিলাদির পরিমাপের পাশাপাশি নিম্নের প্রদর্শিত পরিমাণ বিচারে ইক্যুইটি এবং মুনাফা বা ক্ষতির উপর বিরূপ প্রভাব রাখতে পারত। উক্ত বিশ্লেষণমূলক দলিলে প্রতিভাত হয় যে, অন্যসকল পরিবর্তনশীল সূচক, বিশেষতঃ সুদের হারসমূহ, স্থিতিশীল রয়েছে এবং এক্ষেত্রে আগাম বিক্রয় এবং ক্রয়ের কারণে সৃষ্ট কোন প্রভাব গণ্য করা হয়নি।

	লাভ বা ক্ষতি		ইক্যুইটি, করের সীমা	
বিনিময় হার	বৃদ্ধি	হ্রাস	বৃদ্ধি	হ্রাস
	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০	টাকা '০০০
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৮				
ইউ এস ডলার	(৬,৭৫৬)	৬,৭৫৬	৫,০৬৭	(৫,০৬৭)
ইউরো	(৮,৭২৭)	৮,৭২৭	৬,৫৪৫	(৬,৫৪৫)
জি বি পি	(১৫)	১৫	১১	(১১)
আই এন আর	(১৯১)	১৯১	১৪৩	(১৪৩)
পি এইচ পি	(৩)	৩	২	(২)
এস জি ডি	(৪০)	৪০	৩০	(৩০)
টি এইচ বি	(৫)	৫	৪	(৪)
৩১শে ডিসেম্বর ২০১৭				
ইউ এস ডলার	(৭,১৪৮)	৭,১৪৮	৫,৩৬১	(৫,৩৬১)
ইউরো	(৫,৯১৬)	৫,৯১৬	৪,৪৩৭	(৪,৪৩৭)
জি বি পি	–	–	–	–
আই এন আর	(১১৩)	১১৩	৮৫	(৮৫)
পি এইচ পি	(৩)	৩	৩	(৩)
এস জি ডি	–	–	–	–
টি এইচ বি	–	–	–	–

	২০১৮	২০১৭
	টাকা '০০০	টাকা '০০০
ii) বৈদেশিক বিনিয়োগ লাভ/(ক্ষতি)		
বৈদেশিক বিনিয়োগ লাভ/(ক্ষতি)	৬,১৪৯	(১৯,৭৮৮)

খ) সুদের হার সংক্রান্ত ঝুঁকি

সুদের হার পরিবর্তনের কারণে সুদের হার সংক্রান্ত ঝুঁকি দেখা দেয়। কোম্পানির বৈদেশিক মুদ্রা সংক্রান্ত দায় সুদের হার ওঠানামা দ্বারা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত হয় না। প্রতিবেদন প্রস্তুতের তারিখে ডেরিবেটিভ দলিলনির্ভর কোন চুক্তিতে কোম্পানি উপনীত হয়নি।

৩১শে ডিসেম্বর অবধি কোম্পানির সুদ নির্ধারণী আর্থিক দলিলাদিতে সুদ হারের ধরন ছিল:

		নামিক মূল্য
নির্ধারিত হার বিষয়ক দলিলাদি		
আর্থিক সম্পত্তিসমূহ		
ব্যাংকে গচ্ছিত নগদ অর্থ	১,২০০,৬৫৬	৬৭০,৬৯০
বিনিয়োগ	১০,৭৫৩	১০,৫৩৫
	১,২১১,৪০৯	৬৮১,২২৫
আর্থিক দায়সমূহ	–	–
	১,২১১,৪০৯	৬৮১,২২৫
চলতি হার বিষয়ক দলিলাদি		
আর্থিক সম্পত্তিসমূহ	–	–
আর্থিক দায়সমূহ	–	–
	–	–
	১,২১১,৪০৯	৬৮১,২২৫

গ) পণ্যমূল্য সংক্রান্ত ঝুঁকি

পণ্যের মূল্য ওঠানামা করার কারণে (কোম্পানির সম্পদ ও পণ্যের) ভবিষ্যৎ বাজার মূল্যমান এবং কোম্পানির ভবিষ্যৎ আয়ের পরিমাণ বা আকার নিয়ে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয় তাকে বলা হয় পণ্যমূল্য সংক্রান্ত ঝুঁকি (commodity risk)। যেহেতু কোম্পানি উৎপাদনে ব্যবহারের জন্য এমএস ওয়্যার, ব্লেন্ডেড পাউডার, ক্যালসিয়াম কার্বাইড ও অন্যান্য কাঁচামাল ক্রয় করে থাকে, তাই এসব উপকরণ ক্রয় করার ফলে কোম্পানি পণ্যমূল্য সংক্রান্ত ঝুঁকির মুখে পড়ে। সরবরাহকারীদের সাথে 'সরবরাহ চুক্তি'র (supply contract) মাধ্যমে পণ্যমূল্য সংক্রান্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করা হয়ে থাকে।

৪৪.৩ মূলধন ব্যবস্থাপনা

কোম্পানির কার্যক্রমকে একটি সচল কার্যক্রম হিসেবে বজায় রাখা নিশ্চিত করতে কোম্পানির যে পর্যাপ্ত পরিমাণ অভ্যন্তরীণ মূলধন থাকা আবশ্যক তা নিরূপণ করার মাধ্যমে সেই মোতাবেক কোম্পানির জন্য যথেষ্ট পরিমাণে মূলধন বজায় রাখার লক্ষ্যে বিভিন্ন নীতি ও পদক্ষেপের বাস্তবায়নই হলো মূলধন ব্যবস্থাপনা। শেয়ার মূলধন, সাধারণ সংরক্ষিত তহবিল ও পুনর্মূল্যায়িত সংরক্ষিত তহবিলের সমন্বয়ে কোম্পানির মূলধন গঠিত। নির্ধারিত মাত্রার চাইতে উচ্চতর অংকের মূলধনের ক্ষেত্রে, সকল বড় ধরনের বিনিয়োগ ও পরিচালন সিদ্ধান্ত বোর্ড কর্তৃক মূল্যায়িত ও অনুমোদিত হতে হয়। সাধারণ শেয়ারহোল্ডারগণকে যে লভ্যাংশ প্রদান করা হয় পরিচালকমন্ডলী তার মাত্রাও পরিবীক্ষণ করে থাকেন।

প্রকাশনা:

লিন্ডে বাংলাদেশ লিমিটেড
কর্পোরেট অফিস
২৮৫ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা ১২০৮, বাংলাদেশ
ফোন +৮৮ ০২ ৮৮৭০৩২২-৭, +৮৮ ০১৭১৩০৯৯৬৭৩
www.linde.com.bd